হে বোন
জান্নাত তোমার প্রতীক্ষায়
ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী
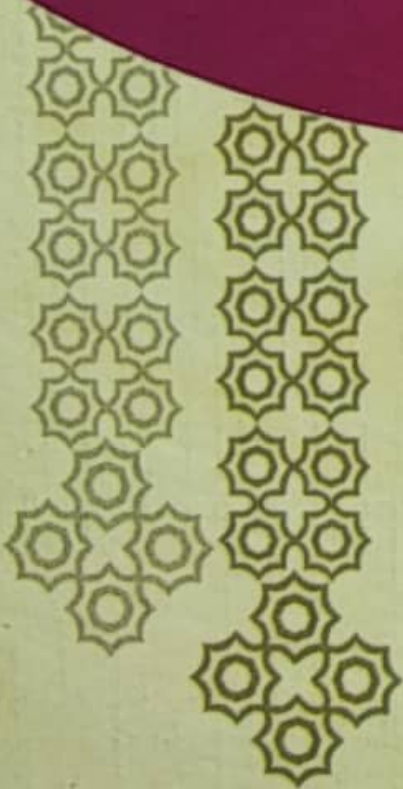
নারীদের উদ্দেশ্যে শায়েখ আরিফীর যুগান্তকারী বয়ান

হে বোন! জান্নাত তোমার প্রতীক্ষায়

মূল

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রাহমান আরিফী

সংকলন ও অনুবাদ

মুফতী মুআজ আহমাদ
ইমাম ও খতীব
উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ, সদর, ময়মনসিংহ।
মুশরিফ, দারুল ইফতা, জামিয়াতুস সালাম আল-মানসুরিয়া,
ময়মনিসংহ।

প্রকাশনায়

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। ড. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান আরিফী মুসলিম বিশ্বে এক সুপরিচিত নাম। মূলত তিনি একজন দায়ী। তাঁর আবেগমাখা কথাগুলো হৃদয়ে ঝংকার তুলে। নারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর আলোচনাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তাঁর বয়ান সংকলন রাওয়ায়ে, রাকাইক ও রিহলাতু হায়াত থেকে নারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চারটি বয়ান অনুবাদ করে শ্রদ্ধেয় পাঠকদের সামনে পেশ করলাম। মূল বয়ানে কিছু কথা পুনরুক্ত হওয়ায় তা বিলুপ্ত করেছি। আবার কোথাও আবেদনের আহবানে সাড়া দিয়ে রেখে দিয়েছি। ফলে কোথাও অসামঞ্জস্য বা ভাব দুর্বোধ্য হলে দায় আমার। আলোচক দায়মুক্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাওয়াতী কাজকে আরো ফলপ্রসূ করুন এবং তাঁকে সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধেক। জাতি ও সমাজ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকাই মুখ্য। নারী-জাগরণের নামে বর্তমানে বহু প্রতারণা চলছে। আমাদের কোমলমতি মা-বোনেরা সেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের ঈমান-আমল ধ্বংস করছেন। উপরন্তু ইসলামের সামগ্রিক বিধানকে তারা নিজেদের স্বাধীন জীবনের অন্তরায় মনে করছেন! ফলে সময়ের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নারী সমাজকে সচেতন করা, তাদের সামনে তাদের পূর্বসুরীদের গৌরবময় কীর্তিগাঁথা তুলে ধরা। নারী সমাজ বিশেষত মুসলিম মা-বোনেরা যদি সচেতন হন এবং ইসলামকেই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেন তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিশ্বব্যাপী ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না।

আমি আশাবাদী, এ সংকলনটি এ যুগের মা-বোনদের বিরূপ মনোভাব পাল্টে দিতে এবং চেতনার খোরাক যোগাতে সহায়ক হবে। আমাদের মা-বোনেরা ইসলামী চেতনাকে লালন করবেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সেই চেতনার মশালবাহী রূপে গড়ে তুলবেন; এমন স্বপ্ন থেকেই এই প্রয়াস।

আমার অস্তিত্তের উৎস, যার পায়ের নিচে আমার জান্নাত সেই মমতাময়ী আম্মার জন্য এই ক্ষুদ্রকর্ম উৎসর্গ করলাম। তিনি অসুস্থ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্রুত পরিপূর্ণ শিফা দান করুন এবং অনুবাদটিকে কবুল করে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসীলা করুন। আমীন!

সূ । চী । প । ত্র

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী নারী

নারীর ঈমানদীপ্ত দাস্তান

জান্নাতের রমণীদের সর্দার

নারীর সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মর্যাদা

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী নারী

الحمد لله يختص من يشاء برحمته .. ومتابع الإحسان إلى العباد بفضله ومنته..
ويوفق أحبابه لأسباب عنايته ومصرف الأحكام في العبيد .. فمن شقي وسعيد ..
ومقرب وطريد .. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وصلوات الله وسلامه على سيد
أنبيائه .. وأول أوليائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محدثُ الأكوان
والأعيان .. ومبدعُ الأركان والأزمان ومنشئُ الألباب والأبدان .. ومنتخبُ الأحباب
والخلان الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ... حمدا إذا قابل النعم وفى
وسلاما إذا بلغ خاتم النبيين شفى .. وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى.

আলহামদুলিল্লাহ। আজ আমি আমার মা-বোনদের কাছে কিছু কথা নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি। আজকের এই সেমিনার আমার সে সকল নেককার, পরহেযগার মা-বোনদের জন্য উৎসর্গ করতে চাই, রাতের শেষ প্রহরে যাদের চোখে শ্রাবণ নামে। রোযা আর যিকরে ইলাহীতে যাদের দিবস কাটে।

সময়ের এই ক্রান্তিলগ্নে ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথ্যা-বেদনা আমি আমার মুসলিম বোনদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আজকের এই সেমিনার আমি উম্মতের আশা-আকাঙ্খার লক্ষ্য ও সমাজ বিনির্মাণের কারিগর সেই মুসলিম রমণীকুলের জন্য উৎসর্গ করতে চাই সময়ের স্রোতে যারা তাদের ইজ্জতকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেননি। যামানার পঙ্কিলতা যাদের চরিত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি। যারা নামাযী, পর্দানশীন। তারা তাদের রবের প্রতিশ্রুত জান্নাতের অভিলাষী।

আজ কিছু নেককার রমণীর জীবনেতিহাস ও ঘটনা আমি আলোচনা করতে চাই। এ সব ঘটনা যুবক-যুবতীর অবৈধ প্রেম ও মিথ্যায় ভরপুর

কোনো কল্পকাহিনী কিংবা রূপকথার গল্প নয়, বরং ইতিহাসের বাস্তব সত্য ঘটনা।

লিঙ্গ-শ্রেণী নয়, কর্মেই মর্যাদা

আমার নেককার, পবিত্র বোন! আপনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করুন, এই দুনিয়ার বুকে আপনার মর্যাদাই সবার উর্ধ্বে। আপনি একজন মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা। আপনি এই সমাজের অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেকের অস্তিত্বের উৎসও আপনি। যুগে যুগে আপনার গর্ভেই জন্মেছেন দিগ্বিজয়ী বীর, অনলবর্ষী বক্তা, যুগের রাহবার, দেশ ও জাতির কাণ্ডারী। আপনার কাছেই আমি কিছু কথা ও আবেদন, ব্যথ্যা ও নিবেদন, ইতিহাসের কিছু বাস্তব সত্য ঘটনা তুলে ধরতে চাই। হয়ত তা আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করবে। আপনার আবেগ ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যাবে।

আমরা জানি, নারী পুরুষের অর্ধাংশ ও সমকক্ষ। যুগে যুগে পুরুষের মাঝে যেমন আলেম ও বিদ্যান, সমাজ সংস্কারক ও দীনের মহান দায়ীগণ ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমনি বিদ্যান ও দায়ী ছিলেন। পুরুষের মাঝে যেমন দিবসের রোযাদার ও রাতের রোদনকারীরা ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমন ছিলেন, বরং কল্যাণ ও সত্যের প্রতিযোগিতায় নারীরা সব সময়ই পুরুষদের পাশাপাশি ছিলেন। এভাবে কত নারী যে পুরুষদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন! তাদের তুলনা তো তারাই! আল্লাহর গোলামী, দীনের নুসরত ও হেফাজত, বদান্যতা ও আমলে-কর্মে নারীরা সর্বদাই পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন, বরং আপনি যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলান তাহলে দেখতে পাবেন, মানবেতিহাসের বৃহৎ ও মহান বহু কাজ নারীরাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম যিনি হারাম শরীফে বসবাস করেছেন, যমযমের পানি পান করেছেন, সাফা-মারওয়ায় সায়ী করেছেন তিনি একজন নারী। তিনি হযরত ইবরাহীম আ.এর স্ত্রী ও ইসমাইল আ.এর জননী হযরত হাজেরা রা.। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দীনের সাহায্যার্থে

নিজের সর্বস্বকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি একজন নারী। তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.। ইসলামের জন্য যিনি নিজের জীবন কুরবান করে প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনিও একজন নারী। তিনি হলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের জননী হযরত সুমাইয়া রাযি.।

মনে রাখবেন! মর্যাদা কোনো মানুষের দান বা অনুকম্পা নয়। পুরুষ বা নারী হওয়া মর্যাদার মাপকাঠি নয়। কর্ম ও অবদানই ব্যক্তির মর্যাদার উৎস। তাই এ যুগেও যদি মর্যাদা লাভ করতে হয় তাহলে কর্মের ময়দানে আপনাকে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

মা হাজেরার ধৈর্য ও কুরবানীর ইতিহাস কে না জানি! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করেছেন। বিজন মরুভূমিতে একাকী কোলের সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। তবু আল্লাহ তাআলার প্রতি সব সময় সন্তুষ্ট থেকেছেন। সমস্ত কষ্টক্লেশ হাসিমুখে বরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে মোজাহাদার বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেছেন। এ সব কাজের সওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ তাআলার কাছে কী বিপুল হবে তা কী ভাবা যায়! তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তাঁর সন্তানকে নবী বানিয়েছেন। তাঁকে সকল অলীদের জন্য আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন। এসব অসামান্য প্রাপ্তির পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য কষ্টের কি কোনো তুলনা হয়!

এ কেবল একজন হাজেরা নন, ইতিহাসের পাতায় এমন বহু হাজেরা রয়েছেন যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার সকল সুখ-ভোগ ত্যাগ করে কষ্টের জীবনকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। দীনের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে তারা রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।

কর্মের ময়দানে আপনার যোগ্যতা প্রদর্শন করুন

আমার বোন! আপনিও কি তাদের মতো মসীবত ও অসহায়ত্বে ধৈর্যধারণ করতে প্রস্তুত? দুনিয়াবাসী যখন নিদ্রায় বিভোর থাকে আপনি কি তখন

বিনিদ্র রজনী কাটাতে প্রস্তুত? দুনিয়াবাসী যখন আমোদ-ফূর্তিতে ব্যস্ত থাকে আপনি কি তখন রোযার জন্য প্রস্তুত? যদি আপনি রাজি ও প্রস্তুত থাকেন তাহলে নগ্নতা ও বেপর্দার সয়লাবের এ যুগে আপনি আপনার হিজাব নিয়ে গর্বিত হোন। আপনার রবের সন্তুষ্টির জন্যে নাটক-সিনেমা আর গান-বাজনাকে ছুড়ে ফেলুন। এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এ যুগের সবচেয়ে বড় জিহাদ। এ জিহাদে আপনি যদি শামিল হতে পারেন তাহলে দুনিয়াতেও তার বিনিময় ও মর্যাদা লাভ করবেন আর আখেরাতের অনন্ত সুখ তো বলাই বাহুল্য! এ জিহাদে শামিল হতে পারলেই আপনি ও আপনার জীবন ধন্য। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ইসলাম একাকীত্বের মধ্য দিয়েই উদয় হয়েছে। আবারো একাকীত্বের মাঝেই ফিরে যাবে। ধন্য তারা যারা এই একাকীত্বকে বরণ করবে।' হতে পারে আপনি বিরল কিংবা যুগের সংস্কৃতির সাথে অচেনা; সমাজ ও পরিবেশের সাথে বেমানান, কিন্তু মনে রাখবেন! আপনার জন্যই আসমান-যমীন টিকে আছে। জান্নাতের দুয়ারগুলো আপনাকেই অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। আপনি যামানার অনুপম রওশন সিতারা। আপনি পরম ভাগ্যবতী। জান্নাত আপনার অপেক্ষায়। কারণ আপনি অনেকের মাঝে অনন্য।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অনন্য ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী কারা? কারা সেই ধন্য নারী-পুরুষ, জান্নাত যাদের প্রতীক্ষায়? তাদের পরিচয় হচ্ছে, তারা এই ভুলে ভরা সমাজের মধ্যে নগণ্য কিছু নেককার যারা তাদের রবের সাথে কৃত অঙ্গীকারকে পূরণ করেন। যারা দীনের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত রাখতে দ্বিধা করেন না। যারা তপ্ত মরুভূমিতে পথ চলতে কষ্ট অনুভব করেন না। মরু-বিয়াবানে যাদের দিন কাটে। বালুমাটিতে যাদের নিশাবসান হয়। তারা ফেতনা থেকে দূরে থাকেন। সৎকাজে এগিয়ে থাকেন। তাদের যবান কখনো মিথ্যা বলে না। তাদের লজ্জাস্থান কখনো অপবিত্র হয় না। তাদের দৃষ্টি থাকে অবনমিত। কথা হয় পরিমিত। গল্পও হয় ভদ্রোচিত। হাশরের ময়দানে তারা যখন তাদের রবের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন আর হাত-পা, চোখ-কান এভাবে একে একে দেহের সব অঙ্গ সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে তখন তারা হবেন

উচ্ছসিত ও উল্লসিত। কারণ তাদের চোখ কখনো হারাম কিছুর দিকে তাকিয়েছেন মর্মে সাক্ষ্য দিতে পারবে না। তাদের কান কখনো গান-বাজনা শুনেছেন বলে সাক্ষ্য দিতে পারবে না। অধিকন্তু তাদের অঙ্গগুলো সাক্ষ্য দিবে রাতভর আল্লাহর ভয়ে কান্নার আর দিনভর তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাদের পবিত্রতার। অথচ অন্যরা সেদিন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। গোনাহ তাদের সব অর্জনকে ম্লান করে দিবে। ইরশাদ হয়েছে-

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ.

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 'তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না' এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো। অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (সূরা ফুসসিলাত ঃ ১৯-২৪)

ইসলামে হযরত খাদীজার অবদান ও মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে নবুওতের অহী আসার আগে তিনি হেরা গুহায় গমন করতেন। গুহাটি মদীনার পথে পড়ে। সেখানে গিয়ে তিনি ইবাদত করতেন। একদিন তিনি শান্ত মনে ধ্যানে মশগুল; হঠাৎ জিবরাইল আত্মপ্রকাশ করে বললেন, 'পড়ুন।' রাসূলুল্লাহ সা. নির্জন গুহায় হঠাৎ কারো কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কখনো কিতাব পড়িনি। আমি ভাল করে এসব পারি না। আমি পড়ালেখা জানি না।' জিবরাইল আ. পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এবার পড়ুন।' তিনি একই জবাব দিলেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরাইল আ. আবার তাঁকে জোরে চেপে ধরলেন। যখন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এখন পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরাইল আ. তৃতীয় বারের মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থাৎ তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক ঃ ১-৫)

পবিত্র কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলো শুনে এবং অদ্ভুত হালতের সম্মুখীন হয়ে অজানা আতঙ্কে রাসূলুল্লাহ সা. প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দ্রুত মক্কায় ফিরে এসে হযরত খাদীজার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখনো তাঁর আত্মা ধরফর করছে। বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমায় ঢেকে দাও।' বলতে বলতে তিনি বিছানায় গা জড়িয়ে দিলেন। ঘরের লোকেরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তিনি

শুয়ে আছেন, আর খাদীজা রা. তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিস্ময়ভরে ভাবছেন, কিসে তাঁকে ভয় পাইয়ে দিল?

এক সময় রাসূলুল্লাহ সা.এর ভীতি কিছুটা কমে এলে তিনি খাদীজার কাছে সব কথা খুলে বলে বললেন, 'খাদীজা! আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি।' খাদীজা তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'এ আশঙ্কা কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করেন। মেহমানের কদর করেন। মানুষের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বকে উপার্জন করে দেন। বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন। কাজেই আপনার রব আপনার জন্য অকল্যাণকর কিছুই করবেন না।'

এভাবে হযরত খাদীজা সূচনা থেকেই রাসূলুল্লাহর মনে সাহস যোগাতে থাকেন। পরবর্তীতেও তাঁর এ কর্ম প্রচেষ্টা কখনো থেমে ছিল না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এ উদ্যম অটুট ছিল।

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সা.কে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা তখন বৃদ্ধ ও অন্ধ। জাহেলী যুগেই তিনি খৃষ্টধর্ম বরণ করেছিলেন। নিয়মিত ইঞ্জিল পড়তেন ও লিখতেন। নবীদের ঘটনা সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. রাসূলুল্লাহ সা.কে নিয়ে গিয়ে তার কাছে বসলেন। বললেন, 'ভাই! আপনার ভাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন। তিনি অদ্ভুত কিছু দেখেছেন।' ওয়ারাকা বললেন, কী ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? আমাকে নির্ভয়ে সব খুলে বল।

রাসূলুল্লাহ সা. যা দেখেছেন তাকে খুলে বললেন এবং কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলোও পড়ে শোনালেন। কুরআনের আয়াত ও ঘটনা শুনে ওয়ারাকা আনন্দে হতবিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন! বললেন, 'মারহাবা! মারহাবা! সুসংবাদ! সুসংবাদ! এটা তো সেই অহী যা হযরত মুসার কাছে নাযিল হয়েছিল। হায়! আমি যদি সেই যামানা পেতাম যখন

তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তাহলে তোমার সাহায্যে আমি এগিয়ে আসতাম।'

ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সা. ভয় পেয়ে গেলেন। স্ববিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে?! ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে বিষয় নিয়ে আগমন করেছ, ইতিপূর্বে যে কেউ এমন বিষয় নিয়ে আগমন করেছে, তাকেই কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি যদি তোমার নবুওয়াত বিস্তারের যামানা পাই তাহলে অবশ্যই তোমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'

হযরত খাদীজা রা. রাসূলুল্লাহ সা.কে নিয়ে ওয়ারাকার কাছ থেকে চলে এলেন। তিনি তখন নিশ্চিত হয়ে গেছেন তাঁর স্বামীকে কেন্দ্র করেই নিদ্রাচ্ছন্ন যুগের অবসান ঘটতে চলেছে। এবার জাগার সময় হয়েছে। কাজেই সার্বিক পরিস্থিতিতে যে কোনো মূল্যে তাঁকে তাঁর স্বামীর সঙ্গ দিতে হবে। ফলে রাসূলুল্লাহ সা. দীনের দাওয়াতের কাজে ঘর থেকে বের হলে তিনিও তাঁর সাথে বের হতেন। দীনের জন্য নিজেও রাসূলুল্লাহ সা.এর পাশে থেকে কষ্ট স্বীকার করতেন। রাসূলুল্লাহ সা.কে তিনি সব সময় চোখে চোখে রাখতেন, যেন কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. ছিলেন মক্কার প্রখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি খুওয়াইলিদের আদরের একমাত্র কন্যা। প্রাচুর্য, সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য আর অঢেল সম্পদের মাঝে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল। অথচ আজ তিনি স্বেচ্ছায় কষ্ট আর মসীবতকে স্বাগত জানাচ্ছেন। দীনের সাহায্যার্থে তিনি কখনো এতটুকু সঙ্কোচবোধ করেননি। কোনো সংশয় বা দ্বিধাবোধ করেননি। আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, অবিচল আস্থা। নিজের ধন-সম্পদ, মেধা-মেহনত সর্বস্ব দীনের স্বার্থে নবীর জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দীনের ওপর অটল ও অবিচল অবস্থায় কাটিয়েছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা জিবরাইল আ. নবী কারীম সা.কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে খাদীজা প্রতিদিন আপনার সাথে আসে, আপনার জন্য খানা-পানি ও তরকারী নিয়ে আসে, তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন যেখানে কোনো কোলাহল বা ক্লান্তি নেই।'

এই সেই খাদীজা যিনি নিজের জীবন থেকে মূর্তিপূঁজা ছুড়ে ফেলে তাঁর রবের ডাকে, রাসূলুল্লাহ সা.এর ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার প্রতি সন্তুষ্ট।

আজ খাদীজার কন্যারা কেন তাঁর অনুসরণ করে না! আমার বোন! কেন আপনি মা খাদীজার অনুসরণ করেন না! কেন আপনি তাঁকে আপনার আদর্শ ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন না! অথচ তাঁর অনুসরণের মাঝেই রয়েছে অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। যেখানে কোনো রোগ বা কষ্ট নেই, বেদনা বা দুঃখ নেই।

একজন জান্নাতী নারীর গল্প

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল নারীর নাম চিরভাস্কর ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তাদের একজন হলেন, হযরত আনাস বিন মালেকের মা হযরত গুমাইসা রাযি.। উপনাম উম্মে সুলাইম। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে কারো ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখলাম, সেখানে গুমাইসা বিনতে মিলহান অবস্থান করছেন।'

উম্মে সুলাইম ছিলেন এক বিস্ময়কর নারী। জাহেলী যুগের আরো দশটা যুবতীর মতোই তাঁর যৌবন কেটেছে। সে সময় তিনি মালেক বিন নযরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মদীনাতে ইসলামের আগমনকালে মদীনার আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করলে উম্মে সুলাইমও ইসলামের অগ্রবর্তীদের দলে শামিল হন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি স্বীয়

স্বামীকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। স্বামী তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা; উপরন্তু তাঁকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্যে মদীনা থেকে সিরিয়ায় নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি। তিনি বাধা দিলেন। ফলে তাঁর স্বামী একাই সিরিয়া চলে গেল এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটল।

উম্মে সুলাইম ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী ও অনন্য সুন্দরী। স্বামীর মৃত্যু হলে মদীনার পুরুষরা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য রীতিমত হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বহু প্রস্তাব এল। মদীনার সম্ভ্রান্ত যুবক আবু তালহাও তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবু তালহার প্রস্তাবে তিনি জবাব দিলেন, 'আমিও তোমার প্রতি আগ্রহী। তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু তুমি অমুসলিম আর আমি মুসলিম নারী। তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে মোহর ছাড়াই আমি তোমার সাথে বিয়েতে রাজি। তোমার ইসলাম গ্রহণই আমার কাছে মোহর সমতুল্য।'

এরপর উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বললেন, হে আবু তালহা! তুমি কি জান না, তুমি যার ইবাদত কর সেই মূর্তি যমীন থেকে উদগত একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে নির্মিত; যেটাকে অমুক হাবশী দিয়ে টেনে আনা হয়েছে? আবু তালহা বললেন, হ্যাঁ। জানি। তিনি বললেন, হে আবু তালহা! তুমি কি তার ইবাদত করতে লজ্জাবোধ কর না যা যমীন থেকে উদগত একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে নির্মিত; যেটাকে অমুক হাবশী দিয়ে টেনে আনা হয়েছে? আবু তালহা! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমার অন্য কোনো মোহরের প্রয়োজন নেই। তোমার ইসলাম গ্রহণই আমার বিয়ের মোহর রূপে গণ্য হবে। আবু তালহা বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমার প্রস্তাব ভেবে দেখব। এরপর বাড়িতে ফিরে আসার পর তিনি উম্মে সুলাইমের কথা ও যুক্তি নিয়ে অনেক ভাবলেন। যখন সত্য তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আবু তালহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে উম্মে সুলাইম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আনাসকে বললেন, হে আনাস!

আমাকে আবু তাহলার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। আনাস তাঁর মায়ের বিয়ের ব্যবস্থাপনা করলেন। সেই সময় উম্মে সুলাইমের মোহর ছিল ব্যাপক আলোচিত একটি মোহর। তাঁর মোহরকেই তখন সর্বোত্তম মোহর বলে গণ্য করা হত। অন্য কারো মোহর তাঁর মোহরের চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হত না।

দেখুন! কিভাবে উম্মে সুলাইম একজন নারী হয়ে দীনের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিলেন। ইসলামের স্বার্থে নিজের ন্যায্য অধিকার প্রত্যাহার করে নিলেন। বস্তুত তারাই ছিলেন প্রকৃত মুসলিম রমণী, ইসলামই ছিল যাদের জীবন। ইসলামের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা, ইসলামকে সমুজ্জ্বল করা, ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

রাসূলুল্লাহ সা.এর মদীনায় আগমনকালিন একটি ঘটনা। তিনি মদীনায় আগমন করলে আনসার-মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখন আবু আইয়ূব আনসারীর বাড়ীতে অবতরণ করলে উম্মে সুলাইমও সেখানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সা.কে এক নজর দেখতে আবু আইয়ূবের বাড়ীতে যেন মদীনাবাসীর ঢল নামল। উম্মে সুলাইমও তাদেরই একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.কে কিছু হাদিয়া দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু দু'জাহানের নবীকে কী হাদিয়া দেয়া যায় তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। অনেক ভাবনার পর হাদিয়ার দেয়ার জন্য তাঁর কলিজার টুকরা আনাসের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কিছু পেলেন না। তাই সন্তান আনাসকেই নিয়ে নবীজির কাছে এলেন। সন্তান সমেত রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হল আমার ছেলে আনাস। এখন থেকে সে সবসময় আপনার কাছে থাকবে। আপনার খেদমত করবে।' এভাবে আনাসকে নবীজির সোপর্দ করে তিনি চলে এলেন। আনাস নবীজির খেদমতে রয়ে গেলেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি নবীজির খেদমতেই নিয়োজিত থাকতেন।

উম্মে সুলাইম কেবল মানুষের সামনে কাজ দেখাতেন কিংবা দীনি কাজেই সময় ব্যয় করতেন আর নিজের ব্যক্তি ও পরিবারের ব্যাপারে অসচেতন

থাকতেন; তা কিন্তু নয়। পরিবারের প্রতি তাঁর সচেতনতা, স্বামীর প্রতি যত্ন ও প্রাপ্ত রিযিকেই সন্তুষ্ট ও তুষ্ট থাকার অনন্য বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া।

আবু তালহার সাথে বিয়ের পর তাঁর গর্ভে একজন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় আবু উমায়ের। আবু তালহা তাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ সা.ও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

শৈশবে একদা রাসূলুল্লাহ সা. আবু উমায়েরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আবু উমায়ের তখন পাখি নিয়ে খেলা করছিলেন। পাখিটির নাম ছিল নুগায়ের। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে দেখে একটু কৌতুক করার জন্য বললেন, আবু উমায়ের! নুগায়েরের কী খবর?

একবার আবু উমায়ের অসুস্থ হয়ে পড়লে আবু তালহা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক্রমে অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করল। ওদিকে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সা.এর সাথে এককাজে বাড়ির বাইরে। তাঁর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। আবু তালহা বাড়ি ফিরার আগেই আবু উমায়ের ইন্তেকাল করেন। মা উম্মে সুলাইম পাশেই দাঁড়িয়ে সন্তানের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলেন। পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মা তাদের সান্তনা দিলেন। তাদের বললেন, 'বাড়ি এলে আমার আগে তোমরা কেউ আবু তালহাকে সন্তানের মৃত্যু সংবাদ জানাবে না। যা জানানোর আমিই জানাব।'

তারপর সন্তানের লাশ বাড়ির এক কোণে ঢেকে রেখে তিনি স্বামীর জন্য খানা প্রস্তুত করলেন। আবু তালহা বাড়ি ফিরে জানতে চাইলেন, ছেলেটার কী অবস্থা? উম্মে সুলাইম জবাব দিলেন, সে এখন শান্তিতে আছে। সে ভাল আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আবু তালহা সন্তানকে দেখতে চাইলে মা বারণ করলেন। বললেন, 'সে শান্তিতে আছে। তাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।' তারপর তিনি স্বামীকে খাবার দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হল। উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন, স্বামী তৃপ্ত ও শান্ত তখন বললেন, আবু তালহা! কেউ যদি কারো কাছে কোনো বস্তু আমানত রাখে, তারপর সেই আমানত ফেরত

চায়, তাহলে আপনি কি মনে করেন, আমানতগ্রহিতার জন্য তা ফেরত না দেয়ার সুযোগ আছে? আবু তালহা জবাব দিলেন, না। উম্মে সুলাইম বললেন, আশ্চর্য আমাদের প্রতিবেশীদের! আবু তালহা বললেন, কেন? তাদের আবার কী হল? জবাব দিলেন, তাদের কাছে কেউ একটি বস্তু আমানত রেখেছিল। দীর্ঘ সময় আমানত থাকায় তারা মনে করেছে তারা বস্তুর মালিক বনে গেছে! আমানতদার তার বস্তু ফেরত চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। আবু তালহা বললেন, তাহলে তো তারা খুবই খারাপ করেছে।

এবার উম্মে সুলাইম ঘটনা খুলে বললেন, 'আসলে এটা আপনার সন্তানেরই হালত। সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত ছিল। আল্লাহ তাআলা সেই আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। আপনার সন্তান এখন আল্লাহ তাআলার কাছে আছে।'

আবু তালহা চমকে উঠলেন! শুধু এতটুকু বললেন, 'ধৈর্যে তুমি আজ আমাকে পরাস্ত করলে।' তারপর তিনি সন্তানের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সা.এর দরবারে গিয়ে তাঁকে সব খুলে বললে তিনি তাদের বরকতের জন্য দুআ করলেন।

উল্লিখিত ঘটনার বর্ণেতা বলেন, এ ঘটনার পর আমি তাদের পরিবারকে দেখেছি। তাদের ঘরে সাতজন পুত্র সন্তান জন্ম নিল। প্রত্যেকেই ছিল হাফেজে কুরআন। তাদের সবসময় মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখা যেত।

আমার মা-বোনেরা লক্ষ্য করে দেখুন! তারা সন্তান হারানোর শোকে গায়ের কাপড় ছেঁড়া, মাথা চাপড়ানো বা নিজের মৃত্যু কামনা আর হা-হুতাশ করেননি, বরং এর পরিবর্তে দীনের শানকে সমুন্নত করেছেন এবং নিজেরাও মর্যাদার শিখরে উন্নীত হয়েছেন।

কখনো কি এমন নারী আপনি দেখেছেন, সন্তান চোখের সামনে মৃত্যু বরণ করেছে আর ওদিকে তিনি স্বামীর খেদমতে, স্বামীর জন্য নিজেকে

সপে দেয়ার আয়োজনে ব্যস্ত! এর চেয়ে চমৎকার ও আদর্শ পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

স্বামীর খেদমতে এমন পরম ভালোবাসায় নিয়োজিত স্ত্রীর গুণেই তো জগতময় কল্যাণ ছড়াবে। এমন রমণীর বরকতে সন্তানরাও সঠিক পথে চলবে। কন্যারা দীনের ওপর অবিচল থাকার প্রেরণা পাবে। স্বামীও তার কল্যাণে কল্যাণের ছোঁয়া লাভ করবে। সুতরাং এমন নারীকে বিয়ের পর আবু তালহার ভাগ্যাকাশ তো চমকাবেই। বাস্তবেই তাই ঘটেছিল।

উম্মে সুলাইম সবসময় স্বীয় স্বামীকে দাওয়াত, জিহাদ ও শরীয়তের হুকুমের প্রতি অটুট থাকতে উৎসাহ যোগাতেন। অহুদের যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সাথে আবু তালহাও অংশগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে মুসলমানরা চরম মসীবতে নিপতিত হন। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। মুসলিম মুজাহিদরা শহীদ হতে থাকেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে থাকেন। সেই সুযোগে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.কে হত্যার মানসে অগ্রসর হলে কিছু সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে রক্ষায় এগিয়ে এলেন। তারাও আহত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাদের বর্মগুলো ছিল রক্তে রঞ্জিত। দেহ থেকে গোশত খসে পড়ছিল। কিছু প্রাণোৎসর্গী সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সা.কে ঘিরে রাখলেন। তাদের দেহ দ্বারা তারা দুশমনের তীর আর তরবারীর আঘাতগুলো ফিরাচ্ছিলেন। দুশমনের বজ্র কঠিন আক্রমণগুলো তাদের দেহের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় আবু তালহা সামনে এগিয়ে এসে স্বীয় বুক পেতে দিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি আপনার দেহে একটি তীরও আঘাত করতে পারবে না। আপনার বুকের উপর আমার বুক সপে দেয়া আছে।' সেদিন নিজের জীবন উৎসর্গ করে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সা.কে রক্ষা করছিলেন।

কাফেররা চর্তুদিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেহের উপর তীর, তরবারী, বর্শা আর খঞ্জরের আঘাতের ঝড় বইছিল। আঘাত আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত আবু উবায়দা দ্রুত এগিয়ে এসে দেখলেন, আবু তালহা ততক্ষণে মাটিতে

লুটিয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমাদের সামনে তোমাদের ভাই আবু তালহার আদর্শ রইল। সে নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দেহ উঠিয়ে নিলেন। তাঁর দেহে দশটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল। উম্মে সুলাইমকে বিয়ের পর আবু তালহাও এভাবে দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন, 'যুদ্ধের ময়দানে আবু তালহার কণ্ঠ গোটা একটি দলের কণ্ঠের চেয়েও বেশি কার্যকরী।' তাঁর কণ্ঠেই যদি এত কার্যকরিতা হয়, তাহলে তাঁর যুদ্ধ ও বীরত্ব প্রদর্শন কত কার্যকরী হয়ে থাকবে!

হযরত আবু তালহার দ্বারা এই ত্যাগ ও কুরবানী কী করে সম্ভব হয়েছিল? কারণ তাঁর পাশে ছিল উম্মে সুলাইমের মতো স্ত্রী, যিনি বিপদে-মসীবতে স্বামীর অনুরক্ত থাকতেন। দীনি কাজে এগিয়ে যেতে তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন।

আমার বোনেরা! আপনারাও কী উম্মে সুলাইমের মতো দীন নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং দীন বিজয়ের মিশনে ভূমিকা রাখতে সংকল্পবদ্ধ হবেন না?

দীনি কাজে অংশগ্রহণে নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই

রাসূলুল্লাহ সা. পুরুষদেরকে যেমন দীনি কাজে আহবান করতেন তেমনি নারীদেরকেও আহবান করতেন। পুরুষদের যেমন বাইআত করতেন নারীদেরও করতেন। পুরুষদের জন্য যেমন হাদীস বর্ণনা করতেন নারীদের জন্যও করতেন। সওয়াব ও শাস্তিতে নারী-পুরুষের মাঝে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? উভয়েই সমান। ইরশাদ হয়েছে-

مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ.

অর্থাৎ মুমিন পুরুষ বা নারীর কেউ যদি ভালকাজ করে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমি তাকে তার ভালকাজের সর্বোত্তম বিনিময় দান করব। (সূরা নাহল ঃ ৯৭) .

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানে সমান। প্রত্যেকেরই অপরের ওপর অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'হে লোক সকল! সাবধান! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' আল্লাহ তাআলার কাছে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড একটিই। তা হচ্ছে তাকওয়া। ইরশাদ হয়েছে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। (সূরা হুজরাত: ১৩)

একজন ব্যক্তি যখন নিজের প্রতি যত্নবান হয়, নিজের মর্যাদাকে রক্ষা করে চলে তখন সাথীসঙ্গী ও আশপাশের লোকেরাও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখে। নারীও এর ব্যতিক্রম নয়। কাজেই নারী যতক্ষণ নিজের আমানত রক্ষা করে ততক্ষণ সে নিরাপদ। আর যখন নিজের আমানতের খিয়ানত করে তখন সে লাঞ্ছিত হতে বাধ্য।

রাসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কা বিজয় করলেন এবং কাফেরদের মাঝে চরম অস্থিরতা আরম্ভ হয়ে গেল; কেউ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়াল, কেউ ঈমান আনয়ন করল। কেউ আবার পরিস্থিতি বুঝার জন্য নীরবতা অবলম্বন করল। কেউবা গা ঢাকা দিল, সে সময় দু'জন কাফের হযরত আলী রাযি.এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। কিন্তু কুলিয়ে ওঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে হযরত আলীর বোন উম্মে হানীর ঘরে গিয়ে লুকাল এবং উম্মে হানীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। উম্মে হানী তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে হযরত আলীও সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে ধাওয়াকৃত কাফেরদ্বয় বোনের ঘরে লুকিয়ে আছে জানতে পেরে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তাদের হত্যা করব।' তাঁর বক্তব্য শুনে উম্মে হানী ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিন্ন পথে দ্রুত রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'হে উম্মে হানী! তোমার আগমন শুভ হোক। কিসে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এল?' তিনি বললেন, 'আমি দু'ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিয়েছি, কিন্তু আলী তাদেরকে হত্যা করতে

চায়।' রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'তুমি যাদের রক্ষা করেছ আমিও তাদের রক্ষা করব। তুমি যাদের নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাদের নিরাপত্তা দিলাম । সুতরাং কেউ তাদের হত্যা করতে পারবে না।'

ইসলামে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা

আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে তাদের নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের কাছেই অর্পণ করেছেন। কাজেই তাদের অমতে তাদেরকে বিবাহ দেয়া যাবে না। তাদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া তাদের সম্পদে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কেউ তাদের নামে অপবাদ আরোপ করলে অপবাদদাতাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। নারীর যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে তার অভিভাবক ও দায়িত্বশীলকে সেই প্রয়োজন পূরণে বাধ্য করা হবে। পিতাকে আদেশ করা হয়েছে কন্যার প্রতি সদয় আচরণ করতে। সন্তানকে আদেশ করা হয়েছে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। ভাইকে আদেশ করা হয়েছে বোনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। এমনকি ইসলাম বহু জায়গায় নারীকে পুরুষের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। অনেক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا অর্থাৎ আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের আদেশ করেছি। (সূরা আনকাবূত ঃ ৮)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, 'তোমার মা, এরপর তোমার মা, এরপরও তোমার মা, তারপর তোমার বাবা।'

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কাবার পাশে তওয়াফরত এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে পিঠে একজন বৃদ্ধাকে বহন করে তওয়াফ করছে। তিনি ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বৃদ্ধা কে? ওই ব্যক্তি জবাব দিল, তিনি আমার মা, তিনি পঙ্গু; চলতে অক্ষম। গত বিশ বছর ধরে

আমি তাঁকে এভাবেই স্বীয় পিঠে বহন করছি। হে ইবনে ওমর! বলুন তো! এতে কি আমি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি? ইবনে ওমর জবাব দিলেন, 'না না, কখনোই না। তোমাকে গর্ভে ধারণকালিন মায়ের একটি দীর্ঘশ্বাসের হকও তুমি আদায় করতে পারনি।'

ইসলাম নারীকে এই সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। পতনের অতল গহ্বর থেকে মর্যাদার সিংহাসনে আরোহন করিয়েছে। ইসলামের এই সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারকে অবজ্ঞা করে আজকের যুবতী নারীরা দীনের সহযোগিতা করা থেকে কী করে বিরত থাকতে পারে!

এ সমাজ ভাঙ্গতে হবে, নতুন সমাজ গড়তে হবে

আজ সমাজের দিকে তাকান আর নিজেকে প্রশ্ন করুন! এই প্রকাশ্য পাপাচার, নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত অবাধ সম্পর্ক, নগ্নতা ও পর্দাহীনতা কি সহসাই এক ভয়াবহ কোনো শাস্তি ধেয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে না? আপনি আপনার কাছের মানুষ, আপনার বোন বা বান্ধবীদের মাঝেই এসব অপরাধ দেখতে পাচ্ছেন, তারপরও কি আপনি তাদেরকে বাধা দিতে উৎসাহী হবেন না? আপকি কি কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে এসব দেখে যাবেন নাকি চোখ বুজে থাকবেন? আপনি চোখ বুজে থাকলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

কান খুলে শুনে রাখুন! আজ আপনারা যারা নিজেরা কিছু আমল করতে পারছেন বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন, অথচ সমাজের অন্যায়গুলোর বিহিত করার ব্যাপারে ভাবছেন না, আগামী প্রজন্মের জন্য আপনারা এমন এক পৃথিবীকে রেখে যাচ্ছেন যাদের জন্য নিজেদের ঘরে থেকেও নিরাপদে আমল করা সম্ভব হবে না। পাপের এই সয়লাব আপনার ঘরকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পাপীদের রঙে রঙিন হওয়া ছাড়া তখন কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখ, তাহলে তা প্রতিরোধ কর।'

এবার আপনি বলুন! আপনি কি আপনার সাধ্যানুসারে অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেছেন? দেখুন! আজ বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার খাতিরে আপনি পাপে নিমজ্জিত আপনার বোন-বান্ধবীদের কিছু বলা থেকে বিরত থাকছেন, অথচ একদিন আসবে যেদিন আপনার এই ঘনিষ্ট বান্ধবী ও সঙ্গী-সাথীরা এসে কান্না ও আহাজারী করতে থাকবে। তারা আপনাকে অভিযুক্ত করবে, কেন আপনি তাদেরকে গোনাহ্ ও অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত দেখেও তাদের বারণ বা নসীহত করেননি? অথচ আজ ইউরোপ-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া থেকে খৃষ্টান নারীরা নিজেদের সব আরাম-আয়েশকে হারাম করে তাদের বাতিল ধর্মের প্রচারের জন্য, মেয়াদোত্তীর্ণ একটি ধর্মের দাওয়াতের জন্য মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌছে যাচ্ছে। মানব সেবার আড়ালে তারা মুসলমনাদেরকে স্বধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করছে। দরিদ্র মুসলিমদের সুখ-দুঃখকে নিজেদের সুখ-দুঃখ হিসেবে হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছে। কিসের আশায়, কিসের নেশায় প্রবৃত্ত হয়ে তারা দুনিয়ার জান্নাতের জীবনকে পেছনে ঠেলে কষ্ট আর মোজাহাদার জীবনকে বেছে নিয়েছে? তাদের আশা একটাই। তা হল তাদের রবের সন্তুষ্টি। স্বীয় ধর্মের প্রতি দরদ ও ভালোবাসাই তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। হে বোন! তাদের বিপরীতে আপনার অবস্থান একবার ভাবুন! আপনি আপনার সত্য ধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রেখেছেন? ইসলামের দাওয়াতের জন্য আপনি কী অবদান রেখেছেন? কতজন যুবতী আপনার আহবানে সাড়া দিয়ে আপনার হাতে হাত রেখে গোনাহ ছাড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে? কতজন আপনার কাছে এসে বিগত জীবনের গোনাহের জন্য তওবা করেছে? ইসলামের জন্য, মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের জন্য আপনি কী পরিমাণ অর্থ খরচ করেছেন? কী আপনি ব্যয় করেছেন?

অনেক নারী নিজেরা নেককার, নিজেরা নামায-রোযা পালন করছেন, কিন্তু অপরকে দাওয়াত দেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, দাওয়াত দেয়ার হিম্মত হয় না। অসৎ কাজে বাধা দেয়ার সাহস হয় না। সঙ্কোচ বোধ হয়। আশ্চর্য! নগ্ন মডেল আর নর্তকীরা হাজার হাজার মানুষের সামনে গান গাইতে পারে! পুরুষরা তাদের গানের আড়ালে নগ্নরূপ দেখে তাদের

চোখ জুড়াতে পারে, অথচ সেই নারীরা বলে না, আমি ভয় পাচ্ছি। সে বলে না, আমি লজ্জা বোধ করছি। লাখো মানুষের সামনে নায়িকারা তাদের দেহকে উপভোগ্য ও আবেদনময়ীরূপে উপস্থাপন করছে। তারা ভয় বা শঙ্কা অনুভব করছে না। অথচ আমরা যখন আপনাকে একটু দাওয়াতের কাজে, নসীহতের কাজে শরীক হতে বলি, তখন শয়তান আপনাকে সঙ্কুচিত করে! হীনমন্যতা আপনাকে কুঁকড়ে ফেলে।

আজ আমাদের সমাজের স্বাভাবিক চিত্র হচ্ছে, নেককার নারীরা কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছেন, অথচ অপরদিকে বদকার যুবতীরা কেবল নিজেরাই কুকর্ম করছে না, বরং অন্যদের সামনেও কুকর্ম ও অশ্লীলতাকে শিল্প, সৌন্দর্য ও মোহনীয়রূপে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে। অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলোতে তারা নগ্নভাবে নিজেদের মেলে ধরছে। গানবাদ্য আর নাটকের মঞ্চে নারীদের তারা আহবান করছে। অথচ এই কাজগুলো যে অন্যায় ও গোনাহের কাজ এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই। এসব কাজে সহযোগিতা মানে শয়তানের দলভুক্ত হওয়ার প্রতি আহবান এবং ভালোবাসার মানুষের সাথে গাদ্দারী করার নামান্তর।

হে আমার মুমিন বোন! দীনি কাজে কোনো ভয়, সঙ্কোচ বা হীনমন্যতা নেই। আল্লাহ তাআলাই আপনাকে সহযোগিতা করবেন। দুনিয়াতে সামান্য কষ্ট হলেও আখেরাতে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। আপনার সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে-

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ.

অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৮)

অপরদিকে নাফরমানরা কিয়ামতের দিন করুণ পরিণতি ভোগ করবে। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পোযাক তাদের পরিধান করানো হবে আর তাদের ঠিকানা সেদিন কোথায় হবে? ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ.

অর্থাৎ এবং তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে লা'নত করবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা আনকাবুত ঃ ২৫)

আপনজনরাই একদিন আপনাকে তিরস্কার করবে

দুনিয়ার এই নারীরা সেদিন একে অপরকে তিরস্কার করবে। দুনিয়ায় যার সাথে সুদীর্ঘ সময় কেটেছে, হাসি-ঠাট্টা আর কোলাহলে মেতে থেকেছে, কিয়ামতের দিন সেই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর লানত বর্ষণ করুন। তুমিই আমাকে গানবাদ্য আর অশ্লীলতায় নামিয়েছিলে। অপরজন চিৎকার দিয়ে বলবে, আমি নই, বরং আল্লাহ তাআলা তোমার উপর লানত বর্ষণ করুন। তুমিই আমাকে গানের সিডি-এ্যালবাম দিয়েছিলে। জবাবে সে বলবে, তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক, তুমিই আমার কাছে নগ্নতা ও পরপুরুষের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও মেলামেশাকে মোহনীয়রূপে উপস্থাপন করেছিলে। সে জবাব দিবে, তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক, তুমিই আমাকে পাপের পথ দেখিয়েছিলে।

আশ্চর্য! সেদিন তাদের দুনিয়ার সেই হাসিঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড় আর রঙ-তামাশা সব কোথায় হারিয়ে যাবে! দুনিয়াতে থাকাকালিন বিপণিবিতান ও শপিংমলগুলোতে এক সাথে তারা কত ঘুরাফেরা করেছে। এক সাথে কত আড্ডা আর আনন্দে তাদের সময় কেটেছে। আজ একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারছে না। এর কারণ কী? কারণ তারা কখনো কল্যাণ বা সদুপদেশের জন্য সমবেত হয়নি। দুনিয়ায় তারা সমবেত হত। আজ

কিয়ামত দিবসেও তারা সমবেত হবে, কিন্তু কোথায় হবে? সমবেত হবে জাহান্নামের আগুনে, যে আগুন কখনো নির্বাপিত হবে না। যার তীব্রতা কখনো লোপ পাবে না। যার উত্তাপ কখনো শীতল হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ.

অর্থাৎ অতপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এখান থেকে আমাদেরকে বের কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বল না। (সূরা মুমিনুন ঃ ১০১-১০৮)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? (সূরা মুমিনুন ঃ ১১৫)

মুসলিম যুবতীরা আজ স্রোতের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। পর্দার প্রতি তারা উদাসীন। সমাজ বিনষ্টকারীদের অনুসরণে তারা তৃপ্ত। তারা সেই সব কাফের-মুশরিক ও অপকর্মের হোতাদের অনুকরণ করতে ভালোবাসে যাদের ওড়নাগুলো পর্দার পরিবর্তে পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রকাশেই অধিক সহায়ক।

আপনি কি নাফরমানীর মডেল হতে চান?

আশ্চর্য! মুমিন নারীরা কী করে মুশরিকদের হাতের পুতুল আর খেলনায় পরিণত হতে পারে! তারা কী করে যেমন খুশি তেমন পোষাক পরিধান করতে পারে! আজ কেউ নকশাকৃত জামা পরছে। কেউ পাতলা ফিনফিনে জামা পরছে। কেউ বা কাঁধ পর্যন্ত জামা পরছে। আবার কেউ প্রশস্ত হাতা বিশিষ্ট জামা পরছে। অধিকাংশ জামা আর ওড়নাই আজ এমন, যেগুলোকে আরেকটি কাপড় দিয়ে ঢাকা প্রয়োজন। পর্দাকে শরীয়ত ফরয করার কারণ হচ্ছে, যেন এর মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য পুরুষ থেকে আড়াল থাকে। কিন্তু এখন সেই পর্দাই যদি উল্টো সৌন্দর্য প্রদর্শনের উপকরণ হয়ে যায়, তাহলে এমন পর্দার স্বার্থকতা কোথায়?

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'জাহান্নামে দু'টি শ্রেণী রয়েছে, যাদের এখনো আমি দেখিনি। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে, ঐ সকল পুরুষ যারা নিজেদের সাথে গরুর লেজের মতো চাবুক রাখবে যা দ্বারা তারা সাধারণ মানুষকে আঘাত করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, ঐ সকল নারী যারা পোষাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন থাকবে। এভাবে তারা অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তারা নিজেরাও অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ওদের চুলের খোপা হবে খোরাসানী উটের কুঁজের মতো (উঁচু)। তারা জান্নাতের প্রবেশাধিকার পাবে না। অধিকন্তু জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ বহুদূর থেকেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।'

আজ একটু ভাবুন! হাদীস শরীফে বর্ণিত এই নারীরা কারা? আপনার আশপাশেই কী তাদের অবস্থান নয়? আফসোস! কে সেই যুবতী যে জান্নাত কামনা করে না, জান্নাতের ঘ্রাণও পেতে চায় না!?

আপনি কী একটি বারও ভাবেন না যে, আপনি আপনার সৌন্দর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে শয়তানের খেলনার বস্তুতে পরিণত হচ্ছেন? আপনি কী একজন মুসলিম যুবকের হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সোপান হতে চান? আপনি কী জানেন, আপনি যখন নকশা করা বোরকা বা জামা পরে রাস্তায় বের হন, আপনাকে দেখে আরেকজন যুবতীও আপনার মতোই জামা কিনে তা পরিধান করে, তখন তার এই অনুকরণের দায় আপনার ওপরও বর্তায়? এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত গোনাহের একটি ধারা আপনার আমলনামায় চলমান থাকে! গোনাহের কাজে মডেল হতে পেরে আপনি কী আনন্দিত? পাপের পথের অনুকরণীয় হতে পেরে আপনি কী গর্বিত?

আপনার সৌন্দর্য কার জন্য?

আপনি যদি যৌন উদ্দীপক পোষাক পরিহিত কোনো নারীকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তুমি এমন পোষাক পরেছ? সে উত্তর দিবে, এটা সুন্দর; তাই পরেছি। এবার আপনি তাকে প্রশ্ন করুন, কার জন্য তুমি এই সৌন্দর্য প্রকাশ করছ? কার জন্য তুমি এমন বাহারী পোষাক পরে রাস্তায় বের হচ্ছ? বিবাহের প্রস্তাবদাতা কোনো ভদ্র-সভ্য পুরুষকে দেখানোর জন্য নাকি তোমার পবিত্র স্বামীকে দেখানোর জন্য? নাকি সমাজের লম্পট শ্রেণীর দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য?

এই নারীরা মূলত সমাজের সেই নিকৃষ্ট পুরুষদেরকে দেখানোর জন্যই সাজগোজ করে যাদের হৃদয়ে আল্লাহর তাআলার ন্যূনতম ভয়ও নেই। যারা তার সম্মান, মর্যাদা ও ভদ্রতার কোনো পরোয়া করে না। নগ্ন নারীদের মাধ্যমে যৌন চাহিদা ও চোখের তৃষ্ণা মেটানোই যাদের মুখ্য বিষয়। স্বার্থ হাসিল হওয়ার পর নারীদেরকে যারা আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। এক নারীর মান সম্মানকে পদদলিত করে আরেক ললনার সন্ধানে যারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন পুরুষদের দেখানোর জন্যই নারীরা রাস্তা-শপিংমল, পার্ক বা ক্যাম্পাসে তাদের রূপসজ্জা প্রদর্শন করে।

আমার বোনেরা! কেন আপানি একটিবার ভাবেন না! আল্লাহ তাআলা কেন আপনার জন্য পর্দার বিধান ফরয করেছেন? কেন তিনি আপনাকে বললেন-

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ.

অর্থাৎ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান; তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর ঃ ৩১)

কেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার সৌন্দর্য, আপনার মুখ, চুল, সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে বললেন? তাঁর সাথে কী আপনার কোনো বিরোধ, ঝগড়া বা প্রতিশোধের ব্যাপার রয়েছে? কখনোই নয়। তিনি বান্দার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। বান্দার ইবাদতের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বান্দার ওপর কখনো বিন্দু পরিমাণও জুলুম-অবিচার করেন না, কিন্তু আবহমানকাল থেকেই তাঁর নীতি অপরিবর্তনীয়। সকল জাতি ও শরীয়তের ক্ষেত্রে সবসময় তাঁর নীতি এই ছিল যে, তিনি পুরুষ ও নারীর জন্য আলাদা বিধান ধার্য করে দিয়েছেন। আর তাঁর আনুগত্যেই জগতের কল্যাণ ও সুস্থিতি নির্ভর করে। তাঁর হুকুম পালন করা ছাড়া পৃথিবীর শান্তি বজায়ের আশা করা অবান্তর।

মুমিন নারী মাত্রই তাঁর রবের হুকুমের সামনে নিজেকে সপে দেয়। অন্য কোনো দর্শন বা আচরণে সে প্রভাবিত হয় না। আর সফল তো তারাই যারা স্বীয় রবের হুকুমকে মাথা পেতে বরণ করে নেয়।

নিঃশর্ত আনুগত্যের নামই ইসলাম

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক নারী হযরত আয়েশা রাযি.কে প্রশ্ন করল, হে উম্মুল মুমিনীন! মহিলারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর তাদের রোযা কাযা করতে হয়, অথচ নামায কাযা করতে হয় না, এমন কেন? তার প্রশ্নে হযরত আয়েশা বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি

কি হারারিয়্যা? তিনি জবাব দিলেন, না, বরং জানার জন্যই আমার জিজ্ঞাসা। হযরত আয়েশা জবাব দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা.এর যামানায়ও আমরা হায়েযগ্রস্ত হতাম। তখন তিনি আমাদেরকে রোযার কাযা করতে আদেশ করতেন। নামাযের কাযা করতে বলতেন না।' সেই নারী আয়েশার এই জবাবে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। এই ছিল দীনের প্রতি সে যুগের নারীদের আনুগত্যের নমুনা। আল্লাহর বিধান বা রাসূলুল্লাহর ফরমান জানার পর তাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন, সংশয় বা অভিযোগ থাকত না। এর নামই সমর্পণ। এর নামই প্রকৃত ইসলাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

অর্থাৎ যখন মুমিনদেরকে কোনো ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহবান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য হয়, আমরা শোনলাম এবং মেনে নিলাম। তারাই হচ্ছে সফলকাম। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই হচ্ছে বিজয়ী। (সূরা নূর ঃ ৫১-৫২)

যারা আল্লাহর বিধানকে এমন নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়, আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তারাই অতীতে সফল হয়েছে এবং আগামীতেও তারাই সফল ও জয়ী হবে।

অপরদিকে যারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে মানবাধিকরের কথা বলে আপনার শরণাপন্ন হয় এদের পরিচয় কী? এরা কারা? এরা হচ্ছে আপনার রবের নাফরমান। এরা আপনার রবের হুকুমকে মানতে প্রস্তুত নয় বলেই আপনার পর্দাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। এরা আপনার সম্ভ্রমহানি ঘটাতে চায়। স্বাধীনতার কথা বলে আপনাকে নগ্ন করে তারা আপনার মাধ্যমে তাদের জৈবিক চাহিদাকে পূরণ করতে চায়। স্বার্থ হাসিলের জন্য

হেন কাজ নেই; যা তারা করছে না। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করছে। সময় ব্যয় করছে। অশ্লীল ম্যাগাজিন, চটি বই প্রচার করছে। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে পর্দাকে নারী স্বাধীনতার অন্তরায় সাব্যস্ত করছে। মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ও পর্দার বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করছে।

আমার বোনেরা! মূলত শপিংমলে তারা আপনাকে বেপর্দা দেখে তাদের সাধ মিটাতে চায়। তাদের নাট্যমঞ্চে আপনার দেহের অঙ্গভঙ্গি দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে চায়। আপনাকে তাদের বিছানায় শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেয়ে দেহের জ্বালা মিটাতে চায়। আপনাকে তাদের বিমানে সেবিকা হিসেবে পেতে চায়। তারা আসলে আপনার স্বাধীনতা নয়, বরং আপনাকে প্রলোভনে ফেলে আপনার মাধ্যমে নিজেদের অবাঞ্ছিত মনস্কামনা পূরণ করতে চায়।

আশ্চর্য! তারা নারী অধিকার ও নারীর স্বাধীনতা কেবল নগ্নতা প্রদর্শন ও বেপর্দা চলাফেরার মাঝেই খুঁজে পায়! তাদের কাছে নারী স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, নারীর গাড়ি চালানোর অধিকার, মাহরাম ছাড়া ট্যুরে যাওয়া, পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা, একসাথে কাজ করতে পারা আর রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের অবাধ যাতায়াত এবং আরও যত অসভ্য ও অশ্লীল কুকর্মের অধিকার। বেশ্যাবৃত্তির অধিকার কখনো অধিকার হতে পারে না। অথচ এসব আন্দোলনকারীদের কাছে এগুলোই নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার সমার্থক।

এসব আন্দোলনকারীদের কখনো সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার দেখা যায় না। তারা মায়ের অধিকার আদায়ে সন্তানকে প্রভাবিত করে না। বৃদ্ধা জননীর অধিকার আদায়ে তারা কখনো তৎপর হয় না। তাদের আন্দোলন কেবল যুবতী নারীর উদ্ভট চলাফেরার অবারিত সুযোগের আন্দোলন। তাদের আন্দোলন পর্দানশীন নারীকে ঘরের বাইরে এনে ভোগ করার আন্দোলন। এভাবে তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে চায়। অথচ তারা বাহ্যত সমাজ ও পরিবার উন্নয়নের বাহানা তুলে নিজেদেরকে সমাজ ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী

হিসেবে প্রকাশ করে। তাদের ভিতরে এক, বাইরে আরেক, যা মুনাফিকদের চরিত্র।

এরা মূলত মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উত্তরসুরী, যে নরাধম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছিল। সমাজে মুখরোচক অশ্লীল আলাপচারিতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। সে নিজেকে সমাজ নির্মাতা ও সমাজকর্মী দাবী করত, অথচ সে ছিল অশ্লীলতার জনক ও প্রধান হোতা। এই পাপিষ্ট মুনাফিক সর্দার সুন্দরী রমণী ক্রয় করে তাদের মাধ্যমে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাআলা তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থাৎ যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লোভে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কর না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের জোর-জবরদস্তির পর নিরুপায়দের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর ঃ ৩৩)

টিভি চ্যানেল ও মিডিয়ার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, মাথার কাপড়, মুখের নেকাব আপনাকে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছে।

বোরকার দীর্ঘ পোষাক-পরিচ্ছদ আপনার জন্য বোঝা। প্যান্ট বা আটশাট পোষাক পরাই আপনার শোভা। চেহারা ঢেকে নিজের সত্তা ও সৌন্দর্যকে আড়াল করে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন!

পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার রঙিন ফাঁনুস

অমুসলিম ও কাফেরদের বেশভূষা, উন্নত জীবনযাত্রা ও সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও ঝলক দেখে আমাদের মুসলিম সমাজের একটি শ্রেণী তাদের সুস্থ বিবেচনা বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তারা মনে করছে, পোষাক সঙ্কোচন ও পর্দাকে ছুড়ে ফেলাই ইউরোপ-আমেরিকার মতো সভ্য হওয়ার মহোত্তম উপায়। অথচ আপনি তাদের ভেতরের খোঁজ নিয়ে দেখুন, তাদের ভেতর ও বাইরের অবস্থা এক নয়। পাশ্চাত্য বা প্রাতীচ্যের কোনো আধুনিক ও উন্নত শহরে একটি চক্কর দেয়াই এর বাস্তবতা বুঝার জন্য যথেষ্ট। নারীদেরকে সেখানকার বিমানবন্দর বা স্টেশনগুলোতে কুলির ভূমিকায় দেখা যায়। কেউ রাস্তা পরিচ্ছন্নতার কাজ করছে। কেউ অফিস আদালতের বাথরুম পরিষ্কারের কাজ করছে। আর চেহারা যদি সুন্দর হয় তাহলে নাইটক্লাব বা বারে কাজ পাচ্ছে। এখানে একজন মদ্যপ তাকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে। ওখানে আরেক নরাধম তার দেহ নিয়ে খেলা করছে। আরেকজন তাকে পণ্য বানিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। এভাবে যখন একজন নারীর মাধ্যমে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছে। বয়স যখন বেড়ে যায়, দেহের উত্তাপ নিভে যায় তখন নারীকে তারা কারাগার সদৃশ বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। এটাই হচ্ছে তাদের কথিত কাঙ্খিত নারী স্বাধীনতা। অথচ আল্লাহর কসম! আমরা যদি আজ তথাকথিত নারী স্বাধীনতার পরিবর্তে ফিলিপাইন বা কাশ্মিরে আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত নারীদের জন্য সামান্য দুঃখ প্রকাশ করতে পারতাম! যেখানে আজ তারা এতটাই অসহায় যে, তাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা; তাদের ব্যথ্যায় ব্যথিত হওয়ার মতো সেখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের জন্য কারো চোখে অশ্রু ঝরে না।

সেখানকার দুঃখী নারীদের অধিকারহরণের বিরুদ্ধে কথিত প্রগতিশীলদের কোনো ভূমিকা দেখা যায় না।

মূলত পশ্চিমাদের বাহ্যিক যে উন্নতি সেটা তাদের নগ্নতা বা অশ্লীলতার কারণে নয়, বরং সেটা তাদের পরিশ্রম ও মেহনতের ফসল। তাই তাদের নগ্নতা কোনোভাবেই অনুসরণীয় হতে পারে না।

মুসলিম রমণী! তুমি তো রাজকন্যা!

জনৈক ডাক্তার বলেন, আমি ব্রিটেনে অধ্যয়নরত ছিলাম। সত্তরোর্ধ একজন বৃদ্ধা আমার প্রতিবেশী ছিল। তাকে দেখলে বড় মায়া হত। পিঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শরীরের চামড়া শুষ্ক ও শ্রী-হীন হয়ে পড়েছিল। চার দেয়ালের মাঝে সে একাকী জীবন যাপন করত। সাহায্য করার মতো বা সঙ্গ দেয়ার জন্য তার স্বামী-সন্তান কেউ ছিল না। সে নিজেই রান্না করত। নিজেই কাপড় ধৌত করত। তার ঘর ছিল যেন বিরান বাড়ি। সে ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকত না। কেউ কখনো তার দরজায় কড়া নাড়ত না।

একদিন আমার স্ত্রী তাকে আমাদের বাসায় আমন্ত্রণ জানাল। আমার স্ত্রী তাকে নারীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করল। তাকে জানাল, ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করেছে। ইসলামের বিধানানুসারে স্বামীই স্ত্রীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করাবে। দুঃখ-কষ্টে তার পাশে থাকবে। আর স্ত্রী স্বীয় বাড়িতে অবস্থান করবে। তার সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব সম্পূর্ণই তার স্বামী বহন করবে। তাকে এবং তার সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্বও স্বামীর কাঁধেই ন্যস্ত। সন্তান থাকলে তারও দায়িত্ব মায়ের প্রতি যত্নবান থাকা ও সদ্ব্যবহার করা। মায়ের অনুগত থাকা। কোনো মুসলিম সন্তান মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে সমাজ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করতে তাকে বাধ্য করবে। স্বামী না

থাকলে পর্যায়ক্রমে বাবা, ভাই ও অন্যান্য পুরুষ অভিভাবকের দায়িত্ব তার দেখাশোনা ও হেফাজত করা।

ঐ বৃদ্ধা আমার স্ত্রীর কথাগুলো অবাক বিস্ময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনছিল। সে কান্না সম্বরণ করছিল। চোখের পানি মুছছিল। সে স্মরণ করছিল, তার সন্তান ও নাতি-নাতনীদের; 'হায়! কত বছর হয় তাদের দেখা হয় না!' আসলে কখনোই তারা তাকে দেখতে আসত না। এমনকি বৃদ্ধা তাদের বসবাসের কোনো ঠিকানা পর্যন্ত জানত না। ইউরোপ-আমেরিকায় এমন কত হয় যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা মারা যায়। তাদের দাফন করা হয় বা আগুনে জ্বালানো হয়। অথচ তাদের পরিজনেরা তার খোঁজও রাখে না। কারণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মানুষ তাদের কাছে মূল্যহীন।

আমার স্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করলে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, বাস্তবেই কি ইসলাম নারীকে এমন সম্মান দিয়েছে? তাহলে তো তোমরা তোমাদের ঘর, পরিবার ও সমাজে রাণীর মতো জীবন যাপন কর!

আমার মুসলিম মা-বোনেরা! হতাশার কিছু নেই। মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা আর অমুসলিম সমাজে নারীর অবস্থার দিকে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন! বাস্তবেই আপনি রাণী বা রাজকন্যা। আপনার সম্মান রক্ষার্থেই এখানে রক্ত ঝরে। আপনার সম্মান রক্ষার্থে যখন কেউ জীবন বিলিয়ে দেয়, ইসলাম তাকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করে। আপনার জন্যই প্রাণ ঝরে। পুরুষের সম্পদ ব্যয় হয়। বাস্তবেই আপনি সুরক্ষিত রাজকন্যা। আপনার আশপাশের সকল পুরুষের দীনি দায়িত্ব আপনাকে সুরক্ষা দেয়া। নিজের জীবনবাজি রেখে আপনার ইজ্জতের হেফাজত করা।

যাকে তুমি ভাবছ পর, সেই তোমার আপনজন

অনেক সময় কোনো কোনো পুরুষ তার পরিবার বা সমাজস্থ নারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাদেরকে সবসময় নসীহত ও বিধি-নিষেধের

ওপর রাখে। আসলে এই ব্যক্তিই আপনার প্রকৃত কল্যাণকামী। সে আপনাকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে একটু কষ্ট দিয়ে হলেও আখেরাতের চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চায়। আপনি হয়ত তার প্রতি বিরক্তিবোধ করেন। কিন্তু জেনে রাখুন! সে-ই আপনার আপনজন।

একদা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর বিন খাত্তাবের কাছে মিসর থেকে কিছু মেশক-আম্বর ও সুগন্ধি জাতীয় কিছু দ্রব্য আনা হল, যেন তিনি তা বিক্রি করে তার মূল্য বাইতুল মালে জমা করে দেন। এগুলো পেয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বলছিলেন, হায়! আমি যদি এমন কাউকে পেতাম যে ওযন ও পরিমাপ সম্পর্কে ভাল জানে এবং স্বেচ্ছায় ওই জিনিসগুলো বিক্রি করে তার মূল্য বাইতুল মালে জমা দিয়ে দিবে! তাঁর আগ্রহের কথা শুনে তাঁরই স্ত্রী বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার অনুমতি হলে আমিই তা করতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি কাজটি করে দাও। তখন খলীফাতুল মুসলিমীন ওমরের স্ত্রী আম্বরগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করলেন। ওদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, ওমরের স্ত্রী মেশক-আম্বর বিক্রি করছেন। মহিলারা তা ক্রয় করার জন্য দলে দলে ছুটে এল। ওমরের স্ত্রী নিজ হাতে তা ওযন করে তাদের কাছে বিক্রি করতে লাগলেন। এ সময় তার হাতে যে মেশক-আম্বর লেগে থাকত তা তিনি স্বীয় ওড়নায় মুছে নিতেন। রাতে ওমর বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী মেশক বিক্রির অর্থ স্বামীর হাতে বুঝিয়ে দিলেন। ওমর স্ত্রীর কাছে এসে ঘ্রাণ অনুভব করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি মেশক ক্রয় করেছ? স্ত্রী জবাব দিলেন, না। আমি ক্রয় করিনি। ওমর বললেন, তাহলে তোমার দেহে ও কাপড়ে মেশকের ঘ্রাণ এল কী করে? স্ত্রী জবাব দিলেন, ওযন করার সময় হাতে যা লেগে থাকত তা ওড়নায় মুছে নিতাম। তা থেকেই এ ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। ওমর বললেন, সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য কথা! উম্মতের সাধারণ নারীরা নিজের অর্থ-সম্পদ দিয়ে মেশক ক্রয় করছে। আর তুমি কিনা সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ দিয়ে মেশকের সুঘ্রাণ ভোগ করছ! এ কথা বলেই তার মাথা থেকে ওড়না টেনে নিয়ে ঝুলন্ত একটি মশক থেকে তাতে পানি ঢেলে ধৌত করতে শুরু করলেন। তিনি কাপড় কাচছিলেন আর একটু পরপর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ ধোয়ার পরও

যখন ঘ্রাণ দূর হচ্ছিল না তখন মাটিতে পানি ঢেলে কাঁদা তৈরি করে তাতে সেই ওড়না লেপ্টে দিলেন, যেন মেশকের ঘ্রাণ দূর হয়ে যায়। তারপর সেই কাপড় ভাল করে ধুয়ে, শুকিয়ে স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, নাও। এবার তা পরতে পার।

হযরত ওমরের এই কড়াকড়ির কারণ কী ছিল? কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীকে হাশরের কঠিন হিসাব থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আর নিজ পরিবারকে জাহান্নামের ভয় দেখানো ও জাহান্নাম থেকে তাদের বাঁচানো তো পবিত্র কুরআনেরই নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুনের ভয় দেখাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তার পাহারায় থাকবে কঠোর ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হন না এবং তারা নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়িত করেন। (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

কখনো নারীকেও পুরুষের জিম্মাদারী পালন করতে হতে পারে

সাধারণভাবে একজন নারী নিজেকে বাড়ির অভ্যন্তরীণ কাজেই নিয়োজিত রাখবেন। এতেই পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে। নারী হচ্ছেন তার পরিবারের রাণী। স্বামী তার রাজা। সন্তান তাদের প্রজা। রাজ্য পরিচালনা ও শাসন তো রাজাই করবেন। তবে ভেতর থেকে রাণী তাকে সার্বিক সহযোগিতা, উৎসাহ দিবেন। একটি আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তাই নারীর ভূমিকা গুরুত্বপর্ণ। কারণ রাষ্ট্র যেমন সমাজ ছাড়া অচল তেমনি সমাজও পরিবার ছাড়া অচল। প্রত্যেকটিই অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর আদর্শ পরিবার গঠনে একজন আদর্শ মায়ের

ভূমিকা নিশ্চয়ই আলোচনা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তাই পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর ভূমিকা যদি যথাযথ হয়, তাহলে পুরো রাষ্ট্র ও মানবসমাজই এর ফলাফল ভোগ করবে।

পুরুষের দায়িত্ব বাড়ির বাইরের কাজ করা। মেধা-শ্রম বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করা এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনাদি যোগান দেয়া। অবশ্য কখনো কখনো পরিস্থিতি ভেদে এ বিধানে ভিন্নতারও অবকাশ রয়েছে। কখনো নারীকেও বাড়ির বাইরে, পারিবারিক কার্যাদি ছাড়াও অন্যান্য কাজও আন্জাম দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগেও এর রেওয়াজ ছিল।

যুদ্ধের ময়দানে মহিলা সাহাবির বীরত্বগাঁথা

'তাবাকাতে ইবনে সা'দে' বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলা সাহাবি উম্মে আম্মারাহ রা. উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীতে আহতদের সেবা ও পানি পান করানোর জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গী হয়েছিলেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন চরম আকার ধারণ করল এবং মুসলমানদের বড় একটি অংশ পলায়নের পথ ধরল, তখন উম্মে আম্মারাহ পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি দেখলেন, মুসলমানরা দলে দলে পালাচ্ছে আর কাফেররা তাদের উপর হামলা করছে। ওদিকে রাসূলুল্লাহ সা. যুদ্ধের ময়দানে তরবারী পরিচালনা করছেন আর তাঁর পাশে কেবল দশজনের মতো সাহাবি তাঁর প্রাণ রক্ষায় জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। এ অবস্থা দর্শনে উম্মে আম্মারাহ আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। নাঙ্গা তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা দুশমনের তীর ও তরবারীর মোকাবেলা করতে লাগলেন। অথচ পুরুষ সাহাবিরা তখন পলায়ন করছিলেন। উম্মে আম্মারার কাছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো ঢাল ছিল না। এক মুসলিম যোদ্ধা পলায়ন করছিল যার সাথে ঢাল ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে দেখে বললেন, তোমার ঢালখানি তাকে দিয়ে দাও যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তি তার ঢালখানা ছুড়ে মারল

আর উম্মে আম্মারাহ সেটাকে লুফে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভিকভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন পদাতিক। এ সময় এক অশ্বারোহী কাফের যোদ্ধা এসে তার উপর তরবারীর আঘাত হানল। তিনি ঢাল দ্বারা সে আঘাত ফিরালেন। তরবারীর আঘাত তার কোনো ক্ষতি করতে পারল না। তাঁর বীরত্বে ভয় পেয়ে কাফের যোদ্ধা পলায়নের পথ ধরলে উম্মে আম্মারা পেছন থেকে তার ঘোড়ার হাঁটুতে আঘাত করলেন। ফলে ঐ ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখথুবড়ে পড়ে গেল। উম্মে আম্মারাহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাছেই তার পুত্রও অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'ওদিকে দেখ! তোমার মাকে সাহায্য কর।' পুত্রও দৌড়ে গেলেন। মা-ছেলে মিলে কাফেরকে হত্যা করলেন। ইতিমধ্যে এক কাফের অশ্বারোহী এসে পুত্রের বাম বাহুতে আঘাত করল। ফলে বামবাহু ছিড়ে গিয়ে কোনো রকম মূলের সাথে ঝুলে রইল। তা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল। রাসূলুল্লাহ সা. এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বললেন, 'যাও। দ্রুত তোমাদের আঘাতে ব্যাণ্ডেজ কর।' উম্মে আম্মারার সাথেই আহতদের ব্যাণ্ডেজ ছিল। তিনি তৎক্ষণাত তার পুত্রের ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. কাছ থেকে দাঁড়িয়ে মা-পুত্রের এই বীরত্ব ও ত্যাগের দৃশ্য দেখলেন। জখম যখন কিছুটা স্থির হল তখন উম্মে আম্মারাহ পুত্রের কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'হে আমার প্রিয় বৎস! উঠে দাঁড়াও। যুদ্ধ এখনো বাকী। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর।'

মায়ের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারাহ! আজ তুমি যা করে দেখালে, কে এমন করে দেখাতে পারে!' এরই মধ্যে তার পুত্রকে আহতকারী ব্যক্তি ফিরে এল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে দেখিয়ে বললেন, হে উম্মে আম্মারাহ! ঐ ব্যক্তিই তোমার পুত্রকে আহত করেছে। উম্মে আম্মারাহ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এক প্রচণ্ড আঘাতে তার পা কেটে ফেললেন। ওই ব্যক্তি যমীনে পড়ে কাতরাতে লাগল। উম্মে আম্মারা তরবারীর আঘাতে তাকেও হত্যা করলেন। তাঁর এই বীরত্ব দেখে বিস্মিত কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই তোমাকে বিজয় দিয়েছেন

এবং তোমার দৃষ্টিকে শত্রুর উপর স্থির রেখে তোমার প্রতিশোধের লক্ষ্যকে ধরিয়ে দিয়েছেন।'

কিছুক্ষণ পর এক কাফের এসে উম্মে আম্মারার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল। রাসূলুল্লাহ সা. তখন অন্যদিকে মনোযোগী ছিলেন। চোখের পলকে আক্রমনটি ঘটে গেল। তাঁর আঘাতের গুরুতর অবস্থা দেখে তিনি তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন, 'তোমার মায়ের আঘাতে দ্রুত ব্যাণ্ডেজ করাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিবারে বরকত দান করুন। নিশ্চয়ই তোমার মায়ের অবস্থান বহু নারীর চেয়ে উর্ধ্বে। তোমাদের পরিবারে আল্লাহ তাআলা রহমত করুন। তোমার মায়ের স্বামীর মর্যাদাও বহু পুরুষের চেয়ে উর্ধ্বে।'

উম্মে আম্মারা তীব্র ব্যথ্যার সাথে লড়াই করছিলেন। ছেলেকে কাছে পেয়ে বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ কর! যেন আমি জান্নাতে তোমাদের সঙ্গী হতে পারি। তিনি নিজেও দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! এদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী হিসেবে কবুল করুন। আপনার সন্তুষ্টি আমার নসীব হলে দুনিয়াতে কী আঘাত পেলাম আমি তার পরোয়া করি না।'

পরবর্তীতে ওহুদ যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. প্রায়ই বলতেন, 'সেদিন আমি ডানে-বামে যেদিকেই লক্ষ্য করতাম, দেখতাম উম্মে আম্মারাহ আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে রক্ষা করে যাচ্ছে।'

ওহুদের যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে শামিল হয়ে উম্মে আম্মারার দেহের বার জায়গায় জখম হয়েছিল। পরিবর্তীতে তিনি মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে তার হাত কেটে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দাসীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

এ ঘটনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, মহিলাদের মৌলিক কাজ ঘরে অবস্থান করে সন্তান লালন-পালন করা হলেও যখন দীনের প্রয়োজন হবে তখন তাকে তার জান-মাল নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দীনের

সহযোগিতায় পরোক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে ময়দানে নেমে নিজের জান-মালের কুরবানী পেশ করতে হবে। অপরদিকে পুরুষের মৌলিক দায়িত্ব বাইরের কাজ করা হলেও কখনো তারও ব্যতিক্রম হতে পারে। পুরুষকেও ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করতে হতে পারে। তাই তো দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. অনেক সময় ঘরের কাজ করতেন। জুতা সেলাই করতেন। কাপড় ধৌত করতেন। পরিবারের অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করতেন।

আল্লাহর ভয় সব গোনাহের প্রতিষেধক

একজন মহিলা যত বেশি তার রবকে চিনবে সে ততই তাঁর ভয়ে গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে। যত বেশি তার রবের মারেফত হাসিল হবে ততই সে মুত্তাকী হবে। কখনো ঘটনাক্রমে কিংবা শয়তানের প্ররোচনায় তার থেকে গোনাহের কাজ ঘটে গেলেও পরক্ষণেই সে তার রবের কাছে তওবা করবে। রবের কাছে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। সে গোনাহের পরিণতিকে ভয় করবে। জীবনের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করবে। তার প্রতিটি কাজ হবে তার রবের সন্তুষ্টির জন্য। এমন বান্দীর প্রতি তো তার রব নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তাআলা তার এমন বান্দীর গোনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। তার দোষগুলো দুনিয়াবাসী থেকে ঢেকে রাখবেন। তিনি তো সেই রব যিনি তার বান্দার তওবায় খুশি হন।

আল্লাহর ভয়ে বিস্ময়কর তওবা

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় এক বিবাহিতা নারী সাহাবির বসবাস ছিল। শয়তানের প্ররোচনায় একদিন তিনি এক পুরুষকে কামনায় উদ্দীপ্ত করে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেলেন। আর ওদিকে শয়তান তাদের সঙ্গী হয়ে গেল। ফলে তারা একে অপরের প্রতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এক পর্যায়ে যিনায় লিপ্ত হল। অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে শয়তান সটকে পড়ল।

শয়তানের কুপ্রভাব সরে যেতেই রমণীর মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হল। তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। অনুশোচনার দরুণ ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। জীবন তার দুর্বিষহ মনে হতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে অপরাধের কথা মনে পড়তে লাগল। দহন যন্ত্রণায় পুড়তে লাগল তার দেহমন। এক পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আহাজারি করে বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করেছি। আমাকে পবিত্র করুন।' শরীয়তে কিছু শর্ত সাপেক্ষে বিবাহিতদের যিনার শাস্তি হচ্ছে, রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা। দোষী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বা বিশেষ গুণের অধিকারী চারজন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা প্রয়োগ করা হয়।

মহিলা সাহাবি অপরাধ করে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তার উপর রজমের শাস্তি কার্যকর করার অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তার কথা শুনে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

মহিলা সাহাবি সেদিকে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করেছি। কাজেই আমায় পবিত্র করুন।' রাসূলুল্লাহ সা. এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন যেন সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়ে তওবা করে। ফলে হয়ত আল্লাহ তাআলা তার বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ সা.এর আচরণে মহিলা ফিরে এল, কিন্তু গোনাহের যন্ত্রণা তার আত্মাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

পরদিন রাসূলুল্লাহ সা. মজলিসে বসলে মহিলা সাহাবি পুনরায় সেখানে আগমন করলেন। এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমায় পবিত্র করুন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. পূর্বের মতোই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এবার আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হৃদয় দহনে দগ্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হয়ত আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন যেমন আপনি মায়েয আসলামীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহর কসম! আমি তো যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে গেছি।' তার কথা

শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'ঠিক আছে; এখন নয়। চলে যাও। সন্তান প্রসব কর।'

মহিলা সাহাবি মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে এলেন। বাড়িতে ফিরে এলেন। ক্রমান্বয়ে তার পেরেশানী বাড়তে লাগল। দেহ দুর্বল হয়ে পড়ল। দিনরাত অবিরাম কান্নায় ব্যয় হতে লাগল। তিনি ক্ষণ ও দিন গুণতে লাগলেন, কবে তিনি পবিত্র হবেন? কবে রাসূলুল্লাহ সা. তার পবিত্রতার ব্যবস্থা নিবেন? অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চায় না। অসহ্য যন্ত্রণায় তার দিন কাটতে লাগল। দীর্ঘ নয় মাস পার হল। এরপর প্রসবের সময় ঘনিয়ে এল। দেহের যন্ত্রণার চেয়ে তার মনের যন্ত্রণা ছিল বহুগুণ। এক সময় সন্তান প্রসব হল।

সন্তান প্রসবের পর তিনি নিফাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে সন্তানকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা.এর দরবারে চলে এলেন। সদ্য প্রসূত সন্তানকে রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সন্তানকে আমি প্রসব করেছি। এবার আপনি আমায় পবিত্র করুন।'

রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলেন। ক্লান্তি ও পেরেশানীতে তার দেহের ভগ্নদশা লক্ষ্য করলেন। সন্তানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সদ্য প্রসূত সন্তান। তার এখন মায়ের কোলে থাকার কথা। মা ছাড়া এই শিশুকে এখন কে লালন-পালন করবে? শিশুর জন্য মায়ের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে তিনি মাকে বললেন, 'যাও। সন্তানকে দুধ পান করাতে থাক। দুধ পানের সময় শেষ কর।'

মহিলা ফিওে গেলেন। পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত আর দেখা দিলেন না। এ সময় তিনি কলিজার টুকরা সন্তানের সাথে পার করতে লাগলেন। সন্তান মায়ের কোলে বড় হতে লাগল। মায়ের চোখের পানিতে সন্তানের চেহারা সিক্ত হত। মা সন্তানকে চোখে চোখে রেখে দুধ পানের সময় পূর্ণ করলেন।

দুধ পানের দু'বছর যখন শেষ হল মা পুনরায় সন্তানকে কাপড়ে জড়ালেন। তারপর সন্তান যে সাধারণ খাবারের উপযুক্ত হয়েছে তা বুঝানোর জন্য তার হাতে এক টুকরা রুটি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানকে দুধ পানের মেয়াদ শেষ করেছি। এখন সে সাধারণ খাবার খেতে পারে। এবার আপনি আমায় পবিত্র করুন।'

রাসূলুল্লাহ সা. সন্তানটি লালন-পালনের জন্য অন্য একজন মুসলিমের সোপর্দ করলেন। তারপর সেই মহিলার দণ্ডবিধি কার্যকর করলেন। তার জন্য বুক পর্যন্ত একটি গর্ত করতে বললেন। তারপর লোকদেরকে পাথর নিক্ষেপ করতে বললেন। লোকেরা তার উপর পাথর নিক্ষেপ করল। পাথরের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্রমে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মৃত্যুর পর তার জন্য সাধারণ মৃতের মতোই গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. স্বয়ং তার জানাযার নামায পড়াতে দাঁড়িয়ে বললেন, এই মহিলা এমন তওবা করেছে তা মদীনার সত্তরজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন আর কে আছে যে নিজেকে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে?

সেই মহীয়সী মহিলা সাহাবি ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহর ভয়ে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিলেন। কত ভাগ্যবতী নারী! যিনায় লিপ্ত হয়েছিল! রবের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল! ফেরেশতাগণ তার পাপ প্রত্যক্ষ করেছিল। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। কিন্তু পাপের স্বাদ ফুরাতেই আফসোস ও হতাশা তাকে গ্রাস করেছিল। তার হৃদয়ে ঝড় ওঠেছিল। সেদিনের কথা মনে পড়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠেছিল যেদিন যিনার স্বাদ গ্রহণকারী অঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। সেই পা সাক্ষ্য দিবে যে পা যিনার পথ মাড়িয়েছে। হাত সাক্ষ্য দিবে যে হাত যিনার অঙ্গ স্পর্শ করেছে। যবান বলে দিবে যা সে বলেছিল। তার প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি লোম তার বিরুদ্ধে সেদিন সাক্ষ্য দিবে। সেদিনের কথা, জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলার কঠিন শাস্তির কথা তার স্মরণ

হয়েছিল, যেদিন ব্যভিচারীদের নগ্ন করে জাহান্নামের আগুনে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। লোহার চাবুক দ্বারা তাদের পিটানো হতে থাকবে। প্রহারের কারণে কেউ যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন ফেরেশতারা তাকে বলবে, দুনিয়ায় যখন তুমি হাসতে, আনন্দ করতে, ঠাট্টা করতে তখন এই চিৎকার কোথায় ছিল? তখন তো আল্লাহকে ভয় করনি। তার সামনে অপরাধ করতে লজ্জাবোধ করনি। আজ তোমার সেই কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ কর।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রজমের পর রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, 'হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কোনো গোলাম বা বাদী যদি যিনা করে তাহলে আল্লাহর চেয়ে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে, বেশি কাঁদতে। এই মহিলা যে তওবা করেছে; তা যদি একটি দলের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত, তাহলে তা সকলের তওবা কবুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।' কবি সেই ইতিহাস কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন-

جاءت إليه و نار الجوف تستعرُ *** و دمعة العين لا تنفكّ تنهمرُ

فأقبلت و رسول الله في حِلَقٍ *** من صحبه و فؤاد الدهر مفتخرُ

قالت له : يا رسول الله معذرةً *** ينوء ظهري بذنبٍ كيف يُغتفرُ!!

فجال عنها و أغضى عن مقالتها *** و للتمعر في تقطيبه أثرُ

قالت وللصدق في إقرارها شجنٌ *** والصمت يطبق والأحداث تُختصرُ

أصبت حدّاً فطهّر مهجةً فنيت *** وشاهدي في الحشا، إن كُذب الخبرُ

فقال عودي.. وكوني للجنين تُقى *** فللجنين حقوقٌ مالها وزرُ

ما أودعت سجن سجّانٍ و كافلها *** تقوى الإله . . فلا سوطٌ و لا أسرُ

حتى إذا حان حينٌ و انقضى أجلٌ *** و قد تقرح منها الخدّ والبصرُ

حلّ المخاض فهاجت كلّ هائجةٍ *** مثل الأسير انتشى و القيدُ ينكسرُ

و أقبلت .. يارسول الله : ذا أجلي *** طال العناء و كسري ليس ينجبرُ

فقال قولة إشفاقٍ و مرحمةٍ *** و القلب منكسرٌ ، و الدمع ينهمرُ

غذّي الوليد إلى سنّ الفطام فقد *** جرت له بالحقوق الآيُ و السورُ

حتى إذا ما انقضت أيام محنتها *** تكاد لولا عرى الإيمان تنتحرُ

!! جاءت به ورغيف الخبز في يده *** وليس يعلم ما الدنيا و ما القدرُ

قالت: فديت رسول الله ذا أجلي *** قد ملّني الصبر،والعقبى لمن صبروا

!!فقال: من يكفل المولود من سعةٍ *** أنا الرفيق له.. يا سعد من ظفروا

فاستله صاحب الأنصار في فرحٍ *** وحاز أفضل فوزٍ حازه بشرُ

وكفكفت دمعةً حرّى مودِّعةً *** و للأسى صورةٌ من خلفها صورُ

واستبشرت بعبير التوب واغتسلت *** كا ينقي صلاد الصخرة المطر

سارت إلى جنة الفردوس فابتسمت *** لها الربى و النعيم الخالد النَضِر

وجنّة الخلد تجلو كل بائسةٍ *** يحلو إليها الضنى والجوع والسهر

إن غرّها طائف الشيطان في زمنٍ *** فلم تزل بعدها تعلو و تنتصر

এভাবেই সে যুগের নারীরা ভুল হলে ফিরে আসতেন। অপরাধ হয়ে গেলেও পরক্ষণেই তওবা করতেন। ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে তাদেরকে স্বীয় রহমতের ছায়াতলে স্থান দিতেন।

আজ মুসলিম নারীদের নিয়ে একটু ভাবুন! যারা তাদের আপদমস্তক গোনাহের মাঝে ডুবিয়ে দিয়েছে। শয়তান তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের আশপাশে সারাক্ষণ শয়তান ঘুরঘুর করে, বরং তাদের মাথাতেই শয়তান বসবাস করে। অবিরাম গোনাহ তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে মূর্তিপূজারীর অনুরূপ বানিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা অবলীলায় নামায বর্জন করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

'আমাদের ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে নামায। সুতরাং যে নামায ছাড়ল সে কুফরী করল।'

যে আমলে মুমিনের গন্তব্য হবে জাহান্নাম

আমার বোন! আপনি চাইলে এখনই সংকল্পবদ্ধ হতে পারেন। পাপের পথ পরিহার করে পূণ্যের পথে ফিরে আসতে পারেন। জাহান্নামের পথ বর্জন করে জান্নাতের পথ অবলম্বন করতে পারেন। চলুন! এবার একটু আখেরাতের অনন্তকালের জীবনে ফিরে যাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিয়ে একটু ভাবি। জান্নাতীরা তো নেয়ামত আর অসীম সুখের মাঝেই থাকবেন। জান্নাতের সুউচ্চ সিংহাসনে জান্নাতীরা মুখোমুখী বসে থাকবেন। সেদিন জান্নাতীরা তাদের সেইসব সাথী-সঙ্গীদের বিষয়ে আলোচনা করতে থাকবেন যারা দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকত। ফেরেশতাদেরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। ফেরেশতারা জবাব দিবেন, 'তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের বিষাক্ত ফল 'জাক্কুম' খেতে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের বন্ধু শয়তানের সাথে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।' তখন জান্নাতীরা তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখবেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, কোন অপরাধ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিলে এল? জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথনের এই বিবরণ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِينَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কর্মের জন্য দায়গ্রস্ত হবে, কেবল ডানপন্থীরা ছাড়া। তারা উদ্যানসমূহে অবস্থান করে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, কোন কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এল? (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩৮-৪২)

হ্যাঁ, তারা ওদের জিজ্ঞাসা করবে, কোন অপরাধ তোমাদের সাকারে নিয়ে এল? জাহান্নামীরা তখন কি জবাব দিবে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তারা সেদিন চারটি অপরাধের কথা উল্লেখ করবে যা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে।

১. তারা বলবে, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. অর্থাৎ তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৩)

২. তারা বলবে, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. অর্থাৎ আমরা মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৪)

৩. তারা বলবে, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. অর্থাৎ আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় লিপ্ত থাকতাম। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৫)

হ্যাঁ, তারা এ কথাই বলবে, আমরা খেল-তামাশায় মত্তদের সাথে মত্ত থাকতাম। সবাই যা করত তাই করতাম। তারা নামায ছাড়লে আমরাও ছাড়তাম। তারা গোনাহের কাজ করলে আমরাও তাই করতাম। তারা গান গাইলে আমরাও গান গাইতাম। তারা ধূমপান করলে আমরাও ধূমপান করতাম। তারা নামায বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে আমরাও ঘুমিয়ে থাকতাম। তারা মা-বাবাকে কষ্ট দিলে আমরাও কষ্ট দিতাম। আড্ডাবাজদের সাথে আমরাও আড্ডা দিতাম।

৪. চতুর্থ বিষয় তারা বলবে, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. অর্থাৎ আমরা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, এ অবস্থাতেই আমাদের কাছে মৃত্যু এসে যায়। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৬)

অর্থাৎ আমরা পরকালকে এমন ভয় করতাম না যে ভয় আমাদেরকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। আর অবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু এসে যায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ অর্থাৎ ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৮)

কাজেই যদি সকল নবী ও ফেরেশতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো কাফিরের জন্য, তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য সুপারিশ করেন, তবু আল্লাহ তাআলা তা গ্রহণ করবেন না। কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ কাফেরদের সামান্যও উপকার করতে পারবে না।

গানবাদ্য শোনা হচ্ছে অশ্লীলতার প্রথম ধাপ

শয়তান আজ কিছু যুবতীকে গান শোনা, অশ্লীল কাজকর্মের সাথে জড়ানোর মতো দুষ্কর্মে নিমজ্জিত করছে। অথচ গান সম্পর্কে কুরআন বলছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্যে অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে এবং দীনের পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান ঃ ৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কসম খেয়ে বলতেন, 'এ আয়াতে 'লাহওয়াল হাদীস' দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে, গান শোনা।'

সহীহ সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোক আগমন করবে যারা স্বাধীন ব্যক্তি, রেশমী পোষাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে বৈধ মনে করবে।'

তিরমিযী শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এ উম্মতের মাঝেও ভূমিধ্বস, জলোচ্ছাস ও চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। এটা তখন ঘটবে যখন তারা মদ পান করবে, রক্ষিতা গ্রহণ করবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।'

উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে গান ও বাদ্যযন্ত্রের যাবতীয় উপকরণকে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। বাদক যখন বাদ্যের সাথে গান জুড়ে তখন তা হারামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। বিশেষত গানের বিষয়বস্তু যদি অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা জাতীয় হয় তাহলে তো বলাই বাহুল্য। বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে শয়তানের বাঁশি। শয়তান নিজেই তা বাজায় আর শয়তানের অনুসারীরা তার অনুসরণ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

অর্থাৎ তোমার আহবানে তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদের প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। (সূরা ইসরা ঃ ৬৪)

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'গান হচ্ছে যিনার দুয়ার।' কী অবাক করা ব্যাপার! হযরত ইবনে মাসউদ এ কথা সেই সময় বলেছিলেন যখন বাদী বা বাচ্চা মেয়েরা গান গাইত। তখনকার দিনে বাদ্য বলতে ছিল কেবল দফ আর গান কেবল বিশুদ্ধ ভাষা চর্চার একটি মাধ্যম হিসেবেই লালিত হত। সেই সময় তিনি একে যিনার উপলক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং একবার ভাবুন! তিনি যদি বর্তমান কালের সঙ্গীতের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও নানা রকম বাদ্যের ব্যবহার দেখতেন তাহলে কী মন্তব্য করতেন! এখন তো গাড়িতে, বাড়িতে বিমানে, জলে-স্থলে সর্বত্র; এমনকি ঘড়ির ঘণ্টা, কলিং বেল, বাচ্চাদের খেলনা, কম্পিউটার অন-অফ, মোবাইল-টেলিফোনের রিংটোনসহ সর্বত্র গান-বাদ্যের ব্যবহার ঢুকে গেছে।

দুষ্ট লোকদের মিষ্টি কথায় প্রতারিত হবেন না

অশ্লীলতার বিস্তার ও চারিত্রিক অধপতনে গান একটি বড় মাধ্যম। বিশেষত অধুনা অবৈধ প্রেম ও যৌনতাই গান-কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, বলুনতো! আপনি কি কখনো কোনো শিল্পী, সুরকার বা গীতিকারকে যিনা থেকে বিরত থাকতে, দৃষ্টি সংযত রাখতে, মুসলমানের মর্যাদার হেফাজত করতে, দিনে রোযা রাখতে বা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে কান্না করতে উৎসাহ যোগাতে শুনেছেন? আমি তাদেরকে কখনোই এসব বিষয়ে ভূমিকা রাখতে শুনিনি, বরং গায়কদের অধিকাংশই সমাজের উঠতি বয়সী কিশোর, তরুণ ও যুবকদের অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক গড়তে আহবান করে। যুবকদের তাদের সমবয়সী যুবতীদের সাথে প্রেম করতে, তাদের নিয়ে ভাবতে ও তাদের সাথে মেলামেশা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে প্রেম নিবেদনের কলা-কৌশল শিক্ষা দিয়ে হারাম সম্পর্কে জড়াতে, হারাম কাজে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয়। তাদের এসব অপকর্ম ও অপকৌশল কি তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট নয়? তারপরও কি তাদেরকে আপনি আপনার হিতাকাঙ্খী মনে করবেন? তারপরও কি আপনি এসব দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় প্ররোচিত হবেন?

কেন তারা গায়রে মাহরাম নারীদের সাথে প্রেম করতে বলে? কেন তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়তে উৎসাহ দেয়? এর কারণ কী? ঐ নারীরা রাতভর নামায পড়ে বা দিনভর রোযা রাখে, সে জন্য? ঐ নারীদের চেহারার কমনীয়তা, সুমিষ্ট স্বর, মুগ্ধ আচরণ, হৃদয়কারা হাসি কিংবা তার সাহচর্য মনে প্রশান্তি আনে, এমন কোন কারণে? না, ব্যাপার আসলে তা নয়, বরং তারা নারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই দুর্বল। হোক তা যতই নিকৃষ্ট বা ঘৃণ্য কর্ম, ওতেই ওদের আসক্তি।

আশ্চর্য ও আফসোসের কথা হচ্ছে, অনেক নারীরাও এসব লম্পট যুবকদের প্রতি নমনীয় ভাব দেখায়। অনেকে তো আবার উল্টো নিজেরাই যুবকের প্রপোজ করে বসে। বহু নারীকে আমরা দেখেছি, তারা তাদের চলাফেরা, হাসি-আড্ডা, কথার ঢং, হাঁটার স্টাইল ও পাশাপাশি

আটশাট পোষাক, উপহার সামগ্রী ও লাভলেটার পাঠানোর মাধ্যমে নিজেরাই চরিত্রহীন যুবকদেরকে নিজেদের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। এমনকি তাদের সাথে ঢলাঢলি করতে ও চুম্বন করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না! ভার্সিটি ও বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে দিবালোকে এসব কুকর্মের দৌরাত্ম্য চলছে। দ্রুততার সাথে এসবের বিস্তার ঘটছে।

কেন আজ যুবতী নারীরা এমন কুকর্মে জড়াচ্ছে? প্রেম, ভালোলাগা, অনুরাগ থেকে? চরিত্রের এই চরম অধপতন ও এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্যুতির পরিচায়ক। সহসাই তেমনি এক আযাবের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে যেমন আযাব নাযিল হয়েছিল কওমে লূতের প্রতি।

নগ্নতার অভিশাপে দগ্ধ সম্প্রদায়

লূত সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল, তারা পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে সমকামিতার মতো জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি জাতির কতটুকু অধপতন ঘটলে এমন ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতে পারে! আজো এমন অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কুকর্মের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। লূত আ. তাদের কাছে ফরিয়াদের সুরে বলেছিলেন-

وَلوطًا إِذ قالَ لِقَومِهِ أَتَأتونَ الفاحِشَةَ ما سَبَقَكُم بِها مِن أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ. إِنَّكُم لَتَأتونَ الرِّجالَ شَهوَةً مِن دونِ النِّساءِ بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفونَ. وَما كانَ جَوابَ قَومِهِ إِلّا أَن قالوا أَخرِجوهُم مِن قَريَتِكُم إِنَّهُم أُناسٌ يَتَطَهَّرونَ. فَأَنجَيناهُ وَأَهلَهُ إِلَّا امرَأَتَهُ كانَت مِنَ الغابِرينَ. وَأَمطَرنا عَلَيهِم مَطَرًا فَانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُجرِمينَ.

অর্থাৎ স্মরণ কর লূতের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কর্ম করলে যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা তো কামনার দরুণ নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের কাছে আসছ।

নিশ্চয়ই তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাঁর কওমের উত্তর কেবল এই ছিল যে, ওদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে বের করে দাও। তারা পবিত্রতার ভান দেখাচ্ছে। তারপর আমি লূত ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, কেবল তার স্ত্রী ছাড়া। কারণ সে পশ্চাদ্বর্তীদের অন্তভূর্ত ছিল। আর আমি তাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করলাম। লক্ষ্য করে দেখ! অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল! (সূরা আরাফ ঃ ১৮)

তারা যখন সমকামিতার মত জঘণ্য প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ল, যমীন তখন সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে এল। পাহাড় তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন নির্মম শাস্তি প্রদান করলেন, যা তিনি অন্য কাউকে দেননি। তাদের দৃষ্টি ঝলসে গিয়েছিল। চেহারা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরাইল আ.কে তিনি ঐ জনপদ মূলোৎপাটন করে উল্টে দিতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি ভূমিধ্বস দিয়ে তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ.

অর্থাৎ অতপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর একাধারে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম। (সূরা হুদ ঃ ৮২)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভয় করি লূত সম্প্রদায়ের কুকর্মের।'

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কওমে লূতের অপকর্ম করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি লানত করেন।' এ কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

মুসনাদে আহমাদে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যদি কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কর্মে লিপ্ত পাও, তাহলে কর্তা ও কৃত উভয়কে হত্যা করে ফেলবে।'

সাহাবায়ে কেরাম সমকামীদের আগুনে পুড়িয়ে মারতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'কোনো সমকামী যদি তওবা না করেই মারা যায়, তাহলে কবরে তার দেহাবয়ব শুকরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যায়।' সুতরাং কেউ যদি এমন জঘণ্য কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে, কখনো শয়তানের প্ররোচনায় এমন কাজে জড়িয়ে গিয়ে থাকে, তার অতিসত্বর তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত। আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মানোবাক্যে অতীত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ . وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ .

অর্থাৎ তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য ইচ্ছা রিযিক পরিমিত করে দেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন। বলুন! হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রমহত থেকে নিরাশ হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের রবের দিকে ধাবিত হও। এবং আযাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। কারণ আযাব এসে গেলে তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। এবং তোমাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা ঐ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা যুমার ঃ ৫২-৫৫)

গোনাহের উপকরণ ছুড়ে ফেলুন!

তাই বোনেরা! আসুন! তওবা করুন! চিঠিপত্র, মোবাইল নম্বর ছুড়ে ফেলুন। গানবাদ্যের সিডি-ভিসিডি, টেলিফিল্ম, সিনেমা চিরতরে বর্জন

করুন। প্রমাণ করুন, আপনার প্রেম ও ভালোবাসা কেবল রাব্বুল আলামিনের জন্য। তাঁর ভালোবাসার সামনে সবকিছু আপনার কাছে তুচ্ছ। দুনিয়াকে জানিয়ে দিন, শয়তান ও প্রবৃত্তির পূজার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যই আপনার কাছে অধিক প্রিয় ও অগ্রগণ্য।

প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্যের অন্যতম একটি হল, ভ্রু-প্ল্যাক করা, ভ্রু উপড়ানো বা মুণ্ডানো। এর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দী নিজেকে শয়তানের মতো লানতযোগ্য সাব্যস্ত করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দিব এবং তাদের আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদের আদেশ করব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে এবং যে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে এবং আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে সুস্পষ্ট ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা নিসা ঃ ১১৮-১২২)

ভ্রু প্ল্যাক করা মানে নিজেকে আল্লাহর লানতের সামনে উপস্থাপন করা। সুনানে আবু দাউদ ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. উল্কি অঙ্কনকারী ও এর আবেদনকারী এবং ভ্রু প্ল্যাককারী ও এর আবেদনকারী; যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধন করে; তাদের প্রতি লানত করেছেন।

সুবহানাল্লাহ! এমন কাজ আপনি কিভাবে করার দুঃসাহস করেন যা আপনাকে আল্লাহ তাআলার লানতের উপযুক্ত বানাচ্ছে! আপনি নামায ও নামাযের বাইরে আল্লাহ তাআলার কাছে রহমত ও মাগফিরাত কামনা করেন আবার তাঁর লানতযোগ্য কাজও করেন! এতে কী আপনার কথা ও কাজ সাংঘর্ষিক হয়ে গেল না! তাঁর কাছে চান রহমত আর কাজ করেন বিতারণের! আশ্চর্য কথা! উলামায়ে কেরাম ভ্রু প্ল্যাক করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আমার কাছেও বিশোর্ধ্ব ফতোয়া রয়েছে যাতে

উলামায়ে কেরাম ভ্রু প্ল্যাক করাকে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন। এমন নিশ্চিত হারাম কাজে লিপ্ত হতে আপনার দিলে এতটুকু ভয় কাজ করে না!

সুতরাং আপনার ঈমানের দাবী হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। উপরন্তু ভ্রু প্ল্যাক করা কাফের নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার নামান্তর। আর হাদীসের ভাষ্যানুসারে 'যে যাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তো তাদেরই দলভুক্ত বিবেচিত হবে।' কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন-

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ.

অর্থাৎ (ফেরেশতাদের বলা হবে) একত্রিত কর জালিম ও তাদের সহচর এবং তারা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে। (সূরা সাফফাত ঃ ২২)

এ আয়াতে কাফেরদের দোসর, অনুসারী, অনুকরণকারীদের কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে যাদেরকে ভালোবাসবে সে তাদের সাথেই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

সবাই করে বলে আপনি যা তা করতে পারেন না

আমার বোন! আপনি এ কথা বলতে পারেন না যে, অনেক মহিলাই এমন করে। আরে! অনেক নারী তো মূর্তিপূজাও করে! তাই বলে আপনিও কি তাদের সাথে মূর্তিপূজা করবেন? অনেক নারী গলায় ক্রুশ ঝুলায়। তাই বলে কি আপনিও তা করবেন? অনেক নারী করে বলে আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে নিষিদ্ধ কাজে ছাড় পাবেন না। আপনার এহেন বক্তব্য আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আপনাকে তো আপনার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, অন্যদের ব্যাপারে নয়। পিতার ঔরশে আপনি একাই ছিলেন। তারপর মায়ের পেটে একাই ছিলেন। একাই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। একদিন একাকীই মৃত্যুবরণ করবেন। কিয়ামতের দিন একাই উত্থিত হবেন। পুলসিরাত একাই পার হবেন।

আমলনামা একাই পাবেন। আল্লাহর সামনে একাকীই জিজ্ঞাসিত হবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

অর্থাৎ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী। (সূরা মারয়াম ঃ ৯৩-৯৫)

তাই অন্যের জন্য আপনি কেন দ্বায়গ্রস্ত হবেন? নফস, শয়তান ও শয়তানের দোসরদের আনুগত্য ছেড়ে আপনাকে বহুদূরের পথ পারি দিতে হবে। ভবিষ্যত আপনার সামনে। আগামী প্রজন্ম আপনার ইতিহাস জানার অপেক্ষায়। তাই নিজেকে বদলে ফেলুন। দেখবেন, সবকিছুই বদলে গেছে।

যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করুন

কালের ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নতকারী আমার পর্দানশীন মা ও বোনেরা! আমার কথা আজ এখানেই শেষ। বিদায় নেওয়ার আগে শেষবারের মতো বলতে চাই, সমাজে নাফরমানদের সংখ্যাধিক্য ও জয়জয়কার দেখে আপনি প্রবঞ্চিত হবেন না। যারা পর্দার বিধানে শৈথিল্য করছে, যুবকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করছে, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ছে, হারাম সঙ্গ গ্রহণ করছে, যাদের ভাবনাতে কেবল নাটক আর সিনেমা, সমাজে তাদের প্রাধান্য, সমাজকে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে; এ সব ভেবে, তাদের অবাধ বিচরণ, খোলামেলা পোষাক আর স্বাধীন চলাফেরা দেখে আপনি ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না।

এটা তো বাস্তব যে, আমরা এমন এক ক্রান্তিলগ্নে বাস করছি যখন চারদিকে ফেতনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাদের সামনে

চোখের ফেতনা, কানের ফেতনা, যিনার সহজলভ্যতার ফেতনা, হারাম সম্পদ উপার্জনের ফেতনা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ফেতনায় নিমজ্জিত হতে আহবান জানাচ্ছে। সময়ের এই কঠিন বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার করতে হবে।

আমরা সেই যুগের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছি যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের সামনে ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে ধৈর্য ও অবিচলতার সময় অপেক্ষা করছে যে সময় ধৈর্যধারণ করা হবে জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত রাখার মতো। সে সময় যে আমলকারী তোমাদের মতোই আমল করবে সে তোমাদের পঞ্চাশজন আমলকারীর বিনিময় লাভ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তখনকার আমলকারীরা কি পরবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূলুল্লাহ সা. উত্তর দিলেন, 'না, বরং তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (তিরমিযী, হাকেম)

আখেরী যামানায় নেককারদের সওয়াব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, তারা নেককাজে কাউকে তাদের সহযোগী পাবে না। নাফরমানদের মাঝে নেককারদের সংখ্যা হবে নিতান্তই সামান্য। তার আশপাশের সকলে গান শুনবে, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে সে গান শুনবে না। সকলেই হারাম নাটক, সিনেমা ও অন্যান্য জিনিস দেখবে, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে সে ওসব দেখবে না। সকলে শিরক, কুফর ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে, কিন্তু সে তাওহীদের বিশ্বাসে অবিচল থাকবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ইসলাম নিঃস্ব অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে। অচিরেই সে পুনরায় নিঃস্বতায় ফিরে যাবে। ভাগ্যবান তারা যারা নিঃস্বতাকে আঁকড়ে থাকবে।'

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি পরবর্তী সময় পূর্বের সময়ের চেয়ে নিকৃষ্টতর হবে। তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত করা অবধি তথা কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।'

'মুসনাদে বাজ্জারে' হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে দুই ভয় ও দুই নিরাপত্তাকে একত্র করব না। দুনিয়ায় সে আমার ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থাকলে কিয়ামতের দিন আমি তাকে ভীতি প্রদর্শন করব। আর দুনিয়ায় সে আমাকে ভয় করে থাকলে কিয়ামতের দিন আমি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করব।'

হ্যাঁ, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন সে নিঃশঙ্ক থাকবে। আল্লাহ তাআলার দীদারে সে ধন্য হবে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.

অর্থাৎ তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। তারা বলবে ইতিপূর্বে পরিবারের কাছে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ধুম্রকুঞ্জের শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা তুর ঃ ২৫-২৮)

অপরদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে গোনাহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল, পেট ও যৌবনের সাধ মিটানোই যার ভাবনা ছিল, আল্লাহর আযাব সম্পর্কে যে নিশ্চিন্ত ছিল, আখেরাতে সে ভয়ানক ভয় ও আতঙ্কে থাকবে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا

অর্থাৎ তুমি জালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের দরুণ ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। (সূরা শুরা ঃ ২২)

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! আপনারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। নিঃসন্দেহে আপনারা সত্যের পথে রয়েছেন। তওবাকারীনিদের স্বল্পতা ও গোনাহগারদের প্রাবল্য দেখে ধোঁকায় পড়বেন না।

হে প্রজন্মের জন্মদাত্রী ও মানুষ গড়ার কারিগর! এই আমার শেষকথা। কথাগুলো আমি হৃদয় থেকে বললাম। পূর্ণ আবেগ ও আস্থার সাথে বললাম। দুআ করি; আল্লাহ তাআলা আপনাকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন। স্বয়ং তিনি আপনার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আপনাকে মুমিন, মুত্তাকী, দায়ী ও নেককার রমণী হিসেবে কবুল করেন। আপনি আমার এই পরামর্শ যদি গ্রহণ নাও করেন, তবু আপনি আমার বোন। আমি আপনার হিতাকাঙ্খী। মহান রবের দরবারে আমি সব সময় আপনার জন্য দুআ করবো। আপনার কল্যাণকামিতা ও আপনাকে দাওয়াত দেয়া থেকে কখনোই আমি পিছপা হব না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য আমার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবেন না, যার সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

“নারীর ঈমানদীপ্ত দাস্তান”

الحمد لله يختص من يشاء برحمته .. ويوفق أحبابه لأسباب عنايته ومتابع الإحسان إلى العباد بفضله ومنته.

ومصرف الأحكام في العبيد .. فمن شقي وسعيد .. ومقرب وطريد .. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

وصلوات الله وسلامه على سيد أنبيائه .. وأول أوليائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار ..الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وسلم .. صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والأبكار..

একালের এক দুর্জয়ী নারী

আজকের আলোচনার শুরুতেই এ যুগের এক দুর্জয়ী নারীর গল্প বলি। সে এক রুশ যুবতী। রাশিয়ার একটি শহুরে পরিবারে তার জন্ম। তার পরিবার ছিল গোঁড়া খৃষ্টান। একজন রুশ ব্যবসায়ী একটি উপসাগরীয় দেশ থেকে কিছু বৈদ্যুতিক পণ্য কিনে রাশিয়ায় এনে বিক্রি করার জন্য উপসাগরীয় দেশে যাবে, এ কথা বলে তার সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য তাকে প্রস্তাব দিল। ঐ যুবতী ছাড়াও ব্যবসায়ীর সাথে আরো বেশ কয়েকজন যুবতীর সফরসঙ্গী হওয়ার চুক্তি হল।

গন্তব্যে পৌছার পর ব্যবসায়ী তার মুখোশ উন্মোচন করল। যুবতীদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করার প্রস্তাব দিল। তাদেরকে প্রচুর অর্থ, অবাধ শারীরিক সম্পর্কের লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করল। প্রথম প্রথম না করলেও এক পর্যায়ে ঐ একজন যুবতী ছাড়া সকলেই ব্যবসায়ীর প্রস্তাবে সম্মত হল।

সেই যুবতীই কেবল নিজেকে এহেন অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখার সংকল্প করল এবং ব্যবসায়ীর লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ব্যবসায়ী তার প্রতিক্রিয়ায় হেসে বলল, 'দেখ! এই দেশে তুমি তো নিঃস্ব। তোমার কোনো সহায় নেই। সম্পদ নেই। গায়ের পরিহিত জামা ছাড়া তোমার কাছে কিছুই নেই। আর আমার প্রস্তাবে সম্মত না হলে আমিও তোমাকে কিছুই দেব না। কাজেই তোমার জন্য আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। তাই তোমাকে আমার প্রস্তাবে রাজি হতেই হবে।' তাকে মানসিক ও শারিরীক ভাবে চাপ প্রয়োগ করল। একটি ফ্ল্যাটে অন্যান্য বেশ্যা যুবতীদের সাথে তার থাকার ব্যবস্থা করল। সবার পাসপোর্ট-ভিসা কেড়ে নিয়ে নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রাখল।

অন্য যুবতীরা সময় ও মোহের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও সেই যুবতী নিজেকে পবিত্র রাখল। প্রায় প্রতিদিনই সে ব্যবসায়ীর কাছে তার পাসপোর্ট-ভিসা ফেরত দিয়ে তাকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে অনুরোধ করত, কান্নাকাটি করত; কিন্তু ব্যবসায়ী কিছুতেই সম্মত হত না।

একদিন ব্যবসায়ী বাইরে গেলে অন্যদের অগোচরে সে আলমারী-ড্রয়ারে তার পাসপোর্ট খুঁজতে শুরু করল। খুঁজতে খুঁজতে ফ্ল্যাটের ভিতরেই একটি সংরক্ষিত জায়গায় যুবতী তার পাসপোর্ট পেয়ে গেল। পাসপোর্ট পেয়ে তো সে আনন্দে আত্মহারা। তৎক্ষণাত তা লুকিয়ে পালানোর উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট থেকে দ্রুত বেরিয়ে মেইন রোডে চলে এল।

যুবতী মেয়ে। অচেনা দেশ, সাথে পরনের জামা ছাড়া কিছুই নেই। চোখে-মুখে পেরেশানীর ছাপ। কোথায় যাবে কিছুই জানে না। স্বজন নেই। পরিজন নেই। সম্পদ নেই। বাসস্থান নেই। খাবার-দাবার, পরিচিতজন কেউ নেই। বেচারী হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ পথচারী এক যুবকের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। যুবকের সাথে তিনজন নারী। দূর থেকে ভদ্র ও মার্জিত বলেই মনে হল। এমন সম্ভাব যুবকের

অপত্যাশিত উদয়ে যুবতীর চেহারায় আশার আলো ফুটে ওঠল। এক অজানা শঙ্কা ও দ্বিধা নিয়ে সে যুবকের দিকে এগিয়ে গেল। যুবক রুশ ভাষা জানে নাকি জানে না তা খোঁজ না নিয়েই রুশ ভাষায় তার সাথে কথা বলতে শুরু করল। যুবক তার ভাষা বুঝতে পারছে না মর্মে নিজের অক্ষমতা বুঝাল। যুবতী এবার ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, তোমরা ইংরেজী বুঝ? তারা হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে যুবতী খুশিতে কেঁদে ফেলল। ইংরেজিতে বলল, আমি রাশান। বিপদগ্রস্ত। আমার কাহিনী এই বলে; সে সংক্ষেপে তার বৃত্তান্ত শোনাল। তারপর বলল, 'আমার কাছে অর্থকড়ি, থাকার জায়গা কিছুই নেই। আমি আমার দেশে ফিরে যেতে চাই। তোমাদের কাছে কেবল দু'তিনদিনের আশ্রয় চাই। এ সময়ের মাঝে আমার ভাই ও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলব।'

যুবক যুবতীর ব্যাপারে ভাবতে লাগল, সে কোনো ধোঁকা বা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে না তো? যুবতী তার দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদছে। আর যুবক তার মা-বোনের সাথে পরামর্শ সেরে নিল।

যুবতীর নিদারুণ দশা লক্ষ্য করে তাদের মায়া জাগল। শলা-পরামর্শ করে তারা যুবতীকে বাড়িতে নিয়ে এল। সেখান থেকে এসে যুবতী স্বীয় পরিবারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল। কিন্তু ফোনে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যুবতী বারবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কাজ হল না। ঘটনাক্রমে সে সময় রাশিয়ার সাথে ঐ অঞ্চলের সরাসরি বিমান চলাচলও বন্ধ ছিল।

যুবকের পরিবার জানতে পারল, মেয়েটি খৃষ্টান। তারা তার সাথে অত্যন্ত কোমল ও সদয় আচরণ করল। তাকে আদর, সোহাগ, ভালোবাসা দিল। এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করল। কিন্তু যুবতী তা প্রত্যাখ্যান করল। ধর্মীয় বিষয়ে সে কথা বলতে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কারণ সে এমন একটি গোঁড়া খৃষ্টান পরিবারে বেড়ে উঠেছে যারা ইসলাম ও মুসলমানকে চরমভাবে ঘৃণা করে।

ওদিকে যুবক খালেদ স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে গেল। সেখান ইসলামের ওপর রুশ ভাষায় লিখিত কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এল। যুবতী বইগুলো পড়ে প্রভাবিত হল। ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তার মনে কৌতুহল জাগল। এভাবে কিছুদিন সকলের মমতা পেয়ে ও ইসলাম সম্পর্কে জেনে যুবতী ইসলাম গ্রহণ করার মনস্থ করল।

ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হল। ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানতে, দীনদার মহিলাদের সান্নিধ্য পেতে সে আগ্রহী হলে ওঠল। ইসলামী বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে সে গভীরভাবে মনোনিবেশ করল। এখন স্বদেশে ফিরে যেতে তার মনে ভয়! যদি আবার খৃষ্টান ধর্মে ফিরে যেতে হয়!

বিয়ে ও হিজাব গ্রহণ

পারস্পরিক সম্মতিতে যুবক খালেদ তাকে বিয়ে করল। সে অন্যান্য আর দশটা মুসলিম নারীর চেয়ে দীনের প্রতি বেশি অনুগত ও প্রতিশ্রুতিশীল ছিল। একদিন সে তার স্বামীর সাথে মার্কেটে গেল। একজন মুখঢাকা পর্দানশীন নারী তার চোখে পড়ল। এই প্রথমবার পুরোপুরি পর্দার বিধান পালনকারী কোনো নারী তার চোখে পড়ল। এই দৃশ্য তার কাছে একেবারে অচেনা ও আজীব মনে হল।

স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, খালেদ! এই মহিলার এমন অচেনা সাজের কারণ কী? এই মহিলা কি রোগাক্রান্ত যা তার চেহারাকে বিশ্রী করে দিয়েছে? সে জন্যই কি সে তার চেহারা ঢেকে রেখেছে?

স্বামী জবাব দিল, না। এই মহিলা পর্দার বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দীদের থেকে কামনা করেন। এভাবে পর্দা করাই রাসূলুল্লাহ সা.এর নির্দেশ।

যুবতী কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসার সুরে বলল, তাহলে এটাই প্রকৃত পর্দা? এটাই তাহলে প্রকৃত ইসলামী পর্দা, যা আল্লাহ তাআলা চান?

স্বামী বলল, হ্যাঁ, কিন্তু কেন? কী হয়েছে? এমন করে বলছ কেন? যুবতী জবাব দিল, আমি যখন কোনো শপিংমল বা মার্কেটে যাই, তখন দোকানদার, সেলসম্যানরা আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, যেন তারা আমার চেহারাটাকে গিলে খেতে চায়! কাজেই আমার জন্য তো চেহারা ঢেকে রাখাই কর্তব্য। আমার চেহারা কেবল আমার স্বামীর সামনেই নিরাবরণ থাকা উচিত। সুতরাং এমন হিজাব কেনা ছাড়া আজ আমি মার্কেট থেকে যাচ্ছি না। আচ্ছা! এই হিজাব কোথায় পাওয়া যায়? আমরা কোত্থেকে তা কিনতে পারি?

স্বামী বলল, আপতত তুমি আমার মা-বোনের মতো মুখ খোলা হিজাবেই চলতে থাক। পরে দেখা যাবে। যুবতী বলল, না। আমি সেই হিজাব চাই, যা আমার আল্লাহ আমার কাছে চান।

এভাবেই দিন বয়ে চলল। যত দিন যায় ইসলামের প্রতি, ঈমানের প্রতি যুবতীর দৃঢ়তা ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আচার-আচরণে, জ্ঞানে-গুণে ক্রমান্বয়ে সে তার স্বামীর হৃদয় ও অনুভূতির সবটা দখল করে নিল।

একদিন সে তার পাসপোর্ট বের করে দেখল, তার মেয়াদ প্রায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথে। সেটাকে নবায়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নবায়ন করতে হলে তাকে তার নিজ শহরে ফিরে যেতে হবে। তাই রাশিয়া ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। নয়ত এ দেশে তার অবস্থান আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। স্বামী খালেদকে তা জানালে সে তাকে নিয়ে রাশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ তার স্ত্রী মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করতে মোটেই সম্মত নয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা রাশান এয়ারলাইন্সের অধীন একটি বিমানে চড়ল। যুবতী পুরোপুরি শরয়ী পর্দা রক্ষা করে বিমানে উঠল। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও পাহাড়সম মনোবল নিয়ে সে তার স্বামীর পাশের সীটে বসল।

স্বামী বলল, তোমার এই হিজাবের কারণে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের আশঙ্কা আছে। আমাদের ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।

যুবতী জবাব দিল, 'সুবহানাল্লাহ! আশ্চর্য! তুমি কি চাও, আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করে এই সকল কাফেরদের আনুগত্য করি? আল্লাহর কসম! তা কখনোই হতে পারে না। তারা যা ইচ্ছে বলুক, আমি তার পরোয়া করি না।'

লোকেরা তার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। বিমানবালারা বিমানে যাত্রীদের জন্য খাবার পরিবেশন করছে। খাবারের সাথে মদ সেখানে সাধারণ ব্যাপার। রাশিয়ায় মদপান একটি স্বাভাবিক ও অনুমোদিত বিষয়। ওদিকে আশপাশ থেকে বিভিন্ন টিপ্পনী কাটা শুরু হয়েছে। কেউ যুবতীকে দেখে হাসছে। কেউ ঠাট্টা করছে। কেউ এটাকে আজব কিছু মনে করে নানামুখী মন্তব্য করছে। কেউ এসে পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। অবশ্য কেউ কেউ নীরব থাকছে কিংবা দূর থেকে কেবলই পর্যবেক্ষণ করছে।

খালেদ তাদের হাসি-তামাশা দেখছে। কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সে তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছে না। কারণ সে রুশ ভাষা বুঝে না। যুবতী সব কিছুর জবাবে কেবল মুচকি মুচকি হাসছিল। সে তার স্বামীকে ওদের মন্তব্যগুলো অনুবাদ করে শোনাচ্ছিল আর তা শুনে খালেদ রেগে আগুন হচ্ছিল।

যুবতী স্বামীকে এই বলে প্রবোধ দিল, দেখ! রাগ কর না। চিন্তিত হয়ো না। এদের আচরণে মন সঙ্কীর্ণ করার কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরাম ও মহিলা সাহাবিগণ যে কষ্ট, দুর্দশা আর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন,

সেই তুলনায় এটা খুবই সামান্য ও স্বাভাবিক। সে ও তার স্বামী ধৈর্য ধারণ করল। যথা সময়ে বিমান তার আপন গন্তব্যে পৌছে গেল।

রাশিয়া গমন ও জটিলতা

খালেদ বলেন, আমরা যখন বিমান থেকে নেমে বিমানবন্দরের বাইরে এলাম, আমি ভাবছিলাম আমরা শ্বশুড়ালয়ে গিয়ে উঠব। সেখানে থেকে পাসপোর্টের কার্যক্রম শেষ করে ফিরে যাব। কিন্তু আমার স্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। আমার চিন্তাধারার চেয়ে তার চিন্তাধারা ছিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

সে আমাকে বলল, আমার পরিবার গোড়াঁ খৃষ্টান। তাই আমি প্রথমে তাদের কাছে যেতে চাই না। আপাতত আমরা একটি হোটেলরুম ভাড়া করে উঠব। সেখানে থেকে আমার পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার আগে পরিবারের সাথে সাক্ষাত করে আসব।

আমি দেখলাম, তার সিদ্ধান্তই সঠিক। তাই একটি রুম ভাড়া করে আমরা তাতে রাতযাপন করলাম।

পরদিন আমরা পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। দায়িত্বরত অফিসারের কাছে গেলে সে আগের পাসপোর্ট ও চেহারার ফটো চাইল। আমার স্ত্রী সাদাকালো একটি ফটো বের করে দিল যাতে কেবল চেহারা দেখা যাচ্ছিল।

অফিসার বলল, এই ফটো গ্রহণযোগ্য নয়। রঙিন ফটো এবং চেহারা, চুল ও ঘাড় সম্পূর্ণ দেখা যায়; এমন ফটো লাগবে। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রদত্ত ফটো ছাড়া অন্য কোনো ফটো দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তারপর আমরা আরো কয়েকজন অফিসারের কাছে গেলাম। সকলেই একই জবাব দিল, এই ফটো চলবে না। সম্পূর্ণ খোলামেলা ফটো লাগবে।

আমার স্ত্রী আমায় বলল, আমি কিছুতেই এমন উন্মুক্ত ফটো তাদের দিব না। অফিসারদেরকে তা জানানো হলে তারা তার পাসপোর্ট নবায়ণপত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল।

এবার আমরা প্রধান ব্যবস্থাপক এক মহিলা অফিসারের শরণাপন্ন হলাম। সেও ঐ ফটো গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাল। আমার স্ত্রী পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগল, 'আপনি কি আমার আসল চেহারা দেখছেন না? সেটাকে আমার চেহারার সাথে ফটোর চেহারা মিলিয়ে নিন। তাহলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আসল বিষয় তো হচ্ছে, চেহারা মিলে কি না তা দেখা। চুল তো পরিবর্তনশীল। একেক সময় একেক রকম হতে পারে। ও দিয়ে আপনাদের কী প্রয়োজন? এই ফটো কি আমার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট নয়?' কিন্তু মহিলা অফিসারও আইন ও নিয়মের কথা বলে নিজের অপারগতা প্রকাশ করল।

এবার আমার স্ত্রী বলল, দেখুন! আমি কখনোই এই ফটো ছাড়া আর কোনো ফটো দিব না। সুতরাং সমাধান কী? তাই বলুন! অফিসার বলল, 'মস্কোয় অবস্থিত কেন্দ্রীয় দফতর ছাড়া এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারবে না।' তার বক্তব্য শুনে আমরা পাসপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খালেদ! আমাদের মস্কো যেতে হবে। আমি তাকে বললাম, 'তারা যেমন চাচ্ছে তেমন ফটো দিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আল্লাহ তো কাউকে তার সাধ্যাতীত দায় চাপিয়ে দেন না। কাজেই যদ্দুর পার, আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার ওপর চল। আর তুমি তো এখন নিরুপায়। আর এই ফটো তো নির্দিষ্ট কিছু মানুষই দেখতে পাবে। তাও কেবল প্রয়োজনের স্বার্থে। তারপর তোমার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা লুকিয়ে রাখলেই হবে। তুমি আমার কথা শোন! সমস্যা বাড়িয়ো না। মস্কো যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানেই কাজ সমাধা করে নাও।' কিন্তু আমার স্ত্রী তার সিদ্ধান্তে অটল। সে আমায় বলল, 'না। খোলামেলা ফটো আমি কিছুতেই ওদের হাতে দিতে পারি না। আল্লাহর দীন সম্পর্কে জানার পর আমি কিছুতেই এমন করতে পারি না।'

মস্কোর পথে

স্ত্রীর দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত আমরা মস্কোর পথে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে থাকার জন্য প্রথমে একটি রুম ভাড়া করলাম। পরদিন পাসপোর্ট সদর দফতরে গেলাম। একে একে কয়েকজন অফিসারের সাথে সাক্ষাত করলাম। পরিশেষে বাধ্য হয়ে মহাপরিচালকের শরণাপন্ন হলাম। সে ছিল এ যাবত শরণাপন্ন হতে হওয়া অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে বাজে ও রূঢ় স্বভাবের। সে পাসপোর্ট হাতে নিয়ে ফটো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে আমার স্ত্রীর দিকে মাথা উঠিয়ে বলল, কে শনাক্ত করবে যে তুমিই এই ফটোর মহিলা?

সে চাচ্ছিল আমার স্ত্রী চোহারা থেকে হিজাব সরিয়ে নিক, কিন্তু আমার স্ত্রী দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল, আপনি আপনার কোনো মহিলা অফিসার বা মহিলা সেক্রেটারিকে ডাকুন। তার সামনে আমি চেহারা অনাবৃত করব। সে ফটোর সাথে আমাকে মিলিয়ে দেখুক। অন্যথায় আপনার সামনে আমি কিছুতেই আমার চেহারা অনাবৃত করব না।

অফিসার এবার রেগে গেল। সে পুরাতন ও নতুন পাসপোর্ট-ভিসার কাগজপত্র ও ছবি স্বতন্ত্র একটি ফাইলে রেখে দিয়ে বলল, তুমি তোমার খোলামেলা ফটো আনবে, তারপর আমি নিজে সেই ফটোর সাথে তোমাকে মিলিয়ে দেখব, তারপর তোমার কাগজপত্র ফেরত পাবে। তার আগে তোমার পুরাতন-নতুন কোনো পাসপোর্টই দেয়া হবে না।

আমার স্ত্রী তার সাথে কথা বলতে লাগল। তাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে লাগল। তারা রুশ ভাষায় কথা বলছিল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। তাদের কথা বুঝার সাধ্য আমার ছিল না। আমার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সেখানে আমার কিছুই করার ছিল না। তবে অনুভব করছিলাম; অফিসার বারবার তাকে একই কথা বলছিল তাদের চাহিদা মাফিক ফটোই দিতে হবে। আর বেচারী তাকে বুঝানোর নিষ্ফল চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত কোনো ফায়েদা হল না। আমার স্ত্রী এবার নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার অসহায়ত্ব দেখে আমি তার পাশে এসে

দাঁড়ালাম। তাকে বুঝালাম, দেখ প্রিয়তমা! কেন অযথা কষ্ট স্বীকার করছ? আল্লাহ তাআলা তো তোমাকে এজন্য বাধ্য করেননি। তিনি কাউকে সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। আমরা এখন নিরুপায়। এভাবে কত দিন অফিসে অফিসে দৌড়াব?

সে আমায় কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাল যার অর্থ হচ্ছে, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনিই তার পথ বের করে দিবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ভাবতেও পারবে না।'

এক পর্যায়ে তার সাথে আমার কথা উত্তপ্ত পর্যায়ে পৌছল। এতে মহাপরিচালক আমাদের ওপর ক্ষীপ্ত হয়ে আমাদেরকে অফিস থেকে বের করে দিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাইরে চলে এলাম। আমার স্ত্রীর দিকে একবার রাগ হচ্ছিল আরেকবার করুণা হচ্ছিল। ভাবলাম আগে রুমে ফিরে যাই। তারপর পর্যালোচনা করে দেখব, কী করা যায়। ঘরে ফিরে আমি তাকে বুঝাই, সে আমাকে বুঝায়। এভাবে রাত নেমে এল। এশার নামায আদায় করলাম। আমার মাথায় তখন মসীবত ঘুরপাক খাচ্ছে। সামান্য খাবার খেয়ে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

বিপদে মাওলার দুয়ারে

আমার অবস্থা দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খালেদ! তুমি ঘুমাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তাইতো। তুমি ঘুমাবে না? তুমিও তো ক্লান্ত! এস! ঘুমিয়ে নিই। সে বলল, 'সুবহানাল্লাহ! এই কঠিন পরিস্থিতিতে তুমি ঘুমাবে? এ অবস্থায় তোমার কী করে ঘুম আসবে!? আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি, তাতে এ সময় আমাদের আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। এ অবস্থায় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা প্রয়োজন।'

আমি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সে নামায পড়া অব্যাহত রাখল। যতবার সজাগ হলাম, তাকে হয়ত রুকুতে বা

সিজদায়, দাঁড়িয়ে বা দুআরত পেলাম। এভাবে ফজরের সময় হয়ে গেল। সে আমাকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে তুলল। বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠ। নামাযের সময় যায় যায়। একসাথে নামায পড়ব।' আমি আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। অযু করে দু'জনে জামাতে নামায পড়লাম। এরপর আল্লাহর বান্দী সামান্য সময়ের জন্য একটু ঘুমাল। সূর্যোদয়ের পরপরই আবার সে জেগে গেল। আমাকে জাগিয়ে বলল, 'জলদি চল। পাসপোর্ট অফিসে যাব।' আমি বললাম, 'পাসপোর্ট অফিসে যাব! কী হিসেবে? ফটো কোথায়? আমাদের সাথে তো কোনো ফটো নেই।' সে বলল, 'চল না যাই! চেষ্টা করে দেখি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হব কেন?'

তারপর আমরা আবার সেই অফিসে গেলাম। আল্লাহর কসম! বিশাল পাসপোর্ট অফিসের প্রথম দফতরে পা রাখতেই তারা আমার স্ত্রীকে পর্দায় থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক অবয়ব দেখেই চিনে ফেলল। একজন অফিসার তাকে দূর থেকে দেখে ডাকতে লাগল, এই যে! আপনি কি অমুক? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। আমিই। অফিসার বলল, এই নিন আপনার পাসপোর্ট। নিয়ে দেখা গেল পাসপোর্টের সব কাজ শেষ। পর্দানশীন ফটোতেই সম্পন্ন হয়েছে। পাসপোর্ট পেয়ে আমার স্ত্রী বেশ খুশি হল। আমাকে বলল, আমি কি তোমাকে বলিনি وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে বেরুবার পথ করে দেন। (সূরা তালাক ঃ ২)

আমরা বেরুতে যাব এমন সময় অফিসার আমাদের বললেন, আপনাদের আবার আগের শহরে ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে পাসপোর্টের সিল-স্বাক্ষরসহ অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মনে মনে বললাম, যাক, একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এই সুযোগে রাশিয়া ছাড়ার আগে স্ত্রীর পরিবারের সাথে একবার সাক্ষাত করে আসা যাবে। শহরে পৌঁছে আমরা আবার হোটেলে রুম ভাড়া করলাম। সেখানে থেকে পাসপোর্টের বাকী কাজ সেরে নিলাম।

মসীবতের সূচনা

তারপর আমরা তার পরিবারের সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছায় আগের শহরে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়েও প্রথমে হোটেলে উঠলাম। তারপর সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে তাদের বাড়িতে গেলাম। দরজায় কড়া নাড়লাম। পুরাতন জীর্ণশীর্ণ বাড়ি। বাহ্য দর্শনে অধিবাসীদের দারিদ্রতার আভাস ছিল সুস্পষ্ট। স্ত্রীর বড়ভাই আমাদের দরজা খুলে দিল। সে ছিল পেশীবহুল এক সুঠাম দেহের যুবক। বহু দিন পর ভাইকে দেখতে পেয়ে আমার স্ত্রী বেচারী খুব খুশি হল। চেহারার হিজাব উঠিয়ে সরলমনে তার সাথে আলাপ জুড়ল। অপরদিকে বোন নিরাপদে ফিরে এসেছে; সে হিসেবে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বোনের সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা দেখে প্রথমেই ভাইয়ের চেহারার রঙ পাল্টে গেল।

আমার স্ত্রী হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল এবং ভাইবোনদের জড়িয়ে ধরল। আমিও তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলাম। তারা ভিতরে গেলে আমি ড্রয়িং রুমে একা বসে রইলাম।

আমার স্ত্রী ভিতরে পরিবারের সাথে রুশ ভাষায় কথা বলছিল। আমি ড্রয়িং রুমে বসে তাদের কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। কথা বুঝছিলাম না। তবে অনুভব করছিলাম, তাদের আওয়াজ ক্রমেই মাত্রা ছাড়াচ্ছে। গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভিতর থেকে চিৎকার হৈচৈ শোনা যাচ্ছিল। মনে হল, সবাই আমার স্ত্রীর বিপক্ষে চলে গেছে। আর সে সকলকে নিবৃত করার চেষ্টা করছে। তাদের মতিগতি আমার কাছে সুবিধাজনক মনে হল না। বিপদের আশঙ্কা করলাম, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। প্রধান সমস্যা ছিল, তাদের কোনো কথাই আমার বোধগম্য ছিল না। কারণ তারা রুশ ভাষায় কথা বলছিল। শোরগোল ক্রমেই আমার রুমের নিকটবর্তী হতে লাগল।

হঠাৎ তিন যুবকসহ এক বৃদ্ধ আমি যে রুমে ছিলাম সেখানে প্রবেশ করল। প্রথমে মনে হল, মেয়ের জামাইকে স্বাগত জানাতে এসেছে। কিন্তু

পরক্ষণেই তারা আমার উপর বন্যপশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। একের পর এক এলোপাথাড়ি কিল, ঘুষি, লাথি আমার উপর পড়তে লাগল।

আমি সাধ্যমত প্রতিরোধ করছিলাম। চিৎকার ও সাহায্যের আবেদন করছিলাম। বৃথা চেষ্টা। আশপাশে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। আমি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। দেহ নিথর হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, সেই ঘরেই আমার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে। কিল-ঘুষি ক্রমাগত বাড়ছিল। আমি আশপাশে নজর দিলাম। প্রবেশদার কোনদিকে তা মনে করার চেষ্টা করলাম। পালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তেই সেদিকে ছুটলাম। কোনো মতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। ওদিকে ওরাও আমার পিছু ধাওয়া করল। তারপর মানুষের ভীড়ে আমি ঢুকে পড়তেই তারা আমায় হারিয়ে ফেলল।

আমি হোটেলে আমার রুমে ফিরে গেলাম। সেটা ওদের বাড়ির অদূরেই ছিল। চেহারা ও মুখের জমাট বাঁধা রক্তগুলো পরিষ্কার করলাম। আয়নায় তাকালাম। কপাল, গাল, নাক সর্বত্র জখমের আলামত। সারা শরীর জুড়ে কিল, ঘুষি আর আঘাতের চিহ্ন। কিছু আঘাত থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। কাপড়ের বিভিন্ন জায়গা ছিড়ে গেছে। তারপরও আল্লাহ তাআলা যে ঐসব বন্যপশুদের থেকে রক্ষা করেছেন, সেই শোকরিয়া।

পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, আমি তো বেঁচে গেছি, কিন্তু আমার স্ত্রীর কী অবস্থা! তার মায়াবী চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠল। সে কী এমন সব কিল, ঘুষি ও আঘাত সহ্য করতে পারবে! আমি না হয় পুরুষ! সহ্য করতে পেরেছি। সে মহিলা হয়ে কিভাবে তা সহ্য করবে! আমি আশঙ্কা করলাম, সে তো এই আঘাতে নিশ্চিত ভেঙ্গে পড়বে।

শয়তান আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দূরত্বকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। সে আমার মনে কুমন্ত্রণা দিল, আরে! দেখবে সে আবার ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেছে। সে তার শহরে একাকী থেকে যাবে। তুমি অযথাই তাকে নিয়ে ভেবে পেরেশান হচ্ছ। মনে মনে ভাবলাম, আমি কী করব? এমন অচেনা দেশে কোথায় যাব? কিভাবে কী করব? কার কাছে সাহায্য চাইব?

এ দেশে মানুষের প্রাণ অনেক সস্তা। মাত্র দশ ডলারে একজন মানুষকে যখন তখন হত্যা করার জন্য লোক ভাড়া পাওয়া যায়! তারা যদি আমার স্ত্রীকে চাপ দেয় আর সে আমার ঠিকানা বলে দেয় তখন কী করব? কে জানে হয়ত রাতের অন্ধকারে আমাকে হত্যা করার জন্য হোটেল রুমে আততায়ী এসে কড়া নাড়ছে।

মনের মাঝে অজানা শঙ্কা ভর করল। রুমের দরজা ভালকরে বন্ধ করলাম। রাতে রুমেই অবস্থান করলাম। বাইরে কোথাও বের হলাম না। সারা রাত ভয়ে ভয়ে কাটালাম।

সকাল হলে কাপড় পাল্টিয়ে ফ্রেশ হয়ে স্ত্রীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হলাম। দূর থেকে তাদের বাড়ির দিকে নজর রাখতে লাগলাম। আগন্তুকদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছিলাম। সেখানে কী ঘটে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কোনো আভাস পাওয়ার আশায় আশপাশে ঘুরাফেরা করতে লাগলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কোনো কিছু আঁচ করতে পারছিলাম না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে তিনজন যুবক ও একজন বৃদ্ধ বের হল, যারা আমায় মেরেছিল তারাই। হাবভাব দেখে অনুমান করলাম, কোনো কাজের জন্য তারা বের হয়েছে। তারা বের হয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গেল। আমি আশা হারালাম না। অপেক্ষা করতে থাকলাম। দেখি, কোথাও জানালা বা ফাঁক-ফোকর দিয়ে আমার স্ত্রীর চেহারা এক নজর দেখা যায় কিনা। সে বেঁচে আছে কি না; প্রথমে তা অন্তত নিশ্চিত হই, কিন্তু বৃথা শ্রম। কয়েক ঘণ্টা সেখানে ঘুরলাম। কোনো কূল-কিনারা করতে পারলাম না। ততক্ষণে বাড়ির সদস্যরা কাজ শেষে বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তারা তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। আমি ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ মনোরথে হোটেলরুমে ফিরে গেলাম।

তারপর আরও দু'তিন দিন একই কায়দায় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখলাম। এ সময় একবারের জন্যও তার চেহারা দেখার নসীব হল না। আমি তার জীবিত থাকার ব্যাপারে ক্রমে নিরাশ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মনে শঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করল, হয়ত শাস্তির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে

মারা গেছে বা তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। আবার ভাবলাম, মারা গেলে বাড়িতে তার প্রভাব পড়ত বা অন্তত কিছু একটা নড়াচড়া চোখে পড়ত। আত্মীয়-স্বজনরা আসত বা দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে হত! কিন্তু এমন অস্বাভাবিক কোনো কিছুই তো দেখলাম না। এ সব ভেবে মনকে প্রবোধ দিলাম, না, সে জীবিতই আছে। নিশ্চয়ই অচিরেই আমি তার দেখা পাব।

আবার মোলাকাত

চতুর্থ দিন। ভেতরে বেশ অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। সেদিন আর নীরব বসে থাকতে পারছিলাম না। আজ কিছু একটা করতেই হবে, এমন মনোভাব নিয়ে তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে প্রতিদিনের মতো দূর থেকে নজর রাখতে শুরু করলাম। প্রতিদিনের সময়সূচী মোতাবেক যুবকরা বৃদ্ধের সাথে কাজে বেরিয়ে গেলে আমি স্ত্রীকে দেখার প্রত্যাশায় তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দরজা সামান্য খুলে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে আমার স্ত্রীকে দেখতে পেলাম। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। চড়-থাপ্পড় ও লাথির আঘাতে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত জমাট বেঁধেছে। বিভিন্ন জায়গা নীল হয়ে ফুলে গেছে। কাপড় রক্তে রঞ্জিত। তার ভয়ানক অবস্থা দর্শনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে আরেকটু ভালভাবে লক্ষ্য করলাম। চেহারা জুড়ে অনেকগুলো আঘাত। জখমগুলো থেকে রক্ত ঝরছে। হাত-পা দেখে মনে হচ্ছে, যেন সেগুলোকে পরিকল্পিতভাবে কোপানো হয়েছে। পোষাকের সামান্যই অবশিষ্ট আছে, যা দ্বারা সে কোনো মতে সতর ঢাকার চেষ্টা করছে। পা শিকল বাঁধা। দু'হাত পিঠমোড়া করে আলাদা শিকলে বাঁধা। তার নিদারুণ অবস্থা দর্শনে আমার ভীষণ কান্না পেল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কেঁদে ফেললাম।

ঈমানের দৃঢ়তা ও পরামর্শ

সে তার চোখের পানি সম্বরণ করল। ব্যথ্যার তীব্রতায় ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে আমায় বলল, 'খালেদ! শোন! তুমি আমার জন্য দুশ্চিন্তা কর না।

আমি আমার রবের সাথে অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধই আছি। আল্লাহর কসম! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আমি যে যাতনা সহ্য করছি তা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এমনকি নবী-রাসূলগণ যে যাতনা সহ্য করেছেন, তার সাথে এক বিন্দুও তুলনা হতে পারে না। আমি আশা করি, তুমি আমার ও আমার পরিবারের মাঝে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এখন তুমি দ্রুত এখান থেকে চলে যাও। হোটেলরুমে আমার অপেক্ষা করতে থাকে। আমি এখন বাঁধা অবস্থায় আছি। ইনশাআল্লাহ! আমি সুযোগ পেলেই তোমার কাছে চলে আসব। তুমি ফিরে গিয়ে বেশি বেশি দুআ, তাহাজ্জুদ ও নফল নামায পড়তে থাক। আমি আসব ইনশাআল্লাহ। আমি সত্বরই চলে আসব।'

আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম। তার জন্য ভীষণ কষ্ট ও বেদনা অনুভব করলাম। সারা দিন তার প্রতীক্ষায় রুমেই কাটালাম। সে আসবে বলে পথ চেয়ে রইলাম।

সাক্ষাতের তৃতীয় দিন সময় যেন কাটছিলই না। গভীর রাতে হঠাৎ দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এত রাতে কে দরজায়? ভয় ও আতঙ্ক আমায় ঘিরে ধরল। এত রাতে কে হতে পারে! তবে কী তারা আমার ঠিকানা জেনে ফেলেছে! আমার স্ত্রী কী তবে স্বীকার করে ফেলেছে! তার বাপ-ভাইদের আমার ঠিকানা বলে দিয়েছে! সে হিসেবেই কী কেউ হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে! মৃত্যুর ভয় আমায় পেয়ে বসল। মৃত্যু ও আমার মাঝে যেন তখন কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান। মনে মনে বারবার মনে উদয় হতে লাগল, কে দরজায়? কে?

পর মুহূর্তে ওপাশ থেকে আমার স্ত্রীর মৃদু কণ্ঠ ভেসে এল। সেই পরিচিত গলা। মোলায়েম স্বর। শান্তভাবে বলল, 'দরজা খোল। আমি অমুক।' রুমের আলো জ্বালিয়ে দরজা খুললাম। সে রুমে প্রবেশ করল। সারা দেহে জখম আর জখম। নিদারুণ মুমূর্ষ দশা। এ অবস্থাতেই সে আমাকে বলল, দ্রুত কর। আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি বললাম, এখনই? তোমার এই অবস্থায়? সে বলল, হ্যাঁ, তাই। জলদি কর।

আমি আমার জামা-কাপড় গোছাতে লাগলাম। সে তার ব্যাগ থেকে জামা-কাপড় বের করে পরিধেয় ছেঁড়াফাড়া পোযাক পাল্টে হিজাব পড়ল। এরপর বাকী জিনিসপত্র নিয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী ভগ্নদেহ, ক্ষুধার্ত ও আহত শরীরে ট্যাক্সিতে আমার পাশে চড়ে বসল।

ট্যাক্সিতে উঠেই চালককে রুশ ভাষায় বললাম, বিমানবন্দরের দিকে চল। আমি ততদিনে কিছু রুশ শব্দ শিখে নিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী বলল, না। বিমানবন্দর যাওয়া যাবে না। আমরা আপাতত অমুক গ্রামে যাব। আমি বিস্ময় নিয়ে বললাম, কেন? আমরা তো পালাতে চাচ্ছি! সে বলল, সে জন্যই তো ওদিকে যাওয়া যাবে না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন আমার পরিবার আমার পালিয়ে যাওয়া টের পেয়ে যাবে, তখন প্রথমেই তারা বিমানবন্দরে অনুসন্ধান করবে। তাই প্রথমে আমরা অমুক গ্রামে যাব।

কথামত আমরা সেই গ্রামে গিয়ে ট্যাক্সি পাল্টিয়ে আরেক ট্যাক্সিতে আরেক গ্রামের উদ্দেশ্যে ভাড়া করলাম। এভাবে কয়েক ট্যাক্সি ও কয়েক গ্রাম পর এমন একটি শহরে পৌঁছলাম যেখানে আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। বিমানবন্দর পৌঁছে প্লেনের টিকেট বুকিং দিলাম। প্লেন ছাড়তে বেশ বিলম্ব হবে, তাই হোটেলে রুম ভাড়া করলাম। রুমে ঢুকে স্থির হয়ে এই কয়েকদিনের মধ্যে প্রথম কিছুটা নিরাপদ বোধ করলাম। স্ত্রীও তার হিজাব খুলল। আমি তার দেহের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আহারে! দেহের কোনো অংশই অক্ষত নেই। সারা দেহে ছোপ ছোপ রক্ত। থেতলে যাওয়া গোশত, জমাট রক্ত, কাটা চুল, নীল ঠোঁট, হাড়গোড় ভেঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য!

পৈশাচিক নির্যাতনেও অবিচলতা

আমি লজ্জা ও সঙ্কোচ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি পালিয়ে আসার পর কী হয়েছিল? সে বলল, আমি আমার পরিবারের সাথে বাড়ির ভিতরে

প্রবেশের পর তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই পোষাক কিসের? আমি বললাম, এটা ইসলামের পোষাক। তারা জিজ্ঞেস করল, তোর সাথে যে লোকটি এসেছে সে কে? বললাম, ও আমার স্বামী। আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করেছি। তারা বলল, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

আমি বললাম, আগে আমার কথা শোন! তারপর আমি আমার কাহিনী শোনালাম। সেই রুশ ব্যবসায়ী যে আমাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামাতে চেয়েছিল সেই কথা, কিভাবে সেখান থেকে পলায়ন করলাম, তারপর কিভাবে তোমার সাথে সাক্ষাত হল; সব খুলে বললাম।

তারা আমায় বলল, মুসলিম হওয়ার পরিবর্তে বেশ্যাবৃত্তি করলেও আমরা তোর প্রতি খুশি হতাম। বলল, 'এ বাড়ি থেকে তুই জীবিত এক পাও বের করতে পারবি না। হয়ত তুই খৃষ্টান হয়ে বাঁচবি, নয়ত তোর লাশ বের হবে।' তখনই তারা আমায় বেঁধে রেখে তোমার কাছে যায়। তোমাকে মারতে আরম্ভ করে। আমি তোমার চিৎকার শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, তোমাকে তারা মারছে। কিন্তু চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমি কী করতে পারতাম! আমি ছিলাম বাঁধা! তুমি পালিয়ে যাওয়ার পর ভাইয়েরা আমার কাছে এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করল। তারপর বাজার থেকে শিকল কিনে এনে আমাকে ভাল করে বাঁধল। শুরু হল মার ও চাবুকের আঘাত। সে কী যন্ত্রণাদায়ক আর ভয়ানক মারের সম্মুখীন হলাম, তা বলে বুঝানো যাবে না!

প্রতিদিন আসরের পর থেকে ঘুমের আগ পর্যন্ত চলত এই নির্যাতন। সকাল বেলা আমার বাবা ও ভাইয়েরা কাজে চলে যেত। মা বাড়িতেই থাকত। আমার কাছে থাকত কেবল আমার ছোট বোন। তার বয়স পনের। সে এসে আমার সাথে নিষ্ঠুর উপহাস করত। ঐ সময়টাই ছিল আমার একমাত্র বিশ্রামের সময়। চিন্তা করতে পার, বিকাল থেকে ঘুম পর্যন্ত একটানা নির্যাতন! কী ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম! বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়া পর্যন্ত তারা আমাকে মারতেই থাকত। তাদের একটাই দাবী, আমি ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যাই। আমি

তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি এবং ধৈর্য ধারণ করি। একদিন আমার ছোট বোন আমাকে জিজ্ঞেস করল, কেন তুমি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করলে যা তোমার বাবা-মা, পূর্বপুরুষ সবাই পালন করছে? কেন তাদের ধর্ম ছাড়লে?

আমি বোনকে বুঝাতে লাগলাম। তার কাছে ধর্মের মূলকথা, তাওহীদের বিশ্বাসের স্বরূপ ও মর্ম তুলে ধরলাম। ধীরে ধীরে আমি তাকে বুঝাতে সক্ষম হলাম। তার কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরলাম। ইসলাম সম্পর্কে জানার পর সে আমাকে বলল, 'তুমি সঠিক পথেই আছ। এটাই সঠিক ধর্ম। আমারও এই ধর্ম পালন করা উচিত। আমি তোমাকে সহযোগিতা করতে চাই।'

আমি বললাম, তাহলে তুমি আমাকে আমার স্বামীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। তারপর আমার বোন বাড়ির উপর থেকে নজর রাখতে শুরু করল। তোমাকে বাড়ির আশপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখল। আমাকে এসে জানাল, এমন এমন গড়নের একজন ব্যক্তিকে দেখেছি।

আমি বললাম, 'ওই আমার স্বামী। তাকে আবার দেখতে পেলে দরজা খুলে দিয়ো। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।' তারপর সে তোমাকে দেখতে পেয়ে সেদিন দরজা খুলে দেয়। ফলে আমি তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ পাই। কিন্তু বের হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তখনো আমার পায়ে দুই শিকল। মূল শিকলের চাবি ভাইয়ার কাছে। আরেকটি শিকল বাড়ির পিলারের সাথে বাঁধা। যাতে পালাতে না পারি সেজন্য এই ব্যবস্থা। সেটার চাবি ছিল ছোট বোনের কাছে। যেন ভাইয়া না থাকাবস্থায় সে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যেতে পারে। তোমার সাথে কথার সময়ও আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলাম। এর মাঝে আমি আমার বোনকে ইসলাম সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ জানাতে লাগলাম। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর ইসলামের প্রতি তার মনে অনুরাগ জন্মাল। ফলে সেও ইসলাম গ্রহণ করল। ইসলাম গ্রহণ করে সে আমার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সে স্থির করল, যেভাবেই হোক, আমাকে সে পালানোর পথ করে দিবে। কিন্তু মূল চাবি তো

ভাইয়ার কাছে। সে সব সময় সচেতন। কারো কাছে সেই চাবি দিত না। তাই কিভাবে কী করবে সে ভেবে উপায়ন্তর করতে পারছিল না।

ঐদিন আমি আমার বোনকে পরামর্শ দিলাম ভাইদের জন্য কড়া মদ তৈরি করতে। কথামত সে তাই করল। সেই মদপান করে তারা একেবারে মাতাল হয়ে পড়ল; সেই সুযোগে ছোট বোনটি ভাইয়ার পকেট থেকে চাবি নিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিল। রাতেই আমি তোমার কাছে চলে এলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তোমার বোনের ভাগ্যে কী ঘটল? সে বলল, চিন্তা কর না। তাকে ইসলাম গ্রহণ সাময়িক গোপন রাখতে অনুরোধ করেছি; যাবত না আমরা তার একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

সে রাতে ঘুমিয়ে আমরা পরদিন স্বদেশে ফিরে এলাম। দেশে পৌঁছেই প্রথমে আমি আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানে কিছুদিন থেকে আঘাত ও ক্ষতের ট্রিটমেন্ট নিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। এখন আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের একটাই দুআ, 'হে আল্লাহ! তার বোনকে তুমি তোমার দীনের ওপর অটল রেখ।'

আমার সম্মানিতা বোনেরা! আপনাদের মাঝে সস্তা আবেগের ঝড় তুলার জন্য, চোখের অশ্রু প্রবাহিত করানোর জন্য কিংবা আপনাদের অনুভূতিকে প্রভাবিত করার জন্য আমি এ ঘটনা বর্ণনা করিনি, বরং এ ঘটনা এজন্যই বললাম, যাতে আপনারা জানতে পারেন, এই দীনের জন্য এখনো এমন বীরাঙ্গনারা তৈরি হচ্ছেন যারা এই দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখবেন। দীনের জন্য হাসিমুখে যে কোনো ত্যাগ তারা স্বীকার করবেন। তাদের ধর থেকে শির উপড়ে ফেলা হবে, দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হবে, তাদের লাশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হবে, তবু প্রাণ থাকতে তারা দীনের মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দিবেন না।

অতীতের কাফের যদি আবু জাহেল, উমাইয়া হয়ে আসে বেলাল আর সুমাইয়াকে নির্যাতনের জন্য, তাহলে শুনে রাখুন! আজকের কাফেররাও

তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। এই দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, নীলনকশা বাস্তবায়ন ও যুদ্ধের জন্য তারা তাদের সর্বস্ব ব্যয় করছে। কাজেই তাদের শিকারে পরিণত হওয়া থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করুন! ইসলাম আপনাকে যে সম্মান দিয়েছে, আপনার সেই সম্মান সম্পর্কে সচেতন হোন। যুগে যুগে দীনের জন্য, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নারীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস শুনুন!

নির্জন হারামে প্রথম বসবাসকারী একজন নারী

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আ. তৎকালিন সিরিয়ার ফিলিস্তিন থেকে পবিত্র মক্কা নগরীতে আসেন। তাঁর সাথে স্ত্রী হাজেরা ও সন্তান ইসমাইল। ইসমাইল তখন ছোট্ট কোলের শিশু, মায়ের দুধ পান করে। আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম আ. তাদেরকে বর্তমান বাইতুল্লাহর এলাকায় রেখে আসেন। তখন সেখানে কেউ বসবাস করত না। সেখানে পানিরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এমন বিজন মরুভূমি এলাকায় তিনি তাদের নিঃসঙ্গ রেখে আসেন। একটি খেজুর ভর্তি থলে ও মশক দিয়ে আসেন যাতে পান করার মতো একটু পানি ছিল।

এসব দিয়ে তিনি আবার সিরিয়ার পথে পা বাড়ালেন। হাজেরা চারদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। খা খা মরুভূমি। আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। চারদিকে উঁচু পর্বতমালা। কালো পাথরের পাহাড়। মানুষ বা প্রাণীর কোনো আলামত দেখা যায় না। সুনসান নীরবতা। অথচ তিনি মিসরের কোলাহলমুখর প্রাসাদে বেড়ে উঠেছেন। তারপর সিরিয়ায় চমৎকার পরিবেশ ও উন্নত জীবনযাত্রায় দিন কাটিয়েছেন। মক্কার ভয়াল নীরবতায় তিনি আতঙ্ক বোধ করলেন। ইবরাহীম চলে যেতে থাকলে হাজেরাও স্বামীর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলেন। পেছন থেকে ডাক দিলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যান? আমাদেরকে এমন জনশূন্য উপত্যকায় রেখে কোথায় চলেছেন আপনি?

ইবরাহীম চলার গতি রোধ করলেন না। একটি বারের জন্যে পেছন ফিরেও তাকালেন না। হাজেরা আবারও তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদেরকে রেখে আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম আ. এবারও নীরব। কিছুই বললেন না। সামনে চলতে লাগলেন। হাজেরা তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি জবাব দিলেন না। হাজেরা যখন দেখলেন যে, ইবরাহীম তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না, তাঁর কথার কোনো জবাবও দিচ্ছেন না তখন প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ তাআলাই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন? এবার ইবরাহীম জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, 'তাহলে আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আমি আমার রবের ফয়সালায় সন্তুষ্ট। কারণ আমি জানি, আমার রব আমাদের ধ্বংস করবেন না।'

এ কথা বলে হাজেরা ফিরে এলেন আর বৃদ্ধ পিতা ইবরাহীম তার কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে একাকী রেখে বিদায়ের পথ ধরলেন। যখন তিনি অনেকখানি পথ এসে পাহাড়ের গিড়িপথে প্রবেশ করলেন, যেখান থেকে স্ত্রী-সন্তানকে আর দেখা যাচ্ছিল না, তখন বাইতুল্লাহমুখী হয়ে দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলেন-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন শ্বাশত বাণী দ্বারা এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

এরপর হযরত ইবরাহীম আ. সিরিয়ায় ফিরে এলেন আর হাজেরা তাঁর সন্তানের কাছে রয়ে গেলেন। সন্তানকে বুকের দুধ আর ইবরাহীমের রেখে যাওয়া পাত্র থেকে নিজে পানি পান করাতে লাগলেন। এক সময়

পাত্রের পানি ফুরিয়ে গেল। তিনি ও শিশু ইসমাইল তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। ইসমাইল পিপাসায় ছটফট করতে শুরু করলেন। জিহবা উল্টাচ্ছিলেন, ঠোঁট ভিজাচ্ছিলেন। হাত-পা দিয়ে যমীনে আঘাত করছিলেন। মা সন্তানের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে আছেন। সন্তানের বুকফাটা আর্তনাদ শুনছেন।

মা এদিক ওদিক তাকালেন। কোথাও কোনো সাহায্যকারী বা ত্রাতা আছে কি না। যতদূর চোখ যায়, কোথাও কোনো প্রাণীর আলামত দেখা যায় না। সন্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা যেন নিজ চোখে দেখতে না হয়, সে জন্য তিনি সন্তানকে কোল থেকে মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন! ক্রমেই তিনি দিশেহারা অনুভব করলেন। লক্ষ্য করলেন, সাফা পাহাড়ই তার বেশি কাছে। দুর্বল দেহে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। কোথাও কোনো গ্রাম বা কাফেলা চোখে পড়ে কি না দেখার জন্যে। সেখানে উঠার পর উপত্যকা তাঁকে স্বাগত জানাল। ওখানে কাউকে দেখা যায় কি না! না। সেখানেও কেউ নজরে পড়ল না। তারপর সাফা থেকে নেমে যখন 'বতনে ওয়াদী'তে পৌছলেন ততক্ষণে তার এক পা ফুলে গেল। তবু তিনি মেহনতী মানুষের মতো দৌড়াতে লাগলেন। 'বাতনে ওয়াদী' পেরিয়ে তিনি মারওয়া পাাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সেদিকে কাউকে দেখা যায় কি না! এভাবে সাতবার সাফা-মারওয়া পাহাড়ে তিনি দৌড়ালেন।

সপ্তমবার যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলেন। বলা হল, থেমে যাও। হাজেরা ওই আওয়াজের উৎস ও কী বলা হচ্ছে তা বুঝার চেষ্টা করলেন। তিনি ওই গায়েবী আওয়াজের প্রতি কান পাতলেন। ওদিকে নিচে সন্তানকে একা ফেলে এসেছেন। সন্তানের শঙ্কায় ভীষণ শঙ্কিত হলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, যদি কেউ সাহায্যকারী থাক, তাহলে আমায় সাহায্য কর। কিন্তু কোনো জবাব শোনা গেল না। হঠাৎ তিনি স্বীয় সন্তানের পায়ের কাছে যমযমের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। ফেরেশতা ইসমাইলের গোড়ালি বা স্বীয় পাখা দিয়ে আঘাত করলে সেখানে পানি বইতে শুরু করল। হাজেরা

দ্রুত পানির কাছে নেমে এলেন। পানি আটকানোর জন্য দুই হাতে পার বাঁধতে লাগলেন। হাতের অঞ্জলী ভরে পাত্রে পানি ভরতে লাগলেন। হাত ভরে পানি উপচে পড়তে লাগল।

সেই ফেরেশতা ছিলেন, হযরত জিবরাইল আ.। জিবরাইল হযরত হাজেরার ব্যতিব্যস্ততা লক্ষ্য করে বললেন; 'ভয় কর না। এখানে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ নির্মিত হবে। এই ছেলে এবং তাঁর বাবাই তা নির্মাণ করবে।'

মা হাজেরার এই ধৈর্যের আল্লাহর কাছে কী বিপুল বিনিময় হবে তা কি ভাবা যায়! বিজন মরুভূমিতে একাকী কোলের সন্তান নিয়ে কী বিস্ময়কর উপাখ্যানের জন্ম দিয়েছিলেন! কত মসীবত তিনি বরদাশত করেছিলেন!

এই হচ্ছে সেই মহিয়সী হাজেরার কাহিনী, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। তাঁর সন্তানকে নবী বানিয়েছেন। তাঁকে সকল অলীদের জন্য আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন। এই ছিল তাঁর গল্প আর তাঁর শুভ পরিণাম।

হযরত হাজেরা ছিলেন বিরল ইতিহাসের জননী, আল্লাহর ভয়ে ভীত। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করেছেন, তবু আল্লাহর প্রতি সদা সন্তুষ্ট থেকেছেন। আল্লাহর পথে মোজাহাদার বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলাও স্বীয় বান্দীর কর্মের প্রতিদান দিয়েছেন। তাঁকে সুসংবাদ ও সুখে ভরে দিয়েছেন। মা হাজেরার মতো যুগে যুগে যারা এমন অনুপম ইতিহাস জন্ম দেন তারা কতই না ভাগ্যবান! তারাই প্রকৃত ভাগ্যবতী। এই ভাগ্যবতীদের ধারা ইতিহাসের চলমান বিষয়। তারা কারা? জানতে চান তাদের পরিচয়? শুনতে চান তাদের উপ্যাখ্যান?

ভাগ্যবতী কারা? জান্নাত কার জন্য?

অনেকের মাঝে অনন্য, অন্ধকারে আলোর জ্যোতি, অগণিত বদকারের মাঝে তারা অতি নগণ্য সংখ্যক নেককার পরহেযগার মহিলা। আল্লাহর

সাথে কৃত অঙ্গিকারকে যারা সত্য প্রমাণিত করেছেন। জ্বলন্ত অঙ্গারকে যারা মুষ্ঠিবদ্ধ করেছেন। তপ্ত পাথরের উপর হেঁটেছেন। বালুর উপর রাত কাটিয়েছেন।

দুনিয়ার ফেতনা-ফাসাদ তাদের ছুঁতে পারেনি। তাদের যবান সত্যবাদী। লজ্জাস্থান পবিত্র। দৃষ্টি অবনমিত। তাদের কথা হয় পবিত্র। আড্ডা হয় ভদ্রজনিত। হাশরের ময়দানে তারা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, হাত-পা তাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে। চোখ-কান তাদের হয়ে কথা বলবে। তারা আনন্দিত ও উল্লসিত হবেন। তাদের চোখ কখনো হারামের প্রতি তাকিয়েছে মর্মে সাক্ষী দিতে পারবে না। কান কখনো গান শুনেছে বলে সাক্ষী দিতে পারবে না, বরং তারা সাক্ষী দিবে রাতভর কান্নার। দিনভর পবিত্রতার। তারা দীনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত ক্ষমা ও জান্নাতের নেয়ামত লাভে চির ভাগ্যবতী হয়েছেন। জান্নাত প্রতিটি মুমিন হৃদয়ের পরম আরাধ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নউস্কে দমন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতকে কষ্টকর বিষয়াদি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। আর জাহান্নামকে নফসের চাহিদা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বিধান বর্জন করে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পোষাক, পানাহার কিংবা শপিংয়ে নিজের মনমতো চলে জান্নাত লাভের আশা কখনোই পূরণ হবে না। কারণ নফস যা চায় তাই করা, অবাধ ও স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনা করা জান্নাতের পথ নয়, বরং জাহান্নামের পথ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তু আর জাহান্নামকে পছন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

কাজেই আমার বোনেরা! আজ একটু কষ্ট করুন। ধৈর্য ধারণ করুন। নফসের গোলামী থেকে বাঁচুন। আল্লাহর গোলামী অবলম্বন করুন আর আগামীতে অনন্ত সুখ ভোগ করুন। দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দী হয়ে বাঁচুন, জান্নাতে তাঁর মেহমান হয়ে বাঁচবেন। ইনশাআল্লাহ! দুনিয়াতে যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, গোনাহের কাজ থেকে রিবত থাকবে, নফসের গোলামী করা থেকে বিরত থাকবে তাদের এই কুরবানী

ও মোজাহাদা বৃথা যাবে না। তাদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمتقون تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّار .

অর্থাৎ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এইরূপ; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ হবে ও ছায়া হবে চিরস্থায়ী। যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, আর কাফেরদের কর্মফল জাহান্নাম। (সূরা রাদ ঃ ৩৪)

অপরদিকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে-

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ .

অর্থাৎ যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে (সেদিন তাদের বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবনে পূর্ণ সুখ-শান্তি ভোগ করে নিয়েছ; সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে পাপাচারী। (সূরা আহকাফ ঃ ২০)

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই নারীরা আল্লাহর দীনের হিফাজতের জন্য ঈমানের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে আসছেন। তাদের ত্যাগের একেকটি অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় আজো স্বর্ণাক্ষরে লিখা। মরেও তারা অমর হয়ে আছেন। ভয়াবহতম শাস্তির মাঝেও দীনের ওপর অবিচল থেকে তারা পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আজ কোথায় সেই বীরাঙ্গনারা? কোথায় হাজেরা, আসিয়া ও মারয়ামের উত্তরসূরীরা?

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ঃ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

নারীদের ত্যাগ কেবল ইসলাম পূর্ব যুগের ইতিহাস নয়। ইসলামের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু নারী আল্লাহর দীনের জন্য, ইসলামের জন্য কুরবানী দিয়েছেন। দীনকে হেফাজত করার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ও বিজয়ী করার জন্য তারা অবিশ্বাস্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন এবং আজও দিচ্ছেন। নারীদের মধ্যে সব সময়ই এমন একটি কাফেলা বিদ্যমান ছিল যারা দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে নবুওতের অহী আসার আগে তিনি হেরা গুহায় গমন করতেন। গুহাটি মদীনার পথে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে তিনি ইবাদত করতেন। একদিন তিনি শান্ত মনে ধ্যানে মশগুল। হঠাৎ জিবরাইল আত্মপ্রকাশ করে বললেন, পড়ুন। রাসূলুল্লাহ সা. নির্জন গুহায় হঠাৎ কারো কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি কখনো কিতাব পড়িনি। আমি ভালকরে ওসব পারি না। আমি পড়ালেখা জানি না। জিবরাইল তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন, এবার পড়ুন। তিনি একই জবাব দিলেন, আমি পড়তে পারি না। জিবরাইল আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন, এখন পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। জিবরাইল তৃতীয় বারের মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তখন ছেড়ে দিয়ে বললেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থাৎ তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক ঃ ১-৫)

রাসূলুল্লাহ সা. এই আয়াতগুলো শোনে, অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে প্রচণ্ড ভয় পেলেন। তাঁর আত্মা ধুকধুক করতে লাগল। তিনি মক্কায় ফিরে এসে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন, 'আমায় বিছানাকে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দাও।' বলতে বলতে তিনি শোয়ে পড়লেন। ঘরের লোকেরা তাঁকে ঢেকে দিলেন। খাদীজা রা. তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, কিসে তাঁকে ভয় পাইয়ে দিল?

বেশ সময় পর রাসূলুল্লাহ সা.এর ভীতি কিছুটা কমে গেলে তিনি খাদীজার কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন, অতপর বললেন, খাদীজা! আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি। খাদীজা তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'এমন কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করেন। মেহমানের কদর করেন। মানুষের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বকে উপার্জন করে দেন। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'

এভাবে তিনি তাঁর মনোবল বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তাঁর এ কর্ম প্রচেষ্টা এখানেই থেমে ছিল না, তাঁর উদ্যম সেখানেই থমকে যায়নি। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.এর হাত ধরে তাঁকে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন।

ওয়ারাকা ছিলেন বৃদ্ধ ও অন্ধ। জাহেলী যুগেই তিনি খৃষ্টত্ব বরণ করেছিলেন। তিনি নিয়মিত ইঞ্জিল পড়তেন ও লিখতেন। নবীদের জীবনেতিহাস সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল।

খাদীজা রা. রাসূলুল্লাহ সা.কে নিয়ে গিয়ে তার কাছে বসলেন। বললেন, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা বললেন, কী ভাতুষ্পুত্র! তুমি কী দেখেছ?

রাসূলুল্লাহ সা. যা দেখেছেন খুলে বললেন এবং কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলোও শোনালেন। শোনে ওয়ারাকা উল্লসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'মারহাবা! মারহাবা! শুভ সংবাদ, শুভ সংবাদ! এটা তো সেই অহী যা হযরত মুসার কাছে নাযিল হয়েছিল। হায়! আমি যদি সেই যুগ পেতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তাহলে তোমার সাহায্যে আমি এগিয়ে আসতাম।'

রাসূলুল্লাহ সা. ভয় পেয়ে গেলেন। স্ববিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে?!

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, ইতিপূর্বে যিনি এমন বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন তাঁকেই কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি যদি তোমার নবুওয়াত বিস্তারের যুগ পাই, তাহলে অবশ্যই তোমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'

রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রী খাদীজাসহ বেরিয়ে এলেন। খাদীজা তখন নিশ্চিত হয়ে গেছেন তাঁর স্বামীকে কেন্দ্র করেই নিদ্রাচ্ছন্ন যুগের অবসান ঘটতে চলেছে। এবার জাগার সময় হয়েছে। কাজেই তাঁকে তাঁর স্বামীর সঙ্গ দিতে হবে। ফলে রাসূলুল্লাহ সা. দীনের দাওয়াতের কাজে ঘর থেকে বের হলে তিনিও তাঁর সাথে বের হতেন। দীনের জন্য নিজেও রাসূলুল্লাহ সা.এর পাশে থেকে কষ্ট স্বীকার করতেন।

তিনি তো সেই নারী যিনি ছিলেন মক্কার প্রখ্যাত ধনী মহিলা। প্রাচুর্য, সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য আর অঢেল সম্পদের মাঝে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল। আজ তিনি স্বেচ্ছায় কষ্ট আর মসীবতকে স্বাগত জানাচ্ছেন। দীনের সাহায্যার্থে এতটুকু সঙ্কোচবোধ করেননি। কখনো সংশয় বা দ্বিধাবোধ করেননি। আল্লাহর প্রতি ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। অবিচল আস্থা। নিজের ধন-সম্পদ, মেধা-মেহনত সর্বস্ব নবীর জন্য, দীনের স্বার্থে কুরবান করে দিয়েছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত দীনের ওপর অটল ও অবিচল অবস্থায় কাটিয়েছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা জিবরাইল আ. এসে নবী কারীম সা.কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজা প্রতিদিন আপনার সাথে আসে, আপনার জন্য খানা-পানি ও তরকারী নিয়ে আসে, তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। তাঁকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন যেখানে কোনো কোলাহল বা ক্লান্তি নেই।

এই হচ্ছে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত খাদীজা রাযি.। মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে যিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনীন খাদীজার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু আজ তাঁর কন্যারা কেন তাঁর অনুসরণ করে না? কেন আমার বোনেরা আজ খাদীজার মাঝে স্বীয় জীবনের আদর্শ খুঁজে না? অথচ তাঁর অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সুখ-শান্তি ও অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি, মর্যাদা ও কল্যাণ তাতেই নিহিত রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ মুক্তি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া রাযি.

হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের মা সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত আবু জাহেলের বাদী ছিলেন। ইসলামের সূচনাকালেই তিনি, তাঁর স্বামী ও সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জাহেল তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। প্রখর রোদে তাঁকে বেঁধে ফেলে রাখা হত, যেন তাপ ও তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে মারা যান।

একদিন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নির্মম শাস্তিতে তাদের অবস্থা বিপর্যস্ত। শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। চাবুকের আঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দেহ পুড়ে যাচ্ছে। তাদের নিদারুণ পরিণতি দেখে রাসূলুল্লাহ সা.এর হৃদয় হাহাকার করে ওঠল। তিনি বললেন, 'হে

ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ কর। ধৈর্যধারণ কর। জান্নাতই তোমাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা।'

রাসূলুল্লাহ সা.এর মুখ নিঃসৃত সুসংবাদ তাদের কর্ণকুহরে ঝংকার তুলল। তাদের হৃদয় নেচে ওঠল। খুশিতে তাদের চেহারা আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠল। এমন সময় উম্মতের ফেরাউন আবু জাহেলের আগমন ঘটল। আবুল জাহেল তাদের আনন্দাবস্থা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠল। তাদের শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। বলল, 'মুহাম্মাদ ও তার রবকে গালি দে। নয়ত মারতে মারতে তোদের শেষ করে ফেলব।' কিন্তু সুমাইয়া আবু জাহেলের হুমকির পরোয়া করলেন না। বরং তাঁর মনোবাল আরো বৃদ্ধি পেল। ফলে আবু জাহেল প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বর্শার ফলা উন্মুক্ত করে সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে আঘাত করল। সুমাইয়ার দেহ থেকে রক্তের স্রোত বইতে শুরু করল। শরীর থেকে গোশতের টুকরা খসে পড়তে লাগল। তিনি চিৎকার করছিলেন। কিন্তু কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হচ্ছিলেন না। স্বামী ও সন্তান পাশেই বাঁধা। অসহায় দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে আছেন। আবু জাহেল তাদেরকেও গালাগাল করছিল এবং কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে জোরজবরদস্তি করছিল। আবু জাহেলের নির্মমতা যত বাড়ছিল সুমাইয়ার ঈমান তত মযবুত হচ্ছিল। তিনি ঈমানের জয়গান এবং আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা করছিলেন।

আবু জাহেল বর্শার আঘাতে তাঁর দুর্বল অবসন্ন দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। ছটফট করতে করতে এক সময় তাঁর দেহ নিথর হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তবু ঈমানকে জিন্দা করে দেখিয়ে গেলেন। কতই না উত্তম শাহাদাতের মৃত্যু! আল্লাহই তাঁর উত্তম বিনিময়দাতা। তিনি তাঁর রবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। দীনের ওপর অবিচল থেকেছিলেন। মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। জল্লাদের চাবুকের আঘাতে কাবু হননি। তার প্ররোচনায় প্ররোচিত হননি।

এভাবেই যুগে যুগে নারীগণ বিপদে-মসীবতে ধৈর্য ধরেছেন। কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তিকে তারা বরদাশত করেছেন। লৌহশলাকা বরণ

করেছেন। স্বামী-সন্তানের বিচ্ছেদকে স্বাগত জানিয়েছেন; কেবল দীনের জন্য, রাব্বুল আলামিনের প্রতি সম্মান ও সন্তুষ্টি প্রদর্শনের জন্য। কোনো কিছুই তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাদের হিজাব ছিনিয়ে নিতে পারেনি। তাদের মর্যাদাকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হাসিমুখে তারা সব বরণ করতেন। তাদেরই একজন উম্মে শারীক।

উম্মে শারীক ঃ একজন বিজয়ী নারী..

মক্কায় ইসলামের আবির্ভাবের সূচনালগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কাফেরদের দাপট ও মুসলমানদের দুর্বল অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প করলেন। এতে তাঁর ঈমান আরো দীপ্ত হল। আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান আরো বৃদ্ধি পেল।

তিনি গোপনে কুরাইশ নারীদের কাছে যেতেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মূর্তিপূজার ব্যাপারে ভয় দেখাতেন। এক পর্যায়ে তাঁর দাওয়াতী মিশন কাফেরদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁর প্রতি তারা আক্রোশে ফেটে পড়ে। তিনি কুরাইশ বংশীয়া ছিলেন না। কাজেই তাঁকে বিপদে পড়লে রক্ষা করার মতো মক্কায় কেউ ছিল না।

কুরাইশরা তাঁকে আটক করে বলল, 'তোমার সম্প্রদায় যদি আমাদের মিত্র সম্প্রদায় না হত তাহলে আমরা তোমার সাথে যা করার করতাম। কিন্তু মিত্র বলে তোমাকে আমরা তেমন কিছু করছি না। বাকী আমরা তোমাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত পাঠাব।'

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা তাঁকে বেঁধে উটের পিঠে তুলল। নিচে পা রাখার জন্য কোনো জিন বা কাপড় দিল না; কষ্ট বাড়ানোর জন্য এই পরিকল্পনা। তিনদিন পর্যন্ত তারা সফর করল। এ সময় তাঁকে কোনো খাবার বা পানীয় দেয়া হল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর প্রাণ তখন উষ্ঠাগত।

কাফেলা যখন কোনো জায়গায় যাত্রা বিরতী করত তখন বিদ্বেষবশত তাঁকে বেঁধে রোদের মাঝে ফেলে রাখত আর নিজেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিত।

একবার পথিমধ্যে কাফেলা যাত্রা বিরতী করল। নিয়ম অনুসারে এবারও তাঁকে বেঁধে রোদে ফেলে রেখে কাফেররা গাছের ছায়ায় গা এলিয়ে দিল। তিনি তাদের কাছে পানি চাইলেও তারা দিল না। তৃষ্ণায় তাঁর ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। অর্ধ মৃতের মতো পড়ে আছেন। হঠাৎ বুকের কাছে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করলেন। ছুঁয়ে দেখলেন, আরে! এতো পানির বালতি! তিনি সেখান থেকে পানি পান করলেন। তারপর তা সরিয়ে নেয়া হল। আবার তা ফিরে এলে তিনি আবারও পানি পান করলেন। এভাবে তিনি পান করার পর তা উঠে যেত, আবার পরক্ষণেই তা ফিরে আসত। কয়েকবার এমন হল। তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন। এরপর অবশিষ্ট পানি তাঁর দেহ ও কাপড়কে সিক্ত করল।

কাফেররা জাগ্রত হয়ে পুনরায় রওনা হওয়ার ইচ্ছা করল। তাঁর কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর দেহ-কাপড়ে পানির চিহ্ন। তাঁকে প্রাণবন্ত ও সজীব মনে হল। এতে তারা যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হল। বাঁধা অবস্থায় কী করে সে পানি পর্যন্ত পৌঁছল? তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বাঁধন খুলে আমাদের পাত্র থেকে পানি পান করেছ, তাই না? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি এমন করিনি, বরং আকাশ থেকে আমার কাছে একটি বালতি নামল। সেখান থেকেই আমি তৃপ্তিভরে পানি পান করেছি। তাঁর কথা শুনে তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। এটা কী করে সম্ভব? তাঁর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাঁর দীন তো আমাদের দীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এদিকে তারা তাদের পানির মশক খুঁজে পেল না। ফলে তিনি তাদের পান করালেন। তারা দেখল, পাত্র এবার যেমন ছিল তেমনি আছে। তখন তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। বাঁধন খুলে তাঁকে মুক্ত করে দিল এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করল।

একজন নারীর ধৈর্য ও অবিচলতার কারণে একটি বড় জামাত ইসলামের পতাকাতলে শামিল হল। উম্মে শারীক যখন কিয়ামতের দিন আগমন করবেন, তাঁর আমলনামায় লেখা থাকবে কত নারী-পুরুষ তাঁর হাতে, তাঁর বদৌলতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সেদিন তাঁর কেমন আনন্দ হবে!

ইউরোপের দুলহান কেন আফ্রিকায়?

এ যুগের নারীরা কিভাবে দীনের সাহায্য থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেন? যে সমাজে গোনাহের কাজগুলো প্রকাশ্যে হচ্ছে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উন্মুক্ত সম্পর্ক, লেবাস ও পোষাকের নগ্নতা যেখানে সহসাই এক ভয়ানক আযাব নাযিলের সুস্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে সেখানে আর কতদিন আমার বোনেরা নীরব বসে থাকতে পারেন? আপনার পাশেই আপনার বোন, বান্ধবী বা অন্য কাউকে আপনি এসবের মধ্যে ভেসে যেতে দেখছেন, তারপরও আপনি এসবের প্রতিবাদে কেন চাঞ্চল্য অনুভব করছেন না? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি খারাপ কাজ দেখ, তবে তা প্রতিরোধ কর।' (সহীহ মুসলিম)

আপনি কি আপনার সাধ্যানুসারে অপকর্মের প্রতিরোধ করছেন? একবার ভেবে দেখুন! কিয়ামতের দিন আপনার কী পরিণতি হবে! যখন আপনার সাথী, বান্ধবী ও অন্তরঙ্গজনেরা এসে আপনাকে জাপটে ধরবে। তারা আহাজারী করে বলতে থাকবে, তুমি তো আমাদেরকে গোনাহের কাজে, হারাম সঙ্গে লিপ্ত দেখেছিলে, তবু কেন তুমি আমাদের বাধা দাওনি? কেন আমাদের নসীহত করনি? কেন তুমি আমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করাওনি? তখন আল্লাহর সামনে তাদের প্রশ্নের কী জবাব দিবেন? অথচ আপনার বিপরীতে বর্তমান কাফের নারীদের স্বীয় ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের দিকে লক্ষ্য করুন!

একজন দায়ী আমাকে ঘটনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, একবার একটি দাওয়াতের সফরে আমাকে আফ্রিকার একটি দেশে যেতে হয়। পথ ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিপদসঙ্কুল। ক্লান্তি ও কষ্ট চরমভাবে স্পর্শ করেছিল।

সামনে ধূ ধূ বালুচর ও মরুভূমি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। পথে সব গ্রামেই ছিল ডাকাতের ভয়। কোনো এলাকাই নিরাপদ ছিল না। শেষাবধি আল্লাহর অসীম রহমতে কোনো বিপদে পড়া ছাড়াই গভীর রাতে গন্তব্যে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছলে লোকেরা আমাদের স্বাগত জানাল। একটি তাবুতে আমাদের জন্য পুরাতন ছেঁড়াফাড়া বিছানা বিছানো হল। দীর্ঘ পথের ক্লান্তির পর সামান্য বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে বিছানায় ছেড়ে দিলাম। তারপর শুয়ে শুয়ে সফরের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে অনেক কিছুই মনে উদিত হল।

মনে কিছুটা অহংকার ও আত্মগরিমা অনুভূত হল। নিজেকে নিয়ে গর্ব হল যে, আমার আগে দাওয়াতের কাজ নিয়ে এই দুর্গম অঞ্চলে আর কেউ নিশ্চয়ই আসেনি। কে এমন কাজ করতে পারবে? এত কষ্টের সফরের সাধ্য কয়জনেরই বা আছে? এমন সব কথা মনে হতে লাগল। শয়তানের প্ররোচনায় মনে অহংকার দানা বাঁধল।

সকাল বেলা ঐ এলাকা ঘুরতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় থেকে বহুদূরে একটি কুয়ার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে মাথায় পানির কলস নিয়ে একদল মহিলাকে দেখতে পেলাম। নিগ্রো এলাকা। সবার গায়ের রঙ কালো। তাদের মাঝে একজন উজ্জ্বল ফর্সা মহিলার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ভাবলাম, শ্বেত রোগী হবে হয়ত! নয়ত এই অঞ্চলে এমন মহিলা তো থাকার কথা নয়। স্থানীয় সঙ্গীদের ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে জানালেন, এই মহিলা নরওয়ে থেকে এসেছে। সে খৃষ্টান। তার বয়স ত্রিশ। ছয় মাস ধরে এলাকায় এসেছে। আমাদের মতোই পোষাক পরে। আমাদের মতোই খানা খায়। আমাদের কাজে কর্মে সে সহযোগিতা করে। প্রতি রাতে যুবতীদের নিয়ে সে মিটিং করে। তাদের সাথে কথা বলে। তাদেরকে পড়ালেখা শিখায়। ফাঁকে ফাঁকে নাচ গানও শিখিয়ে থাকে। সে এতিমদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়। কেউ অসুস্থ হয়েছে জানতে পারলে তার সেবায় ছুটে যায়।

আমার মুসলিম বোনেরা! ভেবে দেখুন! কিসের টানে এই নারী সেই বিজন মরুভূমিতে ছুটে গেছে? ইউরোপের সভ্যতা ও চোখ ধাঁধাঁনো উন্নত জীবন ছেড়ে কেন সে এই কষ্টের জীবনকে বেছে নিয়েছে? অথচ এই নারী তো ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যৌবনের এই পূর্ণ লগ্নে কোন জিনিস তাকে ঐ দুর্গম অঞ্চলের বৃদ্ধ নারীদের সাথে জীবন কাটাতে সঙ্কল্পবদ্ধ করেছে? এসব ভেবে কি নিজের কাছে আপনাকে ছোট মনে হয় না? একজন খৃষ্টান যুবতী, মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে এত অসহনীয় কষ্টক্লেশ হাসিমুখে বরণ করছে। নিজের বাতিল ধর্মের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে! অথচ আপনি? এমন নারী একজন, দু'জন নয়। আজ ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স থেকে যুবতী নারীরা এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্গম এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঁশের মাচায়, মাটির ঘরে তারা জীবনযাপন করছে। সে অঞ্চলের মানুষের মতোই নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করছে। তাদের মতোই নদীর পানি পান করছে। তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করছে। মহিলাদের ফ্রি চিকিৎসা দিচ্ছে। আফ্রিকা থেকে যখন তারা নিজ দেশে ফিরে যায়, তখন তাদের চেনাই যায় না। বিবর্ণ গায়ের রঙ। খসখসে চামড়া। জীর্ণশীর্ণ দেহ। হাড়গোড় যেন বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। এই সব কষ্ট ও বেদনা তারা ভুলে যায় কেবল তাদের ধর্মের স্বার্থে। একটি বাতিল ধর্মের সেবার স্বার্থে তারা নিজেদের সকল চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দেয়!

আশ্চর্য! সেই খৃষ্টান নারীদের এই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার কিসের জন্য? গাইরুল্লাহর ইবাদতের জন্য। এমন নারীদের ব্যাপারেই ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অর্থাৎ এবং তোমরা সে সম্প্রদায়ের সন্ধানে শৈথিল্য কর না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্টভোগ করেছে এবং আল্লাহ হতে তোমাদের যে আশা আছে তাদের সে আশা নেই এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : ১০৪)

আমার আরেক বন্ধু একটি ঘটনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি একবার জার্মানীতে গেলাম। হঠাৎ কেউ দরজা কড়া নাড়ল। ওপাশ থেকে এক যুবতী কণ্ঠ ভেসে এল। জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই? বলল, দরজা খুলুন। বললাম, 'আমি মুসলিম পুরুষ। সাথে কেউ নেই। কাজেই এ অবস্থায় তুমি ভিতরে আসতে পার না।' সে পীড়াপীড়ি করল। আমিও দরজা খুলতে অস্বীকার করলাম। অবশেষে সে বলল, 'আমি খৃষ্টধর্ম প্রচারক দলের সদস্য। দরজা খুলে কিছু বইপত্র ও লিফলেট গ্রহণ করুন।' বললাম, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। আমি পিছন ফিরে ঘরের কামরার দিকে রওনা হলাম। তখন সে দরজার ছিদ্রে মুখ রেখে তার ধর্মের বিভিন্ন উপদেশ-বাণী আমাকে শোনাতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট ধরে সে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে একটানা বলে গেল। কথা শেষ হলে আমি দরজার কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? সে জবাব দিল, 'এখন আমি আনন্দ ও শান্তি অনুভব করছি। কারণ আমি সাধ্যানুসারে আমার ধর্মের সেবা করতে সচেষ্ট হয়েছি।' এদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অর্থাৎ এবং সে সম্প্রদায়ের সন্ধানে শৈথিল্য কর না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্টভোগ করেছে এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে আশা আছে তাদের সে আশা নেই এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ঃ ১০৪)

ইসলাম প্রচারে আপনার অবদান

আমার বোন! আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি ইসলামের জন্য কী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন? কতজন যুবতী আপনার হাতে হাত রেখে

তওবা করেছে? কতজন আপনার মাধ্যমে সুপথে ফিরেছে? আপনার স্বজাতি নারীদের আপনার রবের পথের দিশা দিতে আপনি কী ব্যয় করেছেন? কী ত্যাগ স্বীকার করেছেন? অনেক নারী নিজেরা নেককার, কিন্তু অপরকে নেককাজের প্রতি দাওয়াত দেয়ার সাহস পায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, সৎকাজের দাওয়াত দেয়ার হিম্মত হয় না। অসৎ কাজে বাধা দেয়ার সাহস হয় না।

আশ্চর্য কথা! তারকা ও নৃত্যশিল্পীরা হাজার হাজার মানুষের সামনে অর্ধনগ্ন হয়ে গান গাইতে পারে! পুরুষরা তাদের গানের পরিবর্তে নগ্নরূপ দেখে তাদের চোখ জুড়াতে পারে, অথচ সেই নারী বলে না, আমি ভয় পাচ্ছি। আমি লজ্জাবোধ করছি। লাখো মানুষের সামনে নায়িকারা তাদের দেহকে উপভোগ্য ও আবেদনময়ীরূপে উপস্থাপন করছে। তারা ভয় বা শঙ্কা অনুভব করছে না। অথচ আমরা যখন আপনাকে সামান্য দাওয়াতের কাজে, নসীহতের কাজে শরীক হতে বলি, তখন শয়তান আপনার মাঝে লজ্জানুভূতি জাগায়। অথচ আজ কত যুবতী কেবল নিজেই কুকর্ম করছে না, অন্যদের সামনেও কুকর্ম ও অশ্লীলতাকে শিল্প, সৌন্দর্য ও মোহনীয়রূপে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে। ম্যাগাজিনগুলোতে তারা অশ্লীলভাবে নিজেদের মেলে ধরছে। গানবাদ্য আর নাটক, সিনেমা আর যাত্রার মঞ্চে নারীদের আহবান করছে। অথচ এই কাজগুলো হচ্ছে, অন্যায় ও গোনাহের কাজে সহযোগিতা। এগুলো শয়তানের দলভুক্ত হওয়ার প্রতি আহবান। ভালোবাসার সম্পর্ককে দুশমনীর প্রতি ধাবিত করার ধোঁকা।

আমার বোন! এসব অযাচিত ভয়-ভীতি পরিহার করুন। সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দীনের পথে অগ্রসর হোন। নিজের মধ্যেও পরিবর্তন আনুন এবং ইসলামী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার মিছিলে নিজেকে শামিল করুন। কাজ শুরু করুন, আল্লাহ তাআলাই আপনার সহায় হবেন। ইরশাদ হয়েছে-

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ.

অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৮)

কিয়ামতের দিন তারা এর পরিণতিই ভোগ করবে। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পোষাক পরিধান করবে। আর তাদের ঠিকানা সেদিন কোথায় হবে? ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ.

অর্থাৎ এবং তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পিরক বন্ধুত্বের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে লানত করবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা আনকাবুত ঃ ২৫)

যেদিন ভবের লীলা সাঙ্গ হবে

দুনিয়ার এই নারীরা সেদিন একে অপরকে তিরস্কার করবে। দুনিয়ায় যার সাথে সুদীর্ঘ সময় কেটেছে, হাসি-ঠাট্টা আর কোলাহলে মেতে থেকেছে, কিয়ামতের দিন সেই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর লানত বর্ষণ করুন। তুমিই আমাকে গানবাদ্য আর অশ্লীলতায় নামিয়েছিলে। অপরজন চিৎকার দিয়ে বলবে, আমি নই, বরং আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর লানত বর্ষণ করুন। তুমিই আমাকে গানের সিডি-এ্যালবাম উপহার দিয়েছিলে। জবাবে সে বলবে, তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক, তুমিই আমার কাছে নগ্নতা ও পুরুষের সাথে মেলামেশাকে মোহনীয়রূপে উপস্থাপন করেছিলে। সে জবাব দিবে, তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক, তুমিই আমাকে পাপের পথ দেখিয়েছিলে।

আশ্চর্য! সেদিন তাদের দুনিয়ার সেই হাসিঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড় আর রঙ-তামাশা সব কোথায় হারিয়ে যাবে? দুনিয়াতে থাকাকালিন বিপণিবিতান আর শপিংমলগুলোতে এক সাথে তারা কত ঘুরাফেরা করেছে। এক সাথে কত আড্ডা আর আনন্দে তাদের সময় কেটেছে, অথচ আজ একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারছে না; এর কারণ কী? কারণ তারা কখনো কল্যাণ বা সদুপদেশের জন্য একত্র হয়নি। দুনিয়ায় তারা একত্রিত হত। আজ কিয়ামত দিবসেও তারা একত্র হবে। কিন্তু কোথায় একত্র হবে? একত্র হবে জাহান্নামের আগুনে যে আগুন কখনো নিভবে না। যার তীব্রতা কখনো কমবে না। যার তাপ কখনো শীতল হবে না।

আজ নারীরা কোথায়? নসীহতের পথ ছেড়ে কোথায় আমাদের বোনেরা? কোথায় সেই সকল নারীরা যারা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চলাফেরা, চেহারা-চাউনিতে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত? যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, এমন কেন করছ? জবাব দেয়, সবাই আজ এসব করে। আমি কি স্রোতের বিপরীত চলব? আমি নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না।

সুবহানাল্লাহ! দীনের সেই শক্তি আজ কোথায়? কোথায় দীনের ওপর অবিচলতা? আজ নারীরা সামান্য অযুহাতে আল্লাহর আনুগত্যের সুতোকে ছিড়ে ফেলছে। আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে সমর্পণের উপমা আজ বিরল। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য নিজেদের কোনো ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

সুবহানাল্লাহ! কোথায় দীনের শক্তি? কোথায় দীনের ওপর অবিচলতা? সামান্য থেকে সামান্য স্বার্থ যদি আল্লাহর আনুগত্যের বাঁধন ছিড়ে ফেলে আর শয়তানের পূজারী বানিয়ে দেয়, তাহলে এই ইসলামের কী স্বার্থকতা?

আজ কোথায় সেই যুবতীরা যারা নিজেদের আল্লাহ তাআলার লানতের উপযুক্ত বানাচ্ছেন? কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পুরুষদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন? নিজের পৃষ্ঠদেশ, কাঁধ ও ঘাড়, পেটসহ দেহ প্রদর্শন করছেন? অথচ যে সকল নারী পুরুষদের অনুরূপ চলাফেরা করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন।

সেইসব নারীরা আজ কোথায় যারা ভ্রু প্ল্যাক করেন, আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকৃত করেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. যারা ভ্রু উপড়ায় আর যারা উপড়ে দেয় সকলকে লানত করেছেন।

উল্কি আঁকা নারীরা আজ কোথায় যারা আল্পনা ইত্যাদির মাধমে চেহারা বা শরীরে আল্পনা আঁকেন। আপনি কি জানেন, উল্কি আঁকা যে বেশ্যাদের স্বভাব? আপনি কি জানেন, যারা উল্কি আঁকে রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যারা উল্কি আঁকে এবং যাদের একে দেয়, উভয়কে লানত করেছেন।'

আজ সেই নারীর দল কোথায় যারা পরচুলা লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান। অথচ আল্লাহ তাআলা এদেরকেও লানত করেছেন। লানত অর্থ কী, তা কি জানেন? লানত মানে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া। জান্নাতের পথ থেকে বিতাড়িত হওয়া। কয়েকটি মাত্র চুলের কারণে, নিছক কাঁধে এক ব্যাগ ঝুলিয়ে অথবা দেহের কোনো এক কোণে উল্কা অঙ্কন করে আপনারা কি আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বিতাড়িত হতে চান?

এই সৌন্দর্য প্রদর্শন কার জন্য?

আপনি যদি উদ্ভট উশৃঙ্খল পোষাক পরিহিত কোনো নারীকে জিজ্ঞেস করেন, কেন এমন পোষাক পরেছ? সে উত্তর দিবে, এটা সুন্দর; তাই।

আপনি তখন তাকে জিজ্ঞেস করুন, কার জন্য তুমি এই সৌন্দর্য প্রকাশ করছ? কার জন্য তুমি এমন বাহারী পোষাক পরে রাস্তায় বের হচ্ছ? কোনো ভদ্র-সভ্য বিবাহের প্রস্তাবদাতা পুরুষকে দেখানোর জন্য, নাকি তোমার পবিত্র স্বামীকে দেখানোর জন্য?

আসলে এইসব নারী সমাজের সেই নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জ পুরুষদেরকে দেখানোর জন্যই সাজগোজ করে যাদের হৃদয়ে আল্লাহর তাআলার ন্যূনতম ভয়ও নেই। যারা নারীদের সম্মান, মর্যাদা ও ভদ্রতার কোনো পরোয়া করে না। নারীদের মাধ্যমে যৌন চাহিদা ও চোখের তৃষ্ণা মেটানোই যাদের মুখ্য বিষয়। স্বার্থ হাসিল হওয়ার পর নারীদেরকে যারা ছুড়ে ফেলে দেয়। একজন নারীর মান সম্মানকে দলিত করে আরেক নারীর সন্ধানে যারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আফসোস! এমন পুরুষদের দেখানোর জন্যই নারীরা তাদের রূপসজ্জা প্রদর্শন করে!

কেন আপানি একটিবার ভাবেন না! আল্লাহ তাআলা কেন আপনার জন্য পর্দার বিধান ফরয করেছেন? কেন তিনি আপনাকে বললেন-

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান; তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক,

অধিকারভুক্ত, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদাচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূর ঃ ৩১)

আল্লাহর বিধান মানার মধ্যে শান্তি

কেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার সৌন্দর্য, আপনার মুখ, চুল, সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে বললেন? তাঁর সাথে কী আপনার কোনো ঝগড়া-বিবাদ বা প্রতিশোধের ব্যাপার রয়েছে! কখনোই নয়। তিনি বান্দার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। বান্দার ইবাদতের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বান্দার ওপর কখনো বিন্দু পরিমাণও জুলুম-অবিচার করেন না। কিন্তু আবহমানকাল থেকেই তাঁর নীতি অপরিবর্তনীয়। সকল জাতি ও শরীয়তের ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর নীতি এই ছিল যে, তিনি পুরুষ ও নারীর জন্য আলাদা বিধান ধার্য করে দিয়েছেন। আর তাঁর আনুগত্যেই জগতের কল্যাণ ও সুস্থিতি নির্ভর করে। তাঁর হুকুম পালন ছাড়া পৃথিবীর শান্তি বজায়ের আশা করা অবান্তর। মুমিন নারী মাত্রই তাঁর রবের হুকুমের সামনে নিজেকে সপে দেয়। অন্য কোনো দর্শন বা আচরণে সে প্রভাবিত হয় না। আর সফল তো তারাই যারা স্বীয় রবের হুকুম মাথা পেতে বরণ করে নেয়। আর যারা তাদের রবের হুকুম মানতে প্রস্তুত নয় তারাই আপনার পর্দা ছিনিয়ে নিতে চায়। আপনার সম্ভ্রমহানি ঘটাতে চায়। স্বাধীনতার কথা বলে আপনাকে কোনো ভাবে নগ্ন করে তাদের যৌনক্ষুধা মিটাতে চায়। স্বার্থ হাসিলের জন্য হেন কাজ নেই; যা তারা করতে পারে না। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করছে। সময় ব্যয় করছে। অশ্লীল ম্যাগাজিন, চটি বই প্রচার করছে। প্রেম-ভালোবাসা বিষয়ে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে পর্দাকে নারী

স্বাধীনতার অন্তরায় সাব্যস্ত করছে। মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ও পর্দার বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করছে।

আমার বোনেরা! মূলত শপিংমলে তারা আপনাকে বেপর্দা দেখে তাদের সাধ মিটাতে চায়। তাদের নাট্যমঞ্চে আপনার দেহের অঙ্গভঙ্গি দেখে তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে চায়। আপনাকে তাদের বিছানায় শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেয়ে তাদের দেহের জ্বালা মিটাতে চায়। আপনাকে তাদের বিমানে সেবিকা হিসেবে পেতে চায়। তারা আসলে আপনার অধিকার নয়; বরং অধিকারের বুলি আওড়িয়ে আপনাকে ধোঁকা দিয়ে আপনার মাধ্যমে নিজেদের অবাঞ্ছিত সাধ মিটাতে চায়।

গানবাদ্য ঃ যৌনতা ও অশ্লীলতার প্রথম ধাপ

শয়তান আজ কিছু যুবতী গান শোনা, অশ্লীল কাজকর্মের সাথে জড়ানোর মতো দুষ্কর্মে নিমজ্জিত করছে। অথচ কুরআন বলছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্যে অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে এবং দীনের পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে; তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান ঃ ৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কসম খেয়ে বলতেন, এ আয়াতে 'লাহওয়াল হাদীস' দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে, গান শোনা।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক আগমন করবে যারা স্বাধীন ব্যক্তি, রেশমী পোষাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে বৈধ মনে করবে।'

তিরমিযী শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এ উম্মতের মাঝেও ভূমিধ্বস, জলোচ্ছাস ও চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। এটা তখন ঘটবে যখন তারা মদ পান করবে, রক্ষিতা গ্রহণ করবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।'

উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে গান ও বাদ্যযন্ত্রের যাবতীয় উপকরণকে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। বাদক যখন বাদ্যের সাথে গান জুড়ে তখন তা আরও নিন্দনীয়। বিশেষত গানের বিষয়বস্তু যদি অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা জাতীয় হয়, তাহলে তো বলাই বাহুল্য। তা মূলত শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। শয়তান নিজেই তা বাজায় আর শয়তানের অনুসারীরা তার অনুসরণ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

অর্থাৎ তোমার আহবানে তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদের প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। (সূরা ইসরা ঃ ৬৪)

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'গান হচ্ছে যিনার দুয়ার।' কী অবাক করা ব্যাপার! হযরত ইবনে মাসউদ এ কথা তখন বলেছিলেন যখন বাদী ও বাচ্চা মেয়েরা গান গাইত। তখনকার দিনে বাদ্য বলতে ছিল কেবল দফ। আর গান কেবল বিশুদ্ধ ভাষা চর্চার একটি মাধ্যম হিসেবেই লালিত হত। সেই সময় তিনি একে যিনার উপলক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন! তাহলে বর্তমানকালের সঙ্গীতের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও নানা রকম বাদ্যের সমাহার দেখলে তিনি কী মন্তব্য করতেন? এখন তো বাড়িতে, গাড়িতে, বিমানে, জাহাজে সর্বত্র; এমনকি ঘড়ির এলার্ম, কলিং বেল, বাচ্চাদের খেলনা, কম্পিউটার অন-অফ, মোবাইল-টেলিফোনের রিংটোনেও গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ঢুকে গেছে। আল্লাহর নাফরমানীর উপরকরণগুলো আজ এতটাই সস্তা ও ব্যাপক হয়ে গেছে যে সঙ্গোপনে

তা ধর্মীয় অঙ্গনেও ঢুকে গেছে। মুসলিম সমাজের খুব কম বাড়ি-ঘরই আজ এমন আছে যা এ জাতীয় ফেতনার উপকরণ থেকে মুক্ত!

দীনি বিষয়ে গায়কদের ভূমিকা!

অশ্লীলতার বিস্তার ও চারিত্রিক অধপতনে গান একটি বড় মাধ্যম। অবৈধ প্রেম ও যৌনতাই গান-কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, বলুনতো! আপনি কি কখনো কোনো গায়ককে যিনা থেকে বিরত থাকতে, দৃষ্টি সংযত রাখতে, মুসলমানের মর্যাদার হেফাজত করতে, দিনে রোযা রাখতে বা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে কান্না করতে উৎসাহ যোগাতে শুনেছেন? আমি তাদেরকে কখনোই তাদেরকে এসব বিষয়ে ভূমিকা রাখতে শুনিনি, বরং গায়কদের অধিকাংশই সমাজের উঠতি বয়সী কিশোর, তরুন, যুবকদের অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক গড়তে আহবান করে। যুবকদের তাদের সমবয়সী যুবতীদের সাথে প্রেম করতে, তাদের নিয়ে ভাবতে ও তাদের সাথে অবাধ ও ফ্রি মেলামেশা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে প্রেম নিবেদন করতে প্ররোচনা দেয়।

কেন নায়ক-গায়করা তরুণ ও যুব সমাজকে সমবয়সী তরুণী ও যুবতীদের সাথে প্রেম-ভালোবাসার প্রনোদনা দেয়? তারা নামাযী বা রোযাদার বলে? বা তাদের চেহারার কমনীয়তা, সুমিষ্ট স্বর, মুগ্ধ আচরণ, হৃদয়কারা হাসি কিংবা তাদের সান্নিধ্য মনে প্রশান্তি ও কাজে স্বস্তি আনে বলে? না, আসল বিষয় তা নয়, বরং নারীদের সবকিছুতেই তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। যত নিকৃষ্ট বা ঘৃণ্য কর্মই হোক, নারী সংশ্লিষ্ট সব কিছুতেই তাদের মনে প্রবল আসক্তি কাজ করে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক নারীরা এসব জংলী অসভ্য যুবকদের প্রতি নমনীয় ভাব দেখায়। অনেকে তো আবার উল্টো নিজেরাই যুবকদের প্রপোজ করে বসে। বহু নারীকে আমরা দেখেছি, তারা তাদের চলাফেরা, হাসি-আড্ডা, কথার ঢং, হাঁটার ভঙ্গিমা ও টাইট-ফিট পোষাক ইত্যাদির মাধ্যমে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। অনেকে গিফট ও প্রেমপত্র

ইত্যাদির মাধ্যমে যুবকদের সরাসরি তাদের প্রতি আহবান জানায়। এমনকি চরিত্রহীন যুবকদের সাথে গা লাগিয়ে বসতে, গায়ে হাত দিতে, এমনিক চুম্বন করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না! স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিগুলোতে বর্তমানে প্রকাশ্যে এসব অপকর্মের মহড়া চলছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতার এ তুফান গোটা সমাজকে তছনছ করে ফেলছে? প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো এ সব অপসংস্কৃতির বিস্তারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে। তাদের আহবান ও প্ররোচনায় নারীরা আজ ব্যাপকভাবে অপকর্মে জড়াচ্ছে। কেন আজ নারীরা এমন কুকর্মে জড়াচ্ছে? প্রেম, ভালোলাগা, অনুরাগ থেকে? এ কেবলই এক ধোঁকা ও অন্ধ আনুগত্য। চরিত্রের এই পদস্খলন নিঃসন্দেহে সৃষ্টার স্বাভাবিক রীতিকে ভেঙ্গে দেয়ার অপপ্রয়াস। এখনই যদি এই তুফানকে রুদ্ধ করা না হয় তাহলে সহসাই সেই গযব নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে যে গযব নাযিল হয়েছিল হযরত লূত আ.এর জাতির প্রতি।

সমকামিতা একটি জঘণ্য অপরাধ

লূত সম্প্রদায়ের অপরাধ কী ছিল? তারা পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে সমকামিতায় মেতে ওঠেছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কুকর্মের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। লূত আ. তাদের কাছে অনেক মিনতি করেছিলেন। তাদেরকে এহেন জঘণ্য পাপের কাজ থেকে বিরত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। কোনো চেষ্টাই যখন সফল হল না, তাদের ফিরে আসার ও তওবা করার সব সম্ভবনাই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত লূত আ.কে সেই এলাকা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হল। নবী এলাকা ত্যাগ করার পর লূতজাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হল। লূতজাতি যখন সমকামিতার মতো জঘণ্য প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ল, যমীন তখন সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে এল। আশপাশের পাহাড়গুলো তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন নির্মম শাস্তি প্রদান করলেন, যা তিনি অন্য কাউকে দেননি। তাদের. দৃষ্টি ঝলসে গিয়েছিল। তাদের

চেহারা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরাইল আ.কে তিনি ঐ জনপদ পাঠালেন। তাকে সেই ভূ-খণ্ড মূলোৎপাটন করে উল্টে দিতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি ভূমিধ্বস দিয়ে তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ .

অর্থাৎ অতপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি ঐ ভূ-খণ্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর লাগাতার পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম। (সূরা হুদ ঃ ৮২)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভয় করি লূত সম্প্রদায়ের কুকর্মের।'

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি কওমে লূতের অপকর্ম করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি লানত করেন।' এ কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

মুসনাদে আহমাদে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যদি কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কর্মে লিপ্ত পাও, তাহলে কর্তা ও কৃত উভয়কে হত্যা করে ফেলবে।'

সাহাবায়ে কেরাম সমকামীদের আগুনে পুড়িয়ে মারতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'কোনো সমকামী যদি তওবাবিহীন মারা যায়, তাহলে কবরে তার দেহাবয়ব শুকরের আকৃতি ধারণ করে।' সুতরাং কেউ যদি এমন জঘণ্য কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে, কখনো শয়তানের প্ররোচনায় এমন কাজে জড়িয়ে থাকে, তার অনতিবিলম্বে তওবা ও এস্তেগফার করা জরুরী। সীমাহীন ক্ষমার আধার আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মানোবাক্যে অতীত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা জরুরী।

তাই বোনেরা! আসুন! তওবা করুন! অযাচিত চিঠিপত্র, মোবাইল নম্বর ছুড়ে ফেলুন। গানবাদ্যের সিডি, ভিসিডি, টেলিফিল্ম, সিনেমা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন। দুনিয়াকে জানিয়ে দিন, আপনাদের প্রেম ও ভালোবাসা কেবল রাব্বুল আলামিনের জন্য। তাঁর ভালোবাসার বিপরীতে সবকিছু আপনাদের কাছে তুচ্ছ। আজকের সেলিব্রেটিদের কাছে পরিস্কার করে দিন, 'শয়তান ও নফসের পূজার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যই আপনাদের কাছে অধিক অগ্রগণ্য। আর আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার এই ত্যাগ ও কুরবানী বৃথা যাবে না যেমন বৃথা যায়নি অতীতে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও আপনাকে পুরস্কৃত করবেন আর আখেরাতের অনন্ত পুরস্কার তো রয়েছেই।

পবিত্রতার পুরস্কার

ইমাম দিমাশকী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'মাতালিউল বুদুরে' পবিত্রতার পুরস্কার শীর্ষক একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তৎকালিন কায়রোর আমীর ছিলেন সুজাউদ্দিন সারজী। তিনি ঘটনাটির মূল বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, একবার আমি এক বৃদ্ধের সাথে মাটিতে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। বৃদ্ধের চেহারা ছিল কুৎসিত ও বিশ্রী। এ সময় তার কাছে তার সন্তানরা এল। ওদের চেহারা অতি উজ্জ্বল, সুন্দর। পিতা ও সন্তানের এমন অমিল আমার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করল। আমি বৃদ্ধের কাছে তার সন্তানদের ব্যাপারে আমার কৌতুহলের কথা প্রকাশ করলাম। তিনি জবাব দিলেন, তাদের মা ইউরোপিয়ান। জন্মসূত্রে ফ্রান্সিস। ওরা তাদের মায়ের রূপ পেয়েছে। তাদের মায়ের সাথে আমার সম্পর্কেরও দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে।

বৃদ্ধের কথায় আমার কৌতুহল আরো বেড়ে গেল। আমি তার কাছে কাহিনী জানতে চাইলাম। তিনি ঘটনা বর্ণনা শুরু করলেন, একবার আমি সিরিয়ায় গেলাম। তখন আমি যুবক। সিরিয়া তখন খৃষ্টান প্রধান এলাকা ও তাদেরই শাসনাধীন ছিল। সেখানে গিয়ে আমি একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কাতান কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। একদিন আমি দোকানে বসে আছি, ইত্যবসরে এক অনিন্দ্য সুন্দরী আমার দোকানে প্রবেশ

করল। তার রূপ সৌন্দর্যে আমি বিমোহিত হলাম। তার কাছে কাপড় বিক্রি করলাম এবং মূল্যে বেশ ছাড় দিলাম। কিছুদিন পর সে পুনরায় আমার দোকানে এল। সেদিনও তার কাছে আমি অনেক কম মূল্য রাখলাম। এভাবে সে যখনই আসত আমি বেশ মূল্য ছাড় দিতাম। নানা কৌশলে তার সাথে কথা দীর্ঘ করতে চাইতাম।

এক পর্যায়ে সে বুঝে ফেলল যে, আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। ধীরে ধীরে তার প্রেম ও বিরহ আমাকে অস্থির করে তুলল। আমি দিশেহারা বোধ করতে লাগলাম। তাকে পাওয়ার কামনা আমাকে উম্মাদ করে তুলল। তার সাথে একজন বৃদ্ধ মহিলা আসত। বৃদ্ধা তার মা। আমি তাকে গিয়ে ধরলাম। তার কাছে আমার অস্থির অবস্থা খুলে বললাম। যে কোনো মূল্যে তার কন্যার সাথে আমার যোগাযোগের পথ তৈরি করে দিতে বৃদ্ধাকে অনুরোধ করলাম। বৃদ্ধা বলল, তুমি কি জান, সে অমুক খৃষ্টান কমাণ্ডারের স্ত্রী? কমাণ্ডার যদি তোমার এ প্রস্তাব জানতে পারে তাহলে কী পরিণতি হবে? সে আমাদের তিনজনকেই হত্যা করবে।

বৃদ্ধার কথায় আমি হতাশ হলাম না। আমি তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। অবশেষে সে আমার কাছে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দাবী করল। তা দিতে পারলে কমাণ্ডারের স্ত্রীকে আমার ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। আমি অনেক চেষ্টা-তদবীর করে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা জমা করে বৃদ্ধাকে দিলাম।

প্রথম রাত ঃ সেই রাতে আমি নিজের ঘরে আমার কাঙ্খিত প্রেয়সীর অপেক্ষায়। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে এলে আমরা একসাথে খানা খেলাম। তারপর গল্প-গুজবের ভেতর দিয়ে রাতের কিছু অংশ পেরিয়ে গেল। এক পর্যায়ে আমার মনে ভাবনার উদয় হল, তুই কি আল্লাহর সামনে অপকর্মে লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করিস না? দুনিয়ায় সামান্য কয়দিনের জন্য তুই একজন মুসাফির। তারপর তো তোকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। একজন খৃষ্টান রমণীর সাথে যিনা করে তুই কি আল্লাহর নাফরমানী করবি?

এই ভাব উদয় হতেই আমি আকাশের দিকে চেয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনার লজ্জায় ও শাস্তির ভয়ে এই নারী থেকে আমি পবিত্র থাকব। এরপর আমি অন্য বিছানায় চলে গেলাম।

রমণী আমাকে উঠে যেতে দেখে রাগে অপমানে বিদ্ধ হয়ে সেও তার গন্তব্যে চলে গেল।

সকালে আমি আমার দোকানে গেলাম। দুপুরবেলা সেই রমণী আমার দোকানের সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তখনো সে আমার প্রতি রাগান্বিত। আমি চেয়ে দেখলাম, আহা! কী চাঁদের মতো অপরূপ চেহারা! মনে মনে নিজেকে বললাম, তুই এমন কী পবিত্র হয়ে গেছিস যে তোকে এমন মোহনীয় রূপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে? তুই কি আবু বকর, ওমর কিংবা জুনাঈদ বাগদাদী বা হাসান বসরী হয়ে গেছিস?

রাতের ঘটনার জন্য মনে খুব আফসোস হল। আবার তাকে পাওয়ার উম্মাদনা আমায় পেয়ে বসল। ফলে আমি আবার বৃদ্ধাকে গিয়ে ধরলাম। বললাম, আজ রাতেও তাকে নিয়ে আসুন না!

বৃদ্ধা জবাব দিল, মাসীহের কসম! এবার সে একশত স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া কিছুতেই আসতে সম্মত হবে না।

আমি বললাম, তাই দেব। তবু নিয়ে আসুন। তারপর অনেক কষ্ট করে একশত স্বর্ণমুদ্রা যোগাড় করে বৃদ্ধাকে দিলাম।

দ্বিতীয় রাত ঃ সেদিন রাত হলে আমি নিজ ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে ঘরে প্রবেশ করতেই মনে হল যেন পূর্ণিমার চাঁদ আমার ঘরে উদিত হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে সে যখন বসল তখন আমার মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হল। বারবার মনে হতে লাগল, কিভাবে আমি একজন খৃষ্টান কাফের রমণীর সাথে যিনা করে আল্লাহর নাফরমানী করতে পারি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ভয়ে আমি তাকে স্পর্শ করিনি। তার থেকে নিজেকে নিবৃত রাখি।

পরদিন সকালে আমি দোকানে গেলাম। আমার মনে তখনো সেই রমণীর কল্পনা। দুপুর বেলা সে রাগান্বিত অবস্থায় আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাকে দেখে পুনরায় আমার মনে কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠল। তাকে কাছে পেয়েও দূরে ঠেলে দেয়ার মতো বোকামীর জন্য মনে আফসোস হতে লাগল। আবার সেই বৃদ্ধাকে গিয়ে জোর করে ধরলাম।

বৃদ্ধা বলল, এবার সে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আসতে সম্মত হবে না। কাজেই হয় তা দিতে হবে, নয়ত তোমাকে কামনার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে।

আমি বললাম, তাই হবে। ঐ অর্থই দিব। ওদিকে আমি টাকা জোগাড় করতে দোকান ও দোকানের সব মালামাল বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা করলাম; শুধুমাত্র একটি রাতের জন্য ঐ রমণীকে পাওয়ার কামনায়। সে মোতাবেক কথাবার্তা চলছিল; ইত্যবসরে বাজারে খৃষ্টান এক ঘোষক ঘোষণা করল, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে আমাদের সন্ধি ভেঙ্গে গেছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ তোমাদের অবকাশ দেয়া হল। এর মধ্যে তোমরা অত্র অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর যাকেই এই অঞ্চলে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।'

এই ঘোষণার পর সেখানে থাকা আমার জন্য সম্ভব ছিল না। আমি আমার প্রয়োজনীয় সামানাদি সঙ্গে করে সিরিয়া ছাড়লাম। আর ওদিকে সেই রমণীর জন্য আমার হৃদয়ে আফসোস ও অনুরাগ রয়েই গেল। সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর আমি বাদী কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করলাম, যেন সেই রমণীর প্রতি যে অনুরাগ জন্ম নিয়েছিল সুন্দরী বাদীদের সংস্পর্শে তা হ্রাস পায়। এভাবে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হল।

তারপর হিত্তিনের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল। মুসলমানরা পুনরায় উপকূলীয় এলাকার অধিকার ফিরে পেল। তখন আমার কাছে বাদশাহ নাসেরের জন্য একটি বাদী চাওয়া হল। আমার কাছে বেশ সুন্দরী কিছু বাদী ছিল। লোকেরা আমার কাছ থেকে একটি বাদী একশত স্বর্ণমুদ্রায় কিনে নিয়ে গেল। নব্বই মুদ্রা তাৎক্ষণিক পরিশোধ করল। আর অবশিষ্ট

দশ মুদ্রার বিষয়ে বলা হল, আমাকে একটি নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে যেতে যেখানে ফ্রান্সের খৃষ্টান যুদ্ধবন্দী নারীরা ছিল। সেখানে যাওয়ার পর আমাকে বলা হল, দশ মুদ্রার পরিবর্তে এখান থেকে যাকে ইচ্ছা তুমি নিয়ে যেতে পার।

কামরার দরজা খুলে দেয়া হলে সেখানে আমি সেই ফ্রান্সিস রমণীকে দেখতে পেলাম। তাকে নিয়ে আমি বাড়ি এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে চিনতে পেরেছ? সে বলল, না। চিনতে পারিনি। বললাম, 'আমি তোমার সেই প্রেমিক যার কাছ থেকে তুমি একশত পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলে আর বলেছিলে আরো পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা না দিলে তুমি আমার কাছে সাময়িক সময়ের জন্যও আসতে সন্তুষ্ট হবে না। দেখেছ! আজ আমি তোমাকে স্থায়ীভাবে মাত্র দশ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কিনে নিলাম!'

আমার মালিকানায় আসার পর সে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং চমৎকারভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে চলতে লাগল। ফলে আমি তাকে বিয়ে করলাম। ওদিকে সে তার মায়ের সাথেও যোগাযোগ করল। কিছুদিন পর একদিন তার মা তার কাছে একটি বাক্স পাঠাল। খুলে দেখলাম, সেই দু'টি থলে যা আমি তাকে দিয়েছিলাম। একটিতে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা। অপরটিতে একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং সেই পোষাক যে পোষাকে প্রথমবার আমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই যে দেখছেন সন্তানদের, এরা সেই মায়ের সন্তান। সেই এখন আপনার জন্য রাতের খানা রান্না করেছে।

এভাবেই যে বান্দা আল্লাহর জন্য কোনো কিছু বর্জন করে আল্লাহ তাআলা তাকে তার চেয়েও উত্তম বদলা দান করেন। মানুষ কখনো মানুষ থেকে নির্জনতা অবলম্বন করতে পারে, মানুষ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। সকলের দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে গোনাহ করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা থেকে লুকানো কিভাবে সম্ভব? তার আড়ালে নাফরমানী করা কী করে সম্ভব?

সলিল সমাধি বরণ, তবু....

পবিত্র রমণীগণ কখনো বেপর্দা হন না। তারা তাদের সম্ভ্রমকে কখনো কলুষিত হতে দেন না। প্রয়োজনে তারা জীবন দিতে সম্মত হন, তবু সম্মানহানি ঘটাতে তারা সম্মত হন না।

ইমাম খাত্তাবী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'আদালাতুস সামা'য় ঘটনা বর্ণনা করেন যে, প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে এক ব্যক্তির বসবাস ছিল। সে কসাইয়ের কাজ করত। গোশত বিক্রি করা ছিল তার পেশা। প্রতিদিন ফজরের আগে সে দোকানে গিয়ে গরু জবাই করে বাড়ি ফিরে আসত। সূর্যোদয় হওয়ার পর দোকান খুলে গোশত বিক্রি শুরু করত।

একদিন রাতের শেষ প্রহরে গরু জবাই করে অন্ধকারে বাড়ির দিকে আসছিল। তার পোষাক ছিল রক্তে রঞ্জিত। পথিমধ্যে একটি অন্ধকার গলি থেকে সে কারো আর্ত-চিৎকার শুনতে পেল। এতে সে তৎক্ষণাত সেদিকে মনোযোগী হল। সেদিকে যেতেই একটি নিথর দেহের উপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চেয়ে দেখল রক্তাক্ত একটি দেহ পড়ে আছে। দেহে অনেকবার আঘাত করা হয়েছে। রক্ত চারদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘাতক দেহে ছুরি ঢুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কসাই দেহ থেকে ছুরিটি টেনে বের করল। দেহ উঠিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আহত লোকটিকে সে সহযোগিতা করতে চাইল। ক্ষত স্থানের রক্ত কসাইয়ের পোষাককে রঞ্জিত করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লোকটিতে উঠাতে না উঠাতেই সে মৃত্যুবরণ করল।

ইতিমধ্যে সেখানে কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল। তারা যখন কসাইয়ের হাতে রক্ত মাখা ছুরি ও তার পেষাক রক্তে রঞ্জিত দেখল এবং তাকে ভীতসন্ত্রস্ত লক্ষ্য করল তখন তাকেই ঘাতক বলে অভিযুক্ত করল। আদালতে মামলা ওঠলে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক তার ফাঁসির আদেশ দিলেন। কসাইয়ের নিরাপরাধ দাবী কেউ বিশ্বাস করল না। কসাইকে যখন ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে পড়ল তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে লোকেরা! তোমরা

শুনে রাখ! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এই লোকটিকে আমি হত্যা করিনি, কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অন্য একজনকে হত্যা করেছিলাম। আজ সেই হত্যার জন্যই আমাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা হচ্ছে।

তারপর সে তার অতীত হত্যার বিবরণ দিল। বলল, আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম একজন পরিপূর্ণ যুবক। নৌকার মাঝি হিসেবে কাজ করতাম। মানুষদেরকে নদী পার করে দিতাম।

একদিন একজন ধনাঢ্য ঘরের এক যুবতী ও তার মা ঘাটে এলে আমি তাদের পার করে দিলাম। কয়েক দিন পর তারা পুনরায় এলে সেদিনও তাদের পার করে দিলাম। এভাবে কয়েক বার তাদের সাথে দেখা হতে হতে ধীরে ধীরে সেই যুবতীর প্রতি আমার হৃদয়ে প্রেম জেগে ওঠল। যুবতীর হৃদয়েও আমার প্রতি অনুরাগ জন্ম নিল। দেখা-সাক্ষাতে আমাদের দিনকাল ভালোই কাটছিল। একদিন আমি তার ধনী পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। কিন্তু আমি দরিদ্র বলে তিনি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। এরপর সেই যুবতীর সাথে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। দীর্ঘদিন তাকে বা তার মাকে আর দেখতে পেলাম না। যদিও তার প্রতি আমার আবেগ অনুরাগ আগের মতোই রইল।

দু'তিন বছর পরের ঘটনা। আমি নদীতে তখনও নৌকা চালাই। একদিন যাত্রীর অপেক্ষায় নদীর পাড়ে বসে আছি। ইত্যবসরে একজন মহিলা এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে নদী পারাপারের জন্য এল। ওপাড়ে পৌছে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করল। আমি তাদের নৌকায় উঠিয়ে নিলাম। নৌকা নদীর মাঝামাঝি এসে পৌছলে মহিলার চেহারার দিকে আমার চোখ পড়ল। প্রথম দর্শনে অতটা ভাল করে খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন দেখি, হায়! এতো আমার সাবেক প্রেমিকা, যার পিতা তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বহুদিন পর তাকে দেখে আমার মন আনন্দে নেচে ওঠল। তাকে আমি আমাদের পূর্ব প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলাম। তার সাথে আমার পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো এক এক করে মনে করিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে

গাম্ভীর্য ও শিষ্টাচার বজায় রেখে আমার প্রতিটি কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছিল। সে আমাকে জানাল যে, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং শিশুটিকে দেখিয়ে বলল, এই তার সন্তান। তার সম্ভ্রম বজায় রেখে কথাবার্তা ও এরপর তার বিয়ের খবর শুনে এমনিতেই আমার রাগ ওঠে গেল, অধিকন্তু শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দিল। মনে মনে তাকে পাওয়ার বাসনা জাগিয়ে তুলল। কু-মতলব নিয়ে আমি তার কাছাকাছি হলাম। আমার হাবভাব আঁচ করতে পেরে সে চিৎকার করে ওঠল। আমাকে সে আল্লাহর কসম দিয়ে বদ মতলব থেকে নিবৃত থাকতে কাকুতি মিনতি করল। কিন্তু আমি তার কোনো কাকুতি-মিনতিতে ভ্রুক্ষেপ করলাম না। আমি জোর খাটাতে লাগলাম আর সে সাধ্যমত আমাকে বাধা দিতে লাগল। ওদিকে মায়ের নিদারুণ অবস্থা দর্শনে শিশুটি কান্না জুড়ে দিল। শিশুর কান্নায় আমার বিরক্তি চরমে পৌছল। শিশুটিকে ধরে পানির কাছে নিয়ে মাকে বললাম, যদি তুমি আমাকে সুযোগ না দাও তাহলে একে এখনই মৃত্যুর ঘাটে পৌছে দিব। সে কাঁদছিল, বারবার করুণা প্রার্থনা করছিল। বিভিন্ন ওসীলা দিয়ে দয়া ভিক্ষা চাইছিল, কিন্তু কিছুতেই আমার আহবানে সাড়া দিচ্ছিল না। ফলে আমি শিশুটির মাথা পানিয়ে চুবিয়ে দিয়ে তার গলা চেপে ধরলাম। মায়ের চোখের সামনে সন্তানের নির্মম পরিণতি! মা তা সহ্য করতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল। শিশুটি মৃত্যু যন্ত্রণায় হাত-পা ছুড়ছিল। ধীরে ধীরে শিশুর দেহ নিথর হয়ে এল। চিরদিনের জন্য শান্ত, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। উঠিয়ে দেখলাম, সে মারা গেছে। কাজেই তার নিথর লাশটি প্রবল আক্রোশে পানিতে ছুড়ে মারলাম। তারপর পুনরায় মায়ের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। সে পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমাকে বাধা দিতে লাগল। তার চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠল। আমি তার চুল মুঠি দিয়ে ধরে তার মাথাও পানিতে চুবিয়ে আবার উপরে তুললাম। এভাবে বারবার তাকে চুবাতে লাগলাম। তারপরও সে আমার আহবানে সাড়া দিতে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না। এক সময় আমার হাতও দুর্বল হয়ে এলে আমি তার মাথা চুবিয়েই রাখলাম। ছটফট করতে করতে এক সময় সে থেমে গেল। সেও মৃত্যুবরণ করল। ফলে তার দেহও আমি পানিতে ফেলে দিলাম। মা ও সন্তানকে মৃত্যুর ঘাটিতে পৌছে দিয়ে আমি আমার গন্তব্যে ফিরে এলাম। কেউ আমার সেই অপরাধ কখনো

জানতে পারেনি। পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকলকে সুযোগ দেন। কিন্তু তাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। মূলত সেই অপরাধের কারণেই আজ আমাকে হত্যা করা হচ্ছে।

সমবেত জনতা এই করুণ কাহিনী শুনে আর্তনাদ করে ওঠল। সকলের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তারপর সেই কসাইয়ের মাথা কেটে ফেলা হল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.

অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে জালেমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে উদাসীন মনে কর না। তিনি তো কেবল সুযোগ দিয়ে রেখেছেন সেদিন যেদিন সবার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪২)

আমার ভাই ও বোনেরা! ভেবে দেখুন! সেই পবিত্র রমণীর কথা যার সন্তানকে তার সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তিনি নিজেও নির্মম মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছেন। তারপরও নিজের ইজ্জতকে লুটিয়ে দিতে সম্মত হননি। মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করতে রাজি হননি। এই হচ্ছে পবিত্র রমণীদের জীবন্ত ইতিহাস। হাজার বছর পরও যারা অমর। আজও তাদের স্মৃতি চির অম্লান।

একজন পবিত্র ফেরিওয়ালার কাহিনী

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. 'মাওয়ায়েজ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, একজন দরিদ্র যুবক রাস্তায় ফেরি করে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করত। একদিন সে এক বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে জনৈক মহিলা তাকে ডাক দিল এবং একটি পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। যুবক তার গুণগতমান ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত করলে মহিলা পণ্য দেখবে বলে তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে বলল।

যুবক ভেতরে ঢুকলে মহিলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে যুবককে যিনার প্রতি আহবান জানাল। যুবক তার প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে চিৎকার দিতে গেলে উল্টো মহিলা তাকে শাসিয়ে আল্লাহর কসম দিয়ে বলল, তুমি যদি আমার কথা মোতাবেক কাজ না কর তাহলে আমিই এখন চিৎকার করব। তারপর লোক জড়ো হলে বলব, এই যুবক জোর করে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর আরও যা বলার বলব। তখন তোমার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু কিংবা হাজতখানা অপেক্ষা করবে। কারণ তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কাজেই স্বেচ্ছায় আমার আহবানে সাড়া দাও।

যুবকও মহিলাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বহুভাবে বুঝাতে চেষ্টা করল। বহুভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বুঝানোর পরও মহিলা নাছোড়বান্দী। কিছুতেই সে বুঝতে চায় না। অবশেষে যুবক তাকে বলল, ঠিক আছে। আমাকে একটু এস্তেঞ্জাখানায় যেতে হবে। সেখানে প্রবেশ করে যুবক সারা গায়ে ও পোষাকে মলমূত্র মাখল। হাত, পা আপাদমস্তক নর্দমা লাগিয়ে সে এস্তেঞ্জাখানা থেকে বের হল। তার এই মলমূত্রমাখা অবস্থা দেখে মহিলা চিৎকার করে ওঠল। তার পণ্যসামগ্রী ছুড়ে মেরে তাকে তৎক্ষণাত বাড়ি থেকে বের করে দিল।

যুবক বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামল। পেছন থেকে তাকে দেখে ছেলে-ছোকড়ার দল পাগল পাগল বলে চেঁচাতে লাগল। বাড়ি পৌছে যুবক সব ধুয়ে পরিষ্কার করল। তারপর ভাল করে গোসল করল। এরপর আল্লাহ তাআলার কুদরতে যুবকের দেহ থেকে এমন সুঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াল যে মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত রইল।

আজ কোথায় সেই পবিত্রতা? আজ যুবক-যুবতীদের থেকে এই পবিত্রতা বোধ কোথায় হারিয়ে গেল? আজ তারা মোবাইলে সামান্য সময় কথা বলা কিংবা কোনো উপহার দেয়া কিংবা ফাসেক-পাপিষ্ঠের মিষ্টি-মধুর কথার ছলে ও বিনিময়ে নিজেদের ইজ্জতকে বিক্রি করে দিচ্ছে! মুনাফিকের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদেরকে তারা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে!

তওবা ও পবিত্রতার গল্প

"তাওয়াবিন" নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বর্ণনা করেন, একবার কিছু লম্পট ব্যক্তি এক নারীকে বিখ্যাত আবেদ হযরত রাবি বিন খায়সামকে ধোঁকা দিতে ও ফেতনায় ফেলতে প্রস্তাব করল। তাকে বলল, সে যদি তা করতে পারে তাহলে তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হবে। ঐ মহিলা প্রস্তাব গ্রহণ করে অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। এরপর বিভিন্ন পারফিউম-সুগন্ধি মেখে রাবি বিন খায়সামের মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে দাঁড়িয়ে রইল। মহিলার ব্যাপার-সেপার রাবি বিন খায়সামের কাছে অদ্ভুত ও সন্দেহজনক মনে হল। তিনি মহিলার মতিগতি ধরে ফেললেন। মহিলাও বুঝতে পারল, তিনি যে তার উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছেন। তাই সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ! যদি তুমি এখন জ্বরাক্রান্ত হও আর তোমার রূপ-লাবণ্য সব নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে? যদি মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার কাছে অবতরণ করে আর তোমার কণ্ঠনালীকে ছিড়ে ফেলে, তাহলে তোমার কী পরিণতি হবে? মুনকার-নাকীর যদি তোমার সাথে কঠোর আচরণ করে, তাহলে তোমার হাশর কী হবে? তাঁর কথা শুনে মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে পালিয়ে গেল। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতে কাটাল।

আজালী রহ. তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন, মক্কায় এক সুন্দর রমণীর বসবাস ছিল। সে ছিল বিবাহিত। একদিন আয়নায় সে তার চেহারা দেখে স্বামীকে বলল, তুমি কি মনে কর এমন চেহারা কেউ দেখবে আর ফেতনায় পড়বে না? স্বামী বলল, হ্যাঁ। মনে করি। মহিলা বলল, কে সে? স্বামী জবাব দিল, তিনি উবায়েদ বিন উমায়ের; মক্কার প্রশিদ্ধ আবেদ ব্যক্তি। মহিলা তার স্বামীকে বলল, আমি কি তার সামনে নিজেকে প্রকাশ করে তাকে পরীক্ষা করতে পারি? বেহায়া স্ত্রীর বেহায়া স্বামী! সে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে তার অনুমতি দিলাম।

এবার সেই মহিলা প্রশ্নকারীর ভান করে উবায়েদ বিন উমায়েরের কাছে আসল। তিনি মসজিদে হারামের এক কোণে মহিলার সাথে মিলিত হলেন। সুযোগ বুঝে মহিলা তার চাঁদের মতো সুন্দর চেহারার উপর

থেকে নেকাব সরিয়ে ফেলল। উবায়েদ বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! চেহারা ঢাক আর আল্লাহকে ভয় কর। মহিলা বলল, আমি আপনাকে পেতে চাই। উবায়েদ বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। যদি তুমি সত্য কথা বলে উত্তর দাও, তাহলে তোমার প্রস্তাবে ভেবে দেখব। মহিলা বলল, আপনি যা জিজ্ঞাসা করার করেন, আমি সব সত্য উত্তর দিব।

উবায়েদ বললেন, আমাকে তুমি বল! যদি মালাকুল মওত তোমার রূহ কবযা করেন, তাহলে আমি তোমার চাহিদা পূরণ করলে তা কি তোমার জন্য কল্যাণকর হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, তোমাকে যদি কবরে দাফন করা হয় আর তোমাকে প্রশ্ন করার জন্যে সেখানে বসানো হয় তাহলে আমি তোমার চাহিদা পূরণ করলে তা কি সেখানে তোমার জন্য সুবিধাজনক হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, সকল মানুষকে যদি তাদের আমলনামা দেয়া হয়, তুমি জান না, তোমার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে নাকি বাম হাতে দেয়া হবে, তখন আমি তোমার চাহিদা পূরণ করেছি বলে কি তোমার জন্য আমলনামা ডান হাতে পাওয়া সহজ হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, তুমি যদি পুলসিরাত পার হতে চাও। তুমি জান না, তুমি মুক্তি পাবে নাকি পাবেন না। তখন আমি তোমার চাহিদা পূরণ করেছি বলে কি তোমার জন্য পুলসিরাত পার হওয়া সহজ হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, যখন তোমার আমলনামা ওযন করার জন্য মিযান আনা হবে। তুমি জান না তোমার আমলনালা হালকা হবে নাকি ভারী হবে। তখন আমি তোমার চাহিদা পূরণ করেছি বলে কি তোমার জন্য তখন তা সহজ হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, তোমাকে যদি আল্লাহ তাআলার সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দাঁড় করানো হয়। তখন আমি তোমার চাহিদা পূরণ করেছি বলে কি তোমার জন্য তখন তা সহজ হবে? সে জবাব দিল, না।

উবায়েদ বললেন, তাহলে আল্লাহর বান্দী! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৌন্দর্যের নেয়ামত দান করেছেন। তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তাঁর শোকরিয়া আদায় কর।

উবায়েদের কথা শুনে মহিলার সামনে সত্যের দুয়ার খুলে গেল। এতকাল যে নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল সে এবার তার স্বামীর কাছে ফিরে এল। স্বামী জিজ্ঞেস করল, কী করেছ? সে জবাব দিল, তুমি একটা অকর্মণ্য। আমিও অকর্মণ্য। লোকেরা ইবাদত করছে আর আখেরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর তুমি আমি বহাল তবিয়তে বসে আছি। এরপর তারা উভয়ে তওবা করল এবং মৃত্যু পর্যন্ত নামায, রোযা ও ইবাদতে কাটিয়ে দিল।

প্রিয় বোনেরা! আজ কথা এখানেই শেষ। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকেও তওবা করার তাওফিক দান করেন এবং তাঁর দীনের জন্য কবুল করেন।

বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে বলে যাই, হে প্রজন্মের জননী ও মানুষ গড়ার কারিগর আমার মা-বোনেরা! যা কিছু বললাম, তা আমার হৃদয় থেকে বললাম। দিল খুলেই মনের কথাগুলো বলে গেলাম। সততার সাথে, নিরপেক্ষভাবে আমি আপনার সুদৃষ্টি ও মঙ্গল কামনা করি। দুআ করি, আল্লাহ আপনাকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হিফাজত করেন এবং আপনাকে আপনার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, আপনার সন্তানদের জন্য বরকতময় করেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার পছন্দ ও সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফিক দান করুন।

জান্নাতের রমণীদের সর্দার

الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار .. وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار .. وجعل الدار الآخرة هي دار القرار .. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار .. ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطار .. وسبق رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار ..أحمده على نعمه الغزار ..وأشكره وفضله على من شكر مدرار ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار ..الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وسلم .. صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والأبكار..

প্রিয় বোনেরা!

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করবো রাসুলুল্লাহ সা. এর একজন স্নেহশীল, সচেতন ও আদর্শ পিতা হিসেবে স্বীয় কন্যার সাথে কী আচরণ করতেন, জান্নাতের রমণীদের সর্দারের সাথে কেমন আচরণ করতেন, নবীজির সাথে তাঁর কলিজার টুকরা কন্যার কেমন সম্পর্ক ছিল। আজ হযরত ফাতিমাতুজ জাহরার আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব, যিনি কেবল একজন মহান পিতার কন্যাই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন মহিয়সী নারীরও কন্যা। তাঁর মা ছিলেন সেই নারী যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষ যার সম্পদ দ্বারা ইসলাম উপকৃত হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি.। আজ আমরা বাবা ও কন্যার এমন কিছু ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই যা যুগে যুগে দুনিয়ার সকল বাবা ও কন্যার জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় হতে পারে। বর্তমানের মেয়েরা এ থেকে জানতে পারবেন, পিতার সাথে আপনাদের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত।

হযরত ফাতিমা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সা.এর কলিজার টুকরা, জান্নাতের যুবকদের দুই সর্দার হযরত হাসান ও হুসাইনের জননী, প্রখ্যাত মুজাহিদ সাহাবি খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী বিন আবি তালিবের স্ত্রী। নবী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নবীজির সাথে চেহারা-ছবি ও আচার-আচরণে ফাতিমার মিল ছিল সর্বাধিক।

ফাতিমার প্রতি নবীজির ভালোবাসা

একদিন হযরত ফাতিমা রা. রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে আগমন করলেন। নবীজি তখন তাঁর স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শোয়ে আছেন। সময়টা ছিল রাসূলুল্লাহ সা.এর জীবনের ক্রান্তিলগ্ন। ফাতিমা নবীজির কাছে এসে বসলেন। অন্য সময় ফাতিমা যদি নবীজির কাছে আসতেন তিনি তাঁকে কাছে টেনে তাঁকে চুমু খেতেন ও নিজের সাথে বসাতেন। তেমনি নবীজিও কখনো ফাতিমাকে দেখতে গেলে ফাতিমা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রিয় বাবাকে চুমু খেতেন ও নিজের জায়গায় বসাতেন। কিন্তু আজ নবীজির জীবনের ক্রান্তিলগ্ন। অসুস্থতার দরুণ তিনি জায়গা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয়ার সাধ্য তাঁর ছিল না।

সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, সেদিন হযরত ফাতিমা আমাদের কাছে এলেন। তাঁর হাঁটার ধরণ ছিল অবিকল রাসূলুল্লাহ সা.এর মতো। কিন্তু সব সময়ের মতো আজ নবীজি তাঁর কলিজার টুকরাকে বুকে জড়িয়ে নিতে পারলেন না। তিনি তাঁর জন্য দাঁড়াতে পারলেন না। কারণ আজ তিনি অসুস্থ। আজ তিনি জীবনের অন্তিম শয্যায় উপনীত। ফাতিমা এসে নবীজির কাছে বসলেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'আমার আদরের কন্যাকে স্বাগতম!' তারপর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে গোপনে কথা বলার জন্য কাছে টেনে নিলেন। তাঁর কানে কানে কিছু একটা বললেন। ফলে ফাতিমা কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি যখন কাঁদতে শুরু করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সা. পুনরায় তাঁকে

কাছে আসতে বলে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। ফলে ফাতিমা এবার হাসলেন।

হযরত আয়েশা বলেন, আল্লাহর কসম! সেদিনের কান্না-হাসির মতো বিস্ময় আমার আর কখনো জাগেনি। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আমি ফাতিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সা. আপনাকে কি বললেন, যদ্দরুণ আপনি প্রথমে কাঁদলেন, তারপর আবার কি বললেন যা শুনে আপনি হাঁসলেন? তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহর গোপন কথা আমি কিছুতেই প্রকাশ করতে পারি না।' তারপর বহুদিন পর রাসূলুল্লাহ সা. যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তখন আয়েশা পুনরায় ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নবীকন্যা! রাসূলুল্লাহ সা. সেদিন আপনাকে কী বলেছিলেন? এবার তিনি জবাব দিলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছিলেন, 'হে প্রিয় মেয়ে আমার! জিবরাইল প্রতি বছর আমার সাথে একবার কুরআনে কারীমের দাওর করেন, কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার দাওর করেছেন। আমি মনে করি, আমার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আসন্ন। এটা তারই আলামত।' রাসূলুল্লার এ কথা শুনে আমি কাঁদলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি শুনে খুশি হবে না যে, তুমি হবে জান্নাতের রমণীদের সর্দার? এ কথা শুনে আমি হাসলাম। কারণ এতো ছিল সুসংবাদ।'

রাসূলুল্লাহ সা. সব সময় ফাতিমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির খোঁজ-খবর রাখতেন। এমনকি হযরত আলীর সাথে তাঁর বিবাহের পরও তাঁর এ দৃষ্টিতে এতটুকু ভাটা পড়েনি। কেবল সন্তানের দুনিয়াই নয়, তার আখেরাতের সফলতার প্রতিও রাসূলুল্লাহর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

স্বামীর সংসারে নবীজির কলিজার টুকরা

একবার রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এল। হযরত আলী রা. তা জানতে পেলেন। ক'দিন আগেই ফাতিমার সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত

হয়েছে। ঘরের কাজ ফাতিমাকেই করতে হত। ফাতিমা নিজ হাতে চাক্কী ঘুরাতেন। আস্তাবলে ঘোড়ার খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তখনকার দিনের পরিস্থিতি তো আর বর্তমানের মতো ছিল না। তখন রান্নাবান্না বা খাওয়ার জন্য পানির প্রয়োজন হলে কলস নিয়ে কুয়ার পাড়ে যেতে হত। তারপর কুয়া থেকে পানি উঠিয়ে পিঠে করে আনতে হত। স্বভাবতই ঘরের বউ হিসেবে ফাতিমাকেই এসব কাজ করতে হত। ফাতিমা নিজ হাতে দানাপানি একত্র করে ঘোড়ার খাবার তৈরি করতেন। গম ভাঙ্গিয়ে আটা তৈরি করতেন। এখন তো নিজের পরিধানের কাপড়টিও নিজ হাতে ধুতে হয় না। ওয়াশিং মেশিন কাপড় কাচার কাজ আঞ্জাম দেয়। অথচ সে যুগে কাপড় ধৌত করতে হলে কুয়ার পাড়ে নিয়ে ধৌত করতে হত। আর আটা-ময়দা তো এখন হাতের নাগালেই থাকে। সাধারণ মানুষ নিজ হাতে পিষে আটা-ময়দা বানানোর দিন তো সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে। পানিও বহন করে আনতে হয় না। হাউজে পানি স্টক করাই থাকে। সে যুগের নারীগণ কত কষ্টে দিন পার করে গেছেন।

যাই হোক, হযরত আলী যুদ্ধবন্দীর বিষয়ে জানতে পেরে ফাতিমাকে বললেন, হে ফাতিমা! তোমার কি ঘরের সব কাজ একাকী করতে কষ্ট হয় না? ফাতিমা বললেন, হয় তো। আলী বললেন, তোমার কি চাক্কী ঘুরাতে, ঘর ঝাড়ু দিতে, পানি টেনে আনতে কষ্ট হয় না? ফাতিমা জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই হয়।' শুধু ফাতিমাই নয়, সে সময় মুসলমানদের স্বাভাবিক অবস্থা এমনই ছিল। সকলকেই ঘরের এসব কাজ নিজেদেরই করতে হত। অমুসলিমদের মাঝে গোলাম-বাদী দিয়ে কাজ করানোর রেওয়াজ থাকলেও মুসলমানদের মধ্যে গোলাম-বাদী কেনার সামর্থ খুব কম লোকেরই ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের দীনহীন জীবনের নমুনা

সাহাবায়ে কেরামের দিন চরম দারিদ্রতার মধ্য দিয়েই কেটেছে। মুসলমানদের বিশ্বজয়ের ধারা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ চরম অভাবের মধ্য দিয়েই দিন পার করেছেন। তাদের সহায়-সম্পদ নিতান্ত

কম ছিল। তাদের কাছে জিহাদ বা দীনি সফর করার খরচ যোগানের মতো অর্থও থাকত না।

কেমন ছিল আলী-ফাতিমার সংসার? বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা ফাতিমার সংসার জীবন কেমন ছিল? জান্নাতী রমণীকুলের সর্দারের দুনিয়ার জীবন কেমন ছিল; তাই শুনুন! একদিন হযরত আলী ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা অনাহারে দিন পার করছেন। মুখে তুলে খাওয়ার মতো তাদের কাছে সামান্য অন্নও ছিল না। অগত্যা হযরত আলী কাজের সন্ধানে বের হলেন। এক ইহুদীর ক্ষেতের কাছে গিয়ে ইহুদীকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে কি কোনো কাজ আছে? আমি তোমার জমিতে কাজ করতে চাই। ইহুদী বলল, ভাল কথা! তাহলে কুয়া থেকে পানি ভরে নিয়ে এস। হযরত আলী কুয়ার নিকটে এলেন। কুয়ার কাছে একটি পানির হাউজ ছিল, যেখানে কুয়া থেকে পানি ভরে রাখা হত। হযরত আলী কুয়া থেকে বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে সেই হাউজে রাখতে লাগলেন। ইহুদীর সাথে তাঁর চুক্তি হয়েছিল যে, প্রতি বালতি উত্তোলন বাবদ সে তাঁকে একটি খেজুর দিবে।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন! ভারী বালতি দিয়ে একজন ক্ষুধার্ত, অনাহারে ক্লান্ত মানুষের জন্য একটি গভীর কুয়া থেকে পানি উঠানোর মধ্যে কী পরিমাণ কষ্ট, পরিশ্রম, আর তার জন্য সামান্য একটু বিনিময়! হযরত আলী অনেক কষ্ট করে এগার বালতি পানি উঠিয়ে বিনিময়ে এগারটি খেজুর হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। বাড়িতে ফিরে দু'জাহানের সর্দারের আদরের দুলালী ফাতিমার হাতে খেজুরগুলো তুলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। এতটুকু খাবারই আজ রোজগার করতে পেরেছি।'

বলছিলাম ফাতিমার কষ্টের কথা! হযরত আলী ফাতিমাকে বললেন, তোমার কি একজন খাদেম প্রয়োজন? ফাতিমা বললেন, অবশ্যই। আলী বললেন, আজ তোমার পিতার কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। কাজেই তুমি তাঁর কাছে যাও। তাঁর কাছে একজন খাদেমের প্রয়োজন ও আবদার জানাও।

স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, অকুণ্ঠ আনুগত্য ও তুষ্টিতে ফাতিমার উপমা ছিল বেনজীর! কখনো স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা তাঁর

কথার বরখেলাফ করতেন না। স্বামীর সকল আদেশ-উপদেশকে শিরোধার্য মনে করতেন।

নারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত

স্বামীর কথায় ফাতিমা রা. রাসূলুল্লাহ সা.এর বাড়ি অভিমুখে চললেন। দরজায় কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ সা.কে বাড়িতে পেলেন না। আয়েশা বাড়িতে ছিলেন। তিনিই দরজা খুললেন। হযরত ফাতিমা ও আয়েশার মাঝে চমৎকার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কারো মনেই অপরের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব বা বিদ্বেষ ছিল না। উভয়েই একে অপরকে ভালোবাসতেন। খোলামেলা কথাবার্তা বলতেন। নবীজির সামনেই ফাতিমা ও আয়েশা খোশগল্পে মেতে উঠতেন। সতীনের কন্যা বলে ফাতিমার প্রতি তাঁর এতটুকু বিদ্বেষ ছিল না। স্বামীর অতি আদরের বলে তাঁর প্রতি কোনো হিংসা ছিল না।

ফাতিমা ঘরে প্রবেশ করে কথাবার্তা বলতে লাগলে কথার ফাঁকে হযরত আয়েশা প্রশ্ন করলেন, তো আজ কী মনে করে আব্বাজানের কাছে আসা? বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি? ফাতিমা জবাব দিলেন, ঘরের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একজন খাদেমের আবদার নিয়ে এসেছিলাম। আয়েশা বললেন, কোনো চিন্তা করতে হবে না। নবীজি ঘরে ফিরলেই আমি আপনার প্রয়োজনের কথা তাঁকে জানাবো।

ফাতিমা বাড়ি ফিরে গেলেন। ওদিকে গভীর রাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে ফিরলেন। সুযোগ বুঝে আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ ফাতিমা এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছিল? আয়েশা জবাব দিলেন, সে বলছিল, ঘরের কাজের চাপে সে ক্লান্ত। তার কষ্ট হচ্ছে। তার একজন খাদেম হলে ভাল হয়।

প্রিয় পাঠক! হযরত ফাতিমার প্রতি আয়েশার এই নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি কিন্তু সঙ্গোপনে নবীজির মনে

ফাতিমার প্রতি কোনো কুধারণা বা হিংসা উস্কে দেয়ার ন্যূনতম অপপ্রয়াস চালাননি, বরং তিনি উল্টো নবীজিকে ফাতিমার প্রয়োজন পূরণে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.কে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন খাদেম ফাতিমার জন্য জরুরী হয়ে গেছে। বাস্তবিকই তাঁর একজন খাদেম প্রয়োজন। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমাকে একজন খাদেম দিন, বরং বলেছেন, ফাতিমার একজন খাদেম প্রয়োজন।

আয়েশার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলী-ফাতিমারর বাড়ির পথ ধরলেন। গিয়ে দরজা কড়া নাড়লেন। কিভাবে দরজা খুলেছিল ? নবীজি কি নিজেই দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন? শেষ পর্যন্ত তিনি কি তাদের খাদেম দিয়েছিলেন? সেই গল্প শুনুন।

আলী-ফাতিমার ঘরে দু'জাহানের সর্দার

আলী ও ফাতিমা ঘরের ভেতর। বাইরে থেকে নবীজি দরজায় কড়া নাড়লেন। কিছুদিন পূর্বেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। হিসেবে নববধূ ও জামাইয়ের সংসার। ভেতর থেকে তারা জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসছি। একটু অপেক্ষা করুন। আমরা আপনারই প্রতীক্ষায়।' রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, 'বরং তোমরাই স্বঅবস্থায় থাক। বিছানা থেকে উঠে আসার প্রয়োজন নেই। আমিই ভিতরে আসছি।' রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে প্রবেশ করে দু'জনের মাঝখানে বসলেন। একপাশে বিছানায় বসে তাঁর আদরের টুকরা কন্যা। আরেক পাশে তাঁর মেয়ের জামাই, তাঁর সন্তানের মতোই স্নেহের চাচাতো ভাই।

তিনি যখন ফাতিমাকে আলীর হাতে তুলে দেন তখন আলীর বয়স মাত্র ২৬ বছর আর রাসূলুল্লাহ সা.এর বয়স তখন ষাট ছুঁই ছুঁই। এক দুই বছরের নয়, রাসূলুল্লাহ সা. ও হযরত আলীর বয়সের বেশ তারতম্য ছিল। ফলে চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের মতোই তিনি তাঁর স্নেহ-আদরে বড় হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা. ও হযরত খাদীজার ঘরে থেকে সন্তানের মতোই হযরত আলী বেড়ে উঠেছেন।

সন্তানের আখেরাতের ফিকিরই একজন আদর্শ পিতার মূল লক্ষ্য

ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় বসে রাসূলুল্লাহ সা. ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। নবীজি প্রশ্ন করলেন, কী প্রয়োজনে গিয়েছিলে? ফাতিমা বললেন, 'আমার একজন খাদেম প্রয়োজন। তাই বলতে গিয়েছিলাম।' রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলব না যা তোমাদের জন্য খাদেম লাভ করা থেকেও বেশি মঙ্গলজনক? ফাতিমা বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, 'যখন তোমরা শোয়ার জন্য বিছানায় যাও তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়। কারণ এটা তোমাদের জন্য একজন খাদেম লাভ করার চেয়েও বেশি কল্যাণকর।'

রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে খাদেমের ব্যাপারে কিছু বললেন না, বরং দুনিয়ার সামান্য সময়ের কষ্টের বদৌলতে আখেরাতের অনন্ত সুখ লাভ করার কৌশল শিখিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা.এর কথা শুনে হযরত আলী ও ফাতিমা মুখ চাউয়া-চাউয়ি করলেন। তারপর ফাতিমা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে খাদেমের ব্যাপারটি কী হবে? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আসহাবে সুফ্ফাকে বাদ দিয়ে আমি তোমাকে খাদেম দিতে পারি না। কারণ ওরা সব সময় অনাহারে থাকে। তাদের প্রয়োজন তোমার থেকেও বেশি।'

সবার আগে ইসলামের স্বার্থ

আসহাবে সুফফা হচ্ছেন, দরিদ্র কিছু সাহাবি যারা স্বজন-পরিজন ছেড়ে দূর দেশ থেকে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের আর পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। কারণ তারা মুসলমান আর তাদের পরিবার কাফের। ফিরে গেলে নির্যাতনের মুখে ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে অগত্যা বাধ্য হয়ে

তারা মদীনায় থেকে যেতেন। কিন্তু সেখানেও তাদের থাকার মতো কোনো জায়গা ছিল না। কারণ মদীনার মুসলমান নিজেরাই ছিল দরিদ্র। তাদের নিজেদেরই পরিবার চলত না। তাই অন্যদেরকে নিজেদের বাড়িতে রাখা তাদের জন্য সব সময় সম্ভব হত না। ফলে এই অসহায় মুসাফিরেরা সাধারণত মসজিদেই পড়ে থাকতেন। বনে লাকড়ী কুঁড়িয়ে সামান্য কিছু উপার্জন করে তা দিয়েই কোনো মতে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করতেন। ধীরে ধীরে এমন সহায়-সম্বলহীন মুসাফিরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ফলে রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদের পাশে তাদের থাকার জন্য একটি ছাপড়া তৈরি করে দিলেন। সেখানে তারা অবস্থান করতেন এবং দীনি তালীম হাসিল করতেন।

ফাতিমার আবদারে নবীজি বললেন, 'খাদেমদেরকে বিক্রি করে তার অর্থ আমি সুফফাবাসীদের দিব।' কারণ রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে তাঁর কন্যার স্বার্থ ও নিজের পারিবারিক স্বার্থের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ছিল ইসলামের স্বার্থ, সাধারণ মুসলামনদের স্বার্থ। তাই তিনি ফাতিমার প্রয়োজনের চেয়ে দীনের প্রয়োজনকেই বড় করে দেখলেন।

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে যে যিকির শিক্ষা দিয়েছিলেন আমি পরবর্তীতে সব সময় তা পালন করেছি। জীবনে কখনো তা ছাড়িনি। ফাতিমাও সারা জীবন সেই আমল ধরে রেখেছিলেন।

হযরত ফাতিমা রা. রাসূলুল্লাহ সা.এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা.এর ইন্তেকলের পর তাঁর খলীফা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রাযি.ও হযরত ফাতিমার মর্যাদার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি নবীজির এই আদরের কন্যাকে নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু দীন ও ইসলামের স্বার্থ তাঁর কাছেও সর্বাগ্রে ছিল। দীনি স্বার্থের অগ্রাধিকারের কারণেই রাসূলুল্লাহ সা.এর ইন্তেকালের পর খলীফা আবু বকর রাসূলুল্লাহর পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বাইতুল মালে যুক্ত করেছিলেন। সেখানে আবু বকরের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ছিল না।

আর নবী পরিবারের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থাকার তো কল্পনাই করা যায় না।

হযরত আবু বকর কেন এ কাজ করেছিলেন? কারণ রাসূলুল্লাহ সা. জীবদ্দশায় বলে গেছেন, 'আমরা হচ্ছি নবীদের জামাত। আমরা কাউকে আমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা মুসলমানদের জন্য সদকায় পরিণত হয়।' (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তাআলার বিধানই এমন। কারণ নবী যেহেতু একজন মানুষ। মানবিক প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই তাঁকে কিছু সম্পদ উপার্জন করতে হয়। তাই নবীগণ যেন প্রয়োজয়নাতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনে মনোযোগী না হন সেজন্যই আল্লাহ তাআলার বিধান হচ্ছে, নবীর ইন্তেকালের পর তাঁর যাবতীয় সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা থেকে সাধারণ মুসলমানরা উপকৃত হবে। এ বিধান কেবল আমাদের নবীর ক্ষেত্রেই ছিল না। সকল নবীর ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য ছিল। এমনকি হযরত দাউদ আ. যিনি একজন বাদশাহ ছিলেন, তিনিও তাঁর পুত্র সুলাইমানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি পয়সাও দিয়ে যাননি। হ্যাঁ, নবীগণ স্বীয় উত্তরাধিকারীদেরকে নবুওতের উত্তরাধিকার দিয়ে যান। হযরত যাকারিয়া আ.কে দেখুন! তিনি ধনী ছিলেন না। তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ ছিল না, তবু তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছিলেন-

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

অর্থাৎ আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি দিন যে আমার ও ইয়াকুব পরিবারের উত্তরাধিকারী হবে এবং হে আমার রব! তাঁকে আপনি আপনার সন্তোষভাজন হিসেবে গ্রহণ করুন।' (সূরা মারয়াম ঃ ৫, ৬)

ইতিহাস বলে হযরত যাকারিয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি কিসের উত্তরাধিকারের প্রার্থনা করছেন? তিনি মূলত নবুওতের

কাজের উত্তরাধিকারের কথাই বলেছিলেন। কারণ নবীগণ কোনো সম্পদের উত্তরাধিকারী রেখে যান না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের জন্য সদকা হিসেবে বিবেচিত হয়। নবীগণ কেবল নবুওতের কাজ ও ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ সা.ও এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম নন। আর রাসূলুল্লাহ সা.এর সম্পদও এমন কিছু ছিল না যে, তা বাইতুল মালে যুক্ত করা হলে বাইতুল মাল খুব ফুলে ফেঁপে উঠবে!

রাসূলুল্লাহ সা. যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বর্মখানা একজন ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। এক সা যবের বিনিময়ে তিনি তা ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ সা. সেই ইহুদীর কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে আমার পরিবারের খাবারের জন্য এক সা যব দাও। আমি কয়েকদিন পর তোমাকে যবের মূল্য পরিশোধ করে দিব। ইহুদী বলল, বন্ধক দেওয়া ছাড়া আমি তোমাকে তা দিতে পারি না। তুমি আমার কাছে তোমার কিছু বন্ধক রাখ তুমি মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমি তা বিক্রি করে মূল্য উসুল করতে পারি। ফলে রাসূলুল্লাহ সা. নিজের বর্মখানা ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখলেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় তা বন্ধকী হিসেবে ইহুদীর নিকটেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সা.এর সম্পদ বলতে সেই বন্ধক ও ফিদাক নামক জায়গায় একখণ্ড জমি ছিল। সেই জমিতে কিছু ফললে তা দ্বারাই তিনি তাঁর সন্তান ও স্ত্রীদের আহার ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সা.এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রাযি. নবীজির কন্যা হযরত ফাতিমার কাছে এলেন। বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহর কন্যা! আল্লাহর কসম! আপনার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আমার কাছে আমার সন্তানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার চেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার সন্তানদের চেয়েও বেশি প্রিয়। তাই আপনি আমার সম্পদ থেকে যা চান নিন। যতটুকু চান নিন। আমার কাছে যে প্রাণী বা সম্পত্তি রয়েছে তা আপনি গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! আপনাকে কিছু দেয়া আমার কাছে আমার সন্তানদেরকে কিছু দেয়ার

চেয়ে বেশি প্রিয়। কিন্তু ফিদাকের সেই সম্পত্তি আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের জন্য সদকা হিসেবে রেখে গিয়েছেন। আমি তো খলীফা ও মুসলমানদের দায়িত্বশীল। আমি সেই জমি আমার নিজের কোনো স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কবযা করছি না, বরং এটা মুসলমানদের সম্পত্তি হিসেবে আমি তা বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করছি।'

হযরত আবু বকরের এ কর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ সা.এর ফরমানেরই ভূমিকা ছিল। রাসূলুল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্যই তিনি তাঁর সম্পদ বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

হযরত আবু বকরের কথায় ফাতিমা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সা.এর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের ছয়মাস পর ফাতিমাও দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন একদিন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযি. তাঁর সাথে শেষবারের মতো সাক্ষাতের জন্য তাঁর কাছে যান। হযরত আলী তাঁকে বললেন, আবু বকর ও ওমর এসেছেন। ফাতিমা নিজেকে সম্পূর্ণ পর্দাবৃত করে তাদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারা হযরত ফাতিমার শিয়রের কাছে বসে দুআ করলেন। তিনিও তাদের জন্য দুআ করলেন। তারপর তারা বেরিয়ে এলেন।

আদর্শ পিতার আদর্শ কন্যা

রাসূলুল্লাহ সা.এর নেক তরবিয়ত, সুদৃষ্টি ও উত্তম দীক্ষার বদৌলতে হযরত ফাতিমা রা. ছিলেন হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী একজন উম্মতের হিতাকাঙ্খী রমণী। কোনো সাধারণ সাহাবির প্রতিও তাঁর সামান্য কোনো অভিযোগ বা বিরূপ মনোভাব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সা.এর ইন্তেকালের পরও হযরত ফাতিমার সাথে হযরত আয়েশা, সাওদা, হাফসা এবং সকল উম্মুল মুমিনীন চমৎকার সম্পর্ক বজায় ছিল। কেনই বা তাঁর সাথে অন্যদের সম্পর্ক অমন হবে না!? তিনি তো রাসূলুল্লাহর কলিজার টুকরা। নবীজি নিজ হাতে তাঁকে প্রতিপালন

করেছেন। নিজে কাছে থেকে তাঁকে গড়েছেন। তাঁর মা হচ্ছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা। আদর্শ বাবা-মায়ের হাতে স্বযত্নে তিনি দীক্ষা লাভ করেছেন। আঠার বছর বয়সে হযরত আলী রাযি.এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর আলী তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার গর্ভ থেকে জন্ম নেন হযরত হাসান ও হুসাইন। মা তাঁর দুই সন্তানকেও সর্ব্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তিনি প্রায় সময়ই তাঁর সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে নিয়ে যেতেন। সেখানে নানাজীর সাথে তারা খেলা করতেন। হযরত ফাতিমা রা. মাঝে মধ্যে তাঁর সন্তানদের সাথে রাসূলুল্লাহ সা. কিভাবে খেলাধুলায় মেতে উঠতেন সেই সব কথা স্মরণ করতেন আর আনমনে হাসতেন।

হযরত ফাতিমা রা. যখনই রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে আসতেন রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তাঁকে নিজের ডানে, বামে বা সামনে বসাতেন। তাঁর প্রতি অত্যাধিক মহব্বত ও স্নেহ থেকেই নবীজি তাঁর সাথে এমনটি করতেন। ফাতিমা প্রায়ই নবীজির সেই স্নেহমাখা আচরণের কথা স্মরণ করে আবেগে সিক্ত হতেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি তিনি যেন ফাতিমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমাদেরকেও তাঁর ও সকল উম্মুল মুমিনীন ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে জান্নাতে স্থান দান করেন। আমীন।

নারীর সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মর্যাদা

الحمد الله الذي أسكن عباده هذه الدار .. وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار .. وجعل الدار الآخرة هي دار القرار .. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار .. ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطار .. وسبق رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار ..أحمده على نعمه الغزار ..وأشكره وفضله على من شكر مدرار ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار ..الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وسلم .. صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والأبكار..

এই আলোচনা বা প্রবন্ধ যাদের জন্য

প্রিয় উপস্থিতি ও শ্রোতাবৃন্দ! আজকের প্রবন্ধটি সে সকল নারীর জন্য যারা ঈমানের দাবীতে জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্ঠিবদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

এই প্রবন্ধ সে সকল নেককার নারীর জন্য যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দানে ধন্য করেছেন। তাঁর মহব্বতের অমীয় সুধা যাদের তিনি পান করিয়েছেন।

এ প্রবন্ধ হযরত খাদীজাতুল কুবরা ও ফাতিমাতুজ জাহরার উত্তরসূরী, আয়েশা ও হাফসার সঙ্গীনীদের জন্য।

এ প্রবন্ধটি তাদের জন্য যাদের আদর্শ হচ্ছেন, উম্মাহাতুল মুমিনীন। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। তাদের নফস তাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির তাড়নায় গা ভাসাতে, হারাম কাজে যুক্ত হতে, গানবাদ্য শুনতে আহবান করে, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সেদিকে ফিরেও তাকান না, কানও দেন না। সেই ভয়াবহ দিনের ভয়ে সব ধরণের গোনাহ তারা বর্জন করেন যেদিনের ভয়াবহতা দর্শনে নিষ্পাপ ব্যক্তিদের হৃদয়ও কেঁপে ওঠবে।

এই প্রবন্ধ সে সকল নারীর জন্য যারা সৎকাজের আদেশ করেন, অসৎ কাজে বাধা দেন আর বিপদে ধৈর্যধারণ করেন।

এই প্রবন্ধ আল্লাহ তাআলার সেই প্রিয়তম বান্দীদের জন্য যারা তাদের চিন্তা-চেতনা, মনোযোগ ও আকর্ষণকে সম্পদের মোহ, আধুনিক ফ্যাশনের অনুকরণ আর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টানোর মাঝে ব্যয় করেন না। তারা কেবল আখেরাতের ফিকিরেই বিভোর। পরকালের চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন ।

এই প্রবন্ধ সে সকল নারীর জন্য যারা তাদের আশপাশে ফিতনার ছড়াছড়ি দেখতে পেলে তাতে গা ভাসিয়ে দেন না, বরং আকাশের দিকে উন্মীলিত দৃষ্টিতে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ! হে কলবের নিয়ন্তা! আমাদের কলবকে দীনের ওপর অটল রাখুন।'

এই প্রবন্ধ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই সব মহিয়সী নারীর প্রতি যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন দীনের ওপর অটল থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্ঠিবদ্ধ রাখার মতোই কঠিন হবে।'

এই প্রবন্ধ সে সকল নেককার, মুত্তাকী নারীদের জন্য যারা আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর নির্দেশাবলীকে নাটক-সিনেমার মডেল আর তারকাদের অনুসরণের ওপর প্রাধান্য দেন। চলমান সয়লাবের বিপরীতে তাদের উপমা কেবল তারাই। তারা তুলনাহীনা। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়, সত্বর তা পুনরায় অপরিচিত হয়ে যাবে। অতএব সুসংবাদ অপরিচিতদের জন্য।' জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অপরিচিত কারা? জবাব দিলেন, 'সমাজের মানুষ খারাপ হয়ে গেলেও যারা ভাল কাজ ধরে রাখে, তারাই এই ভাগ্যবান অপরিচিত।'

এই প্রবন্ধ গত প্রজন্মের সেই সব ঈমানজয়ী নারীদের জন্য একটু পরেই যাদের বিষয়ে আমি আলোচনা করব। তারা হচ্ছেন সে সকল বিরল নারী

যারা পার্থিব জীবনের যাবতীয় আরাম-আয়েশকে তুচ্ছ করে দীনের ফিকির ও চিন্তাকে তাদের মন ও মেধায় লালন করেছিলেন। দীনের জন্য, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তারা নিজেদের জীবনের কুরবানী দিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেছেন। তাদের ভুলগুলো মোচন করে তাদের মর্যাদা সেই স্তরে উন্নীত করেছেন, খুব কম সংখ্যক পুরুষই যে স্তরে উন্নীত হতে পেরেছেন।

মানবেতিহাসের প্রথম নারী হিসেবে যিনি ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় কামিয়াবী অর্জন করেন তাঁর আলোচনা দিয়েই আমি আজকের প্রবন্ধের সূচনা করতে চাই।

কুখ্যাত সম্রাটের প্রাসাদে সংগ্রামী নারী

তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম সংগ্রামী নারী যিনি দীনের জন্য নিজের সর্বস্ব হাসিমুখে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী; সম্রাট ফেরাউনের অধীন ছিলেন। তাঁর স্বামী ফেরাউনের ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। সেই নারী সম্রাট ফেরাউনের গৃহ পরিচারিকা ও শাহজাদীদের আয়া হিসেবে রাজপ্রাসাদেই থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ও তাঁর স্বামী উভয়কে ঈমানের দৌলত দান করেছিলেন। তাঁর স্বামীর ঈমান গ্রহণের খবর ফাঁস হয়ে গেলে ঈমান আনার অপরাধে তাঁকে আগেই শহীদ করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীর ঈমান তখনো গোপন ছিল। তাঁর পাঁচজন সন্তান ছিল। তাদের নিয়েই ছিল তাঁর জীবন। তিনি শাহজাদীদের মাথার চুল আঁচড়ানো ও টুকটাক কিছু করে দিতেন। কাজের বিনিময় হিসেবে যা পেতেন তা দিয়ে স্বীয় পাঁচ সন্তানের জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাখির ছানার মতো ফুটফুটে পাঁচটি পিতৃহারা সন্তানকে তিনি সব সময় আগলে রাখতেন।

একদিন তিনি এক শাহজাদীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে চিরুনি খসে পড়ল। তিনি বিসমিল্লাহ বলে চিরুনিটি হাত দিয়ে উঠালেন। শাহজাদী জিজ্ঞেস করল, তুমি কার নাম বলে চিরুনি উঠালে? আল্লাহ কি

আমার পিতা? শাহজাদীর প্রশ্নে মহিলার হৃদয়ে ঈমানের জোশ চলে এল। তিনি চিৎকার দিয়ে শাহজাদীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললেন, 'না। আল্লাহ হচ্ছেন আমার ও তোমার রব। তোমার পিতার রবও তিনিই।'

শাহজাদী বিস্মিত হল যে, তার পিতা ছাড়াও ভিন্ন কোনো রব আছে; যার ইবাদত করা হয়! সে তার পিতা ফেরাউনকে বিষয়টি অবহিত করল। ফেরাউন একই সাথে এই ভেবে বিস্মিত ও রাগান্বিত হল যে, তারই প্রাসাদে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করা হচ্ছে! এত বড় স্পর্ধা! মহিলাকে ডেকে পাঠানো হল। ফেরাউন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, বল! তোমার রব কে? তিনি জবাব দিলেন, 'আমার ও তোমার রব এক আল্লাহ।'

এ উত্তর শুনে ফেরাউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠল। মহিলাকে তাঁর দীন ত্যাগ করে তাকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাঁকে বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করা হল। তবু তিনি দীন থেকে বিচ্যুত হলেন না। দীনের ওপর অটল থাকলেন। কিছুতেই কিছু না হলে ফেরাউন গোস্বায় ফেটে পড়ল। তামার বিশাল ডেক নিয়ে আসতে আদেশ করল। এরপর সেই ডেক তেল দ্বারা ভর্তি করে চুলোয় চড়িয়ে তা গরম করতে বলল। গরম তেল যখন টগবগ করতে লাগল তখন মহিলাকে ডেকের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি যখন শাস্তির বিষয়টি কল্পনা করলেন, মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন, এতো একটি মাত্র প্রাণ! একদিন তো এ প্রাণ দেহ ছাড়বেই। এতে অনাগ্রহের কী আছে! এরপরই তো এই প্রাণ আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হবে!

ওদিকে নরাধম ফেরাউন ভাবল, এ মহিলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তো তাঁর পাঁচ এতিম সন্তান যাদেরকে সে সবসময় আগলে রাখে। নিশ্চয়ই এই মায়ের কাছে তাঁর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা তীব্র হবে। এ কথা ভাবতেই ফেরাউনের মাথায় আরেকটি দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। নিজের জিঘাংসা চারিতার্থ করতে ও মহিলার শাস্তি আরো নির্মম ও কঠোর করতে তাঁর সন্তানদের দরবারে নিয়ে আসতে বলল। ফেরাউনের নির্দেশ ছিল শিরোধার্য। তার নির্দেশ হতেই পেয়াদারা তাদের ধরে আনতে গেল।

পাঁচ শিশু সন্তান। তারা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তারা জানত না, তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দরবারে উপস্থিত হয়ে মাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তারা কাঁদতে শুরু করল। সবচে ছোট শিশুটি মাকে কাছে পেয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মমতাময়ী মাও নিষ্পাপ অবুঝ সন্তানদের বুকে টেনে নিলেন। ছোট সন্তানটির কান্না বন্ধ করতে তাকে স্তনের দুধ পান করতে দিলেন।

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

ফেরাউন মা-সন্তানের মিলন দৃশ্য দেখে হুংকার ছাড়ল। প্রথমে বড় সন্তানকে ডেকে ফেলতে নির্দেশ দিল। ফেরাউনের সৈন্যরা তাকে টেনে হিচড়ে টগবগে ডেকে নিক্ষেপ করতে নিয়ে চলল। সন্তান 'মা মা' বলে চিৎকার করতে লাগল। বাঁচানোর জন্য সাহায্য চাইল। সৈন্যদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইল। ফেরাউনের উসীলা দিয়েও প্রাণ ভিক্ষা চাইল। বাঁচার জন্য, পালানোর জন্য খুব চেষ্টা করল। ছোট ভাইবোনদের নাম নিয়ে নিয়ে ডাকল, কিন্তু জল্লাদ ফেরাউনের নিষ্ঠুর সৈন্যদলের বজ্রকঠিন মুষ্ঠিবদ্ধ হাত থেকে ছুটে বেঁচে যাওয়া তার জন্য ছিল সাধ্যাতীত। ফেরাউনের সৈন্যদল তাকে মারতে মারতে, চপেটাঘাত করতে করতে ফুটন্ত ডেকের দিকে নিয়ে চলল। মা নির্বিকার দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। চোখের পানি ফেলছেন আর ভাবছেন, এইতো ক'টা মুহূর্ত! তারপরই তো করুণাময় রবের সাথে মোলাকাত! একটু পরই তো জান্নাতের অমীয় সুধা সে পান করবে। ভাবনার মাঝেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বড় ছেলেটিকে বিশাল ডেকে টগবগের তেলের মাঝে নিক্ষেপ করা হল।

মা তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানের লাশ হয়ে যাওয়ার বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলেন। চোখের পানি ফেললেন। তার ভাইবোনেরা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কচি হাতে তাদের মুখ ঢাকল। ফুটন্ত ডেকে মুহূর্তে শরীরের নরম গোশতগুলো কচি হাড্ডি থেকে খসে পড়ল। পরক্ষণেই তেলের উপর সিদ্ধ হয়ে যাওয়া হাড্ডিগুলো ভেসে উঠল।

সে কী করুণ আর নৃশংস দৃশ্য! ফেরাউন এই দৃশ্য উপভোগ করে পৈচাশিক উল্লাসে মেতে ওঠল আর মাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান বর্জন করতে পুনরায় বজ্রকঠিন আদেশ করল। কিন্তু ইস্পাতকঠিন ঈমানের বলে বলীয়ান, আগামী প্রজন্মের ইতিহাস রচনাকারী শহীদ জননী স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড় ও অবিচল। যে কোনো মূল্যে ঈমান ধরে রাখতে তিনি বদ্ধ পরিকর। তিনি ফেরাউনের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

ফেরাউন আবারো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠল। প্রচণ্ড রাগে-গোস্বায় কটমট করতে করতে পরবর্তী সন্তানকে ডেকে ফেলতে আদেশ দিল। ঐ ছেলে মাকে জড়িয়ে কাঁদছিল। ফেরাউনের সৈন্যরা তাকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে ডেকের দিকে নিয়ে চলল। সন্তান হাউমাউ করে কেঁদে ওঠল। মাকে বলল, মাগো! বাঁচাও। সাহায্য কর। একটু খানি দয়া কর মা!

মায়ের দু'গণ্ডাদেশ দিয়ে অশ্রু বয়ে চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সন্তানটিকে মায়ের চোখের সামনে ফুটন্ত ডেকে ফেলে দেয়া হল। মা সেই করুণ দৃশ্য দেখলেন। তারপর অল্প সময়েই সেই সন্তানের সিদ্ধ হয়ে যাওয়া সাদা হাড্ডিগুলো তেলের উপর মায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল। বড় ভাইয়ের হাড্ডির সাথে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। মা সব দেখছেন। চোখের পানি ছাড়ছেন। তবু দীনের ওপর অটল, অবিচল থাকছেন। স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাতের ক্ষণ গণনা করছেন।

এরপর ফেরাউন তৃতীয় সন্তানকে ডেকে ফেলতে আদেশ করল। কোনো ভূমিকা ছাড়াই নির্মমতার চরম পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকেও ফেরাউনের সৈন্যরা উল্লাস ভরে ডেকে ফেলল। মুহূর্তে তার কান্নার আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিশাল ডেকের অতলে তার কান্নার আওয়াজ মিলিয়ে গেল। কিন্তু মা তখনো অনড়। দীনে হকের ওপর অবিচল।

নির্দয় ফেরাউন এবার চতুর্থ সন্তানকে ডেকে ফেলতে নির্দেশ দিল। সেই সন্তান ছিল একেবারে শিশু। মায়ের কাপড়ের আচল সে জাপটে ধরেছিল। ফেরাউনের পাষাণ সৈন্যরা তার দিকে অগ্রসর হলে সে তার মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তাঁর চোখের পানি মায়ের পায়ে

অঝোর ধারায় গড়িয়ে মার পা সিক্ত হচ্ছিল। মা চাচ্ছিলেন, তাকে তাঁর দুগ্ধপোষ্য ভাইয়ের সাথে বুকে আশ্রয় দিবেন। তাকে চুমু খাবেন। শেষ বিদায় জানানোর আগে কলিজার টুকরা সন্তানের খানিকটা ঘ্রাণ নিবেন। কিন্তু না, সে আর সম্ভব হল না। পাষণ্ডরা তাকেও টেনে হিচড়ে গন্তব্যে নিয়ে চলল। সে চিৎকার করে কাঁদছিল। অনুনয় বিনয় প্রকাশ করছিল। বাঁচার জন্য ফরিয়াদ করছিল; কিন্তু তাঁর শত আর্তনাদ পাষণ্ডদের পাষাণ হৃদয়ে সামান্য রেখাপাত করতে সক্ষম হল না। তাদের মনে ন্যূনতম দয়ার উদ্রেক হল না। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে তাকেও সেই ডেকে ফেলে দেয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে তার করুণ আর্তনাদ থেমে গেল। তার ছোট্ট দেহ ফুটন্ত তেলের মাঝে হারিয়ে গেল। ভাজা ও সিদ্ধ হওয়া গোশতের উৎকট গন্ধ মায়ের নাকেও পৌছল। একে একে কলজে ছেঁড়া ধনদের হাড্ডিগুলো আরো সিদ্ধ ও ভাজা হওয়ার অপেক্ষায় ফুটন্ত ডেকের ভেতর উথাল-পাতাল করছিল। শহীদের মিছিলে একই মায়ের সব শিশুসন্তান ক্রমান্বয়ে শামিল হচ্ছিল।

মা তাঁর সন্তানদের হাড্ডিগুলো দেখছিলেন। ভাবছিলেন, তারা এখন আখেরাতের মানযিলে পাড়ি দিয়েছে। সন্তানহারা মায়ের চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিল। এই সন্তানেরা কত তার বুকে জড়িয়ে থেকেছে! তার বুকের দুধ পান করেছে। এই সন্তানদের নিয়ে কত রাত তার বিনিদ্র কেটেছে! সন্তানের দুঃখ-বেদনায় কত দিবস তার ব্যস্ত কেটেছে। এরা তো সেই কলিজার টুকরা যারা তার চুল নিয়ে খেলা করত! তার বুক জড়িয়ে থাকত! তাদের সাথে কত খেলা করেছেন। নিজ হাতে তাদের পোষাক পরিয়ে দিয়েছেন। মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। হায়! আজ তারা আসমান-যমীনের অধিপতি এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অপরাধে ফেরাউনের চরম নির্মমতার শিকার!

কত স্মৃতি আজ থেকে থেকে মনের কোণে ভেসে ওঠছে! কিন্ত মা মনকে প্রবোধ দিলেন। নিজেকে শক্ত করলেন। কান্না নিয়ন্ত্রণ করলেন। এবার ফেরাউনের নজর পড়ল তার পঞ্চম ও শেষ সন্তানের প্রতি যে তখনো মায়ের দুধ পান করছিল। তাকে ধরে জোরে টান দিতেই সে চিৎকার

দিয়ে ওঠল। শিশুর করুণ চিৎকার মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলল। মাও আর্তনাদ করে ওঠলেন। মা ও শিশুর আর্তচিৎকারে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠল।

আল্লাহ্ তাআলা যখন মায়ের এই নাযুক হালত, আহাজারী ও ভেঙ্গে পড়া লক্ষ্য করলেন তখন কোলের শিশুর মুখে কথা বলার শক্তি দিয়ে দিলেন। শিশু তার মাকে বলতে লাগল, 'মা! তুমি ধৈর্য ধর। কারণ তুমি হকের ওপর রয়েছ।'

তারপর তার কণ্ঠ থেমে গেল। বিশাল ডেকের গভীরে ভাইদের সাথে সেও হারিয়ে গেল। তাকে ধরে গরম তেলের মাঝে ছেড়ে দেয়া হল। তখনো তার মুখে মায়ের বুকের দুধ লেগেছিল। তার হাতে মায়ের মাথার চুল ধরা ছিল। তার কাপড়ে ছিল মায়ের চোখের পানি।

একে একে একই মায়ের পাঁচ সন্তান চোখের সামনে নিমিষে ফুটন্ত তেলের মাঝে ক্রমে বিলীন হয়ে গেল। ঐ তো কারো হাড্ডি দেখা যায়। তেলের উপর ভেসে উঠছে কারো মাথার খুলি। গোশতগুলো তেলের মাঝে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। মা হাড্ডিগুলোর উথাল পাতাল দৃশ্যের দিকে সজল চোখে অপলক চেয়ে আছেন। আর ভাবছেন, এসব কার হাড্ডি! এরা তাঁরই সন্তান যাদের কলকাকলিতে ঘরের আঙ্গিনা সব সময় উৎসবমুখর থাকত। এ সব তাঁরই কলিজার টুকরার দেহাবশেষ। এরা তাঁর হৃদয়ের নির্যাস। এরা সেই আদরের ধন যারা কখনো চোখের আড়াল হলে দেহ ছেড়ে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। তাঁর আশপাশেই তারা ঘুরাফেরা করত, খেলা করত, আঙ্গুল ধরে টানাটানি করত! আজ তাদের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁর সামনেই তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। আর হয়ত মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি; তারপর তিনিও শহীদের এই গর্বিত কাফেলার সদস্য হবেন।

শাহাদাতের অমীয় সুধা

তিনি পারতেন; তাঁর একটিবার মাত্র কুফরী বাক্য উচ্চারণ এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে মুক্তি দিতে পারত, কিন্তু তাঁর জানা ছিল, আল্লাহর কাছে এসবের বিনিময় ও প্রাপ্তি চিরস্থায়ী ও শ্রেষ্ঠতর হবে। এবার ফেরাউনের সৈন্যদল তাঁকেও ডেকে নিক্ষেপ করতে তাঁর দিকে হিংস্র কুকুরের ন্যায় তেড়ে এল। তাঁকে যখন এতদুদ্দেশ্যে নেয়া হচ্ছিল; তখন সন্তানদের হাড্ডিগুলো দেখে তাঁর মনে সাধ জাগল, যেন তাদের সকলকে একসাথে পুণরুত্থিত করা হয়। তাই তিনি ফেরাউনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। ফেরাউন রাগত স্বরে প্রশ্ন করল, কী অনুরোধ? মা বললেন, ‘আমার হাড্ডিগুলো জড়ো করে যেন আমার সন্তানদের সাথে কোথাও দাফন করে দেয়া হয়, এটুকুই অনুরোধ।’ এরপর তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন আর পাষণ্ডরা আল্লাহর এই প্রিয়তম বান্দীকে ধরে বিশাল ফুটন্ত ডেকে নিক্ষেপ করল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুহূর্তে তাঁর গোশত ঝলসে গিয়ে হাড্ডিগুলো তেলের উপর ভেসে উঠল।

আল্লাহ তাআলার সকাশেই রইল এই মহীয়সীর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা। কত বিস্ময়কর তাঁর ত্যাগ ও দৃঢ়তা! কত বিপুল হতে পারে তাঁর প্রতিদান ও পুরস্কার! সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

রাসূলুল্লাহ সা. ইসরার রজনীতে যখন জান্নাত দেখতে পান তখন তিনি আল্লাহ তাআলার বেশ কিছু নেয়ামত দেখেছিলেন, যা ফিরে আসার পর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, আমি যখন ইসরায় গেলাম তখন হঠাৎ আমাকে মনকাড়া এক সৌরভ ছুঁয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সৌরভ কিসের? বলা হল, ফেরাউনের গৃহ পরিচারিকা ও তাঁর সন্তানদের সৌরভ। (সুনানে বায়হাকী)

দীনের জন্য জীবনদানকারীদের মর্যাদা

আল্লাহু আকবার! সামান্য সময়ের কষ্ট। বিনিময়ে অনন্ত কালের আরামের ব্যবস্থা! যারা দীনের জন্য নিজেকে শহীদ করে দেন, দীনের জন্য সব ত্যাগ-তিতিক্ষা হাসিমুখে বরণ করেন তাদের জন্যই ঘোষিত হয়েছে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ.

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতুষ্ট এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়, আর এ জন্যে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস আরো বর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭৪)

সেই মহা সংগ্রামী নারী স্বীয় রবের ডাকে সাড়া দিলেন। প্রিয় মাওলার সান্নিধ্যে পৌছে গেলেন । হয়ত আজ তিনি জান্নাতে বা জান্নাতের কোনো নহরে বিচরণ করছেন। মহান প্রভুর নিকট মহান মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। সেখানে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ঢের আয়েশী, মনোহর ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর জীবন উপভোগ করছেন।

জান্নাতী কারা? তাদের পরিচয় কী?

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'জান্নাতের কোনো নারী যদি পৃথিবীবাসীর প্রতি উঁকি দিয়ে তাকায়, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান তার আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। সৌরভে সব সুরভিত হয়ে যাবে। তার মাথার মুকুট দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (সহীহ বুখারী)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে এমন নেয়ামত লাভ করবে যা কখনো পুরনো হবে না। তার পোষাক কখনো ময়লা হবে না। জীবন কখনো শেষ হবে না। সেখানে তাকে এমন নেয়ামত দেয়া হবে যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি। কোনো মানুষের কল্পনাও যে পর্যন্ত পৌছতে পারেনি।'

যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ সে ভুলে যাবে। এমন জান্নাত কে না পেতে চায়? এমন জান্নাতী কে না হতে চায়? কারা হবেন জান্নাতের অধিকারী? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাদের পরিচয় দিয়েছেন কবিতার ভাষায়। তিনি বলেন-

من هم أهل الجنة؟

إنهم..

أهل الصيام مع القيا ** م وطيب الكلمات والإحسان

أنهارها في غير أخدود جرت ** سبحان ممسكها عن الفيضان

عسل مصفى ثم ماء ثم خمـ ** ـر ثم أنهار من الالبان

وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ** ولحومهم طير ناعم وسمان

وفواكه شتى بحسب مناهم ** يا شبعة كملت لذي الإيمان

وصحافهم ذهب تطوف عليهم ** بأكف خدام من الولدان

وشرابهم من سلسبيل مزجه ال ** كافور ذاك شراب ذي الإيمان

والحُلِيُّ أصفى لؤلؤ وزبرجد ** وكذاك أسورة من العقيان

هذا وخاتمة النعيم خلودهم ** أبداً بدار الخلد والرضوان

يا سلعة الرحمن ليست رخيصة ** بل أنت غالية على الكسلان

يا سلعة الرحمن أين المشتري ** فلقد عرضت بأيسر الأثمان

يا سلعة الرحمن هل من خاطب ** فلقد-عرضت بأيسر الأثمان

يا سلعة الرحمن كيف تصبر ال ** عشاق عنك وهم ذوو إيمان

والله لم تخرج إلى الدنيا للذ ** ة عيشها أو للحطام الفاني

لكن خرجت لكي تعدَّ الزاد لل ** أخرى فجئت بأقبح الخسران

অর্থ ঃ 'জান্নাতী কারা? তাদের পরিচয় শোন! তারা হচ্ছেন রোযাদার ও নামাযী। তারা দানশীল ও পবিত্র যবানের অধিকারী। জান্নাতের নহরগুলো সমতল ভূমি দিয়ে প্রবাহিত হবে। তার নহরগুলো কোনো সয়লাব তৈরি করবে না। জান্নাতের নহর হবে স্বচ্ছ মধু, পানি, শরাব ও দুধের। সেখানে থাকবে চাহিদামাফিক খাবার, মোটাতাজা মোলায়েম পাখির গোশত। থাকবে কাঙ্খিত ফল-ফলাদির সমাহার। পরিপূর্ণ মুমিনদের জন্যই তা বরাদ্দ হবে। কিশোর সেবকরা স্বর্ণের থাঞ্জায় খাদ্য নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরতে থাকবে। তাদের শরাব হবে সালসাবিল যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এ শরাব কেবল মুমিমরাই পাবে। মণিমুক্ত ও সবুজ জবরজদ পাথর হবে তাদের অলংকার। হাতে থাকবে স্বর্ণ ও আকীক পাথরের কঙ্কন। এসব নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী সন্তুষ্টি

ও চিরদিনের আবাস হবে জান্নাত। এ হচ্ছে আল্লাহর পণ্য। এ পণ্য কোনো সাধারণ পণ্য নয়। তারপরও তুমি অলসতায় বাড়াবাড়ি করছ! রাহমানের এই পণ্যের ক্রেতা আজ কোথায়? সামান্য মূল্যে তোমাকে তা সাধা হচ্ছে। আছে কি কোন প্রস্তাবকারী? এ পণ্য খুব কম মূল্যে পেশ করা হচ্ছে। আগ্রহী ঈমানদারগণ কী করে এই জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে! এই জান্নাতে প্রবেশ না করে কী করে তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে! আল্লাহর কসম! হে মুমিন! তোমাকে তো দুনিয়ার আয়েশ ও ক্ষণস্থায়ী আবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তুমি আখেরাতের পাথেয় আহরণ কর। অথচ তুমি তা না করে চরম ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছ।'

জান্নাতে মুমিন নারীদের জীবন কত আয়েশী হবে যখন তারা জান্নাতের ঝর্ণাগুলোতে ঘুরে বেড়াবে, ঝর্ণার মধু পান করবে! অনন্তর যখন সে তাঁর রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কত মধুময় হবে সেই পরিবেশ যখন রব্বুল আলামিন স্বয়ং জিজ্ঞাসা করবেন, 'হে অমুক! তুমি কি সন্তুষ্ট? তোমাকে এই যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা পেয়ে তুমি কি খুশি?' আমার মা-বোনেরা তখন আপনারা জবাব দিবেন, 'কেন খুশি হব না?! আমরা যা প্রত্যাশা করতাম, আপনি আমাদের তা দিয়েছেন। আর যা আশঙ্কা করতাম তা থেকে রক্ষা করেছেন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম পুরস্কার দিতে চাই।' এরপর তিনি তাঁর থেকে সব আড়াল সরিয়ে দিবেন। যতক্ষণ আপনি আল্লাহ তাআলার দিকে তাকিয়ে থাকবেন ততক্ষণ অন্য কোনো নেয়ামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপই থাকবে না। ইরশাদ হয়েছে-

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. كِتَابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নেককারদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যিনে। আপনি কি জানেন, ইল্লিয়্যিন কী? তা একটি লিখিত কিতাব। নৈকট্যপ্রাপ্তরা যা প্রত্যক্ষ করেন। নেককারগণ থাকবে স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে। সিংহাসনে বসে তারা এদিক ওদিক চাইবে। তাদের চেহারায় তুমি নেয়ামতের দীপ্তি লক্ষ্য করবে। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত পাণীয় থেকে পান করানো হবে, যার মোহর হবে মেশকের। এমন বস্তু নিয়েই প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। সেই পানীয়ের মিশ্রণ হবে তাসনীমের। তাসনীম এমন একটি ঝর্ণা নৈকট্যপ্রাপ্তরা যা থেকে পান করবে। (সূরা মুতাফফিফিন ঃ ১৮-২৮)

আমার বোনেরা! জান্নাত চির সুখের বাসস্থান। রাব্বুল আলামিন আপনাদের জন্যই জান্নাতকে তৈরি করেছেন, কিন্তু মনে রাখবেন! নফসের সাথে লড়াই করা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্যই জান্নাতকে নফসের অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে আর জাহান্নামকে নফসের পছন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পোষাক-আশাক, খানা-খাদ্য ও মার্কেটে যাওয়ায় নফসের স্বাধীনতা ও অবাধ অনুসরণ করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই হুশিয়ার! নফসের স্বাধীন অনুসরণ করা মানে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা। এ থেকে আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 'জান্নাতকে ঢেকে দেয়া হয়েছে নফস বিরুদ্ধ বিষয়াদি দ্বারা আর জাহান্নামকে ঢেকে দেয়া হয়েছে নফসের কমনীয় বস্তু দ্বারা।'

বেনামাযী নারীর পরিণতি

আশ্চর্য সেইসব যুবতীর জন্য! যারা নফসের এতটাই পূজারী হয়ে গেছে যে, ফরয নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও তারা অবিচল থাকতে পারে না। অলসতা করতে করতে সময় ফুরিয়ে যায়, তবু তাদের নামায আদায় করা হয়ে ওঠে না। ক্রমান্বয়ে এই কবীরা গোনাহ কুফরীতে পর্যবসিত হয়। তবু বোধোদয় হয় না, অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন,

'আমার আর কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হল নামায। সুতরাং যে নামায পরিত্যাগ করল সে মূলত কুফরী করল।' নামাযকে যে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাকে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল অবস্থান করতে হবে। শয়তানের সাথে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। নেয়ামতের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও থাকবে না। তাকে গরম পানি পান করানো হবে।

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. 'কাবায়ির' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, এক মহিলা মারা গেলে তার ভাই তাকে দাফন করল। ঘটনাচক্রে ভাইয়ের একটি ব্যাগ কবরের ভেতর পড়ে গিয়েছিল যাতে বেশ অর্থকড়ি ছিল। পড়ার সময় খেয়াল করেনি। ফিরে আসার পর খেয়াল হল। সাথে সাথে কবরের কাছে ফিরে গেল। কবর খনন করে দেখল, কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে ঘাবড়ে গেল। দ্রুত মাটি চাপা দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। মাকে বলল, মা! আমাকে আমার বোনের আমল সম্পর্কে বল। সে কী করত? আমি তার কবরে আগুন জ্বলতে দেখেছি! শুনে মাও কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'তোমার বোন নামাযের প্রতি উদাসীন ছিল। সে বিলম্ব করে নামায় আদায় করত।'

এটা তো সেই মহিলার কথা যে নামাযকে বিলম্বে আদায় করত। ফজর পড়ত সূর্যোদয়ের পর বা অন্যান্য নামায তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে কাযা করে পড়ত। সুতরাং ভাবনার বিষয় হল, নামায বিলম্বে পড়ার কারণেই যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে যারা নামায পড়েই না, তাদের পরিণতি কী হবে?

রাসূলুল্লাহ সা. নামায বিলম্বে পড়ার শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, এক রাতে 'আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এলেন। তারা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে চললেন। আমাকে বলা হল, চলুন। আমিও তাদের সাথে চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে আমরা হেলান দেয়া এক ব্যক্তির কাছে এলাম যার মাথার কাছে আরেক ব্যক্তি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পাথর দ্বারা বসে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে। এতে তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর পাথরটিও এদিক-

ওদিক ছিটকে পড়ছে। লোকটি পাথরটি আবার কুড়িয়ে নিয়ে আসছে আর ওদিকে আঘাতপ্রাপ্ত লোকের মাথা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। মাথা পুরোপুরি ঠিক হলে আবার আগের মতোই মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তাঁরা জবাব দিলেন, এই ব্যক্তি কুরআন ধারণ করে তা ছুড়ে মারত অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী আমল করত না এবং ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকত। এদের ব্যাপারেই ইরশাদ হয়েছে-

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ এমনই ছিল শাস্তি আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো বৃহৎ। হায়! যদি তারা জানত। (সূরা কলম ঃ ৩৩)

সংগ্রামী সম্রাজ্ঞীর ইতিহাস

যুগে যুগে নারীরা ঈমানের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং অসীম ত্যাগ আর কুরবানীর নজরানা দিয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জুলুম-নির্যাতনে ভেঙ্গে পড়েননি, বরং জুলুমের মাত্রা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের ঈমান তত মজবুত হয়েছে। তারা জীবন দিয়েছেন, তবু ঈমানকে বিকিয়ে দেননি। সেই সংগ্রামী কাফেলার একজন গর্বিত সদস্য সম্রাট ফেরাউনের স্ত্রী। বিলাসবহুল প্রাসাদে প্রাচুর্য আর আভিজাত্যের মধ্যে ছিল তাঁর বসবাস। সর্বত্র ছিল ব্যাপক সম্মান। জাগতিক সব ধরণের স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে ছিল তাঁর জীবনযাপন। ঈমানের দৌলত তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ঈমানকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন। কারো কাছে প্রকাশ করেননি। এই মহিয়সী নারীর নাম আসিয়া।

তিনি যখন দেখলেন শহীদী কাফেলার সবাই একে একে আসমানের পথে জান্নাতের দিকে চলে গেছে, তখন তাঁর হৃদয়েও আল্লাহর প্রেমের তীব্র অনল জ্বলে ওঠল। এতকালের সুপ্ত ঈমানের বারুদ এবার বিস্ফোরিত হল। ফেরাউনের জুলুম তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। ফেরাউন

যখন সেই মুমিন পরিচারিকাকে শহীদ করে আসিয়ার কাছে এসে নিজের ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করছিল তখন নির্যাতনের এই নির্মমতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বললেন, তুমি ধ্বংস হও হে ফেরাউন! আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার এত দুঃসাহস ও স্পর্ধা! তোমার ধ্বংস অনিবার্য!

এরপর তিনি তাঁর ঈমানের প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন। নিজের স্ত্রীর ঈমানের ঘোষণা শুনে ফেরাউন ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সে কসম খেয়ে বলল, হয়ত আল্লাহকে অস্বীকার কর, নয়ত এখনই তোমাকে আমি মৃত্যুর কঠিন বিস্বাদ আস্বাদন করাব।

ফেরাউনের হুমকিতে আসিয়া এতটুকু ভীত হলেন না। ঈমানের ইস্পাত কঠিন সংকল্পে তিনি অটল রইলেন। ফলে ফেরাউনের নির্দেশে তাঁকে একটি ফলকে বাঁধা হল। তাঁর হাত-পা লোহার পেরেক দিয়ে ফলকে এটে দেয়া হল। এরপর শুরু হল নির্যাতনের পালা। এত প্রচণ্ডভাবে তাঁকে আঘাত করা হল যে, একেকটি আঘাতে হাড্ডি থেকে শরীরের গোশতগুলো খসে পড়ছিল। তাঁর মোলায়েম দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌছল আর তিনি স্পষ্ট মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলেন তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে ফরিয়াদ করলেন-

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ হে আমার রব! জান্নাতে আমার জন্যে আপনার কাছে একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং ফেরাউন ও তার কৃতকর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন। জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দিন। (সূরা তাহরীম ঃ ১১)

তাঁর দুআ আরশে পৌঁছে গেল। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এ সময় আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর ঘর ও তাঁর মাঝের সব অন্তরায় সরিয়ে দিলেন। তিনি স্বচক্ষে জান্নাতে নিজের জন্য নির্মিত ঘরের সৌন্দর্য অবলোকন করে মুচকি হাসলেন। হাসির রেখাটা তখনো মুছেনি; এমন শুভ মুহূর্তে মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয়তমের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন।

হ্যাঁ। সম্রাজ্ঞী মৃত্যুবরণ করলেন। কত সৌরভ-সুবাস, উচ্ছাস ও উল্লাসে ভরপুর ছিল তাঁর জীবন। সব বর্জন করে মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিলেন। এখন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মাঝে না জানি কিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! কেনইবা তারা এমন নেয়ামত বা পুরস্কার লাভ করবেন না! আল্লাহর জন্যই তারা এই দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। আল্লাহর জন্যই দুনিয়ার সকল নেয়ামতকে বিসর্জন দিয়েছেন। কবি বলেন-

وقفـت تناجي ربها ** والليـل مسدول البراقـع .

تصغي لنجواها السما ** ء وقد جرت منها المدامع

تدعو فتحتشد الملائك وال ** دجي هيان خاشع

والعابدات الزاهدات جف ** ت مراقدُها المضاجـع

وتخـر للرحـمن س ** اجـده مُـطـهره النـوازع

অর্থ ঃ তিনি তাঁর রবের সাথে গোপন অভিসারে মেতে ছিলেন। রাত তার ঘোমটা টেনে নিয়েছিল। আকাশ তাঁর অভিসারে উৎসাহী ছিল। তাঁর জন্য আকাশ থেকেও শ্রাবণ নেমেছিল। তাঁর ডাকে ফেরেশতারাও ভিড় করেছিল। রাতের অন্ধকার তাঁর প্রেমে কাতর ও তাঁর ত্যাগে সন্ত্রস্ত ছিল। সংগ্রামী নারীর সমাধি মূলত তার বিশ্রামস্থল। তারা সদা রহমান সকাশে সিজদাবনত ও পবিত্রতায় ব্যাকুল থাকেন।

আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ়তা ও নফসের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম বৃথা যায়নি। তাদের ত্যাগ ও কুরবানী ফলপ্রসূ হয়েছে। অনন্তকালের জন্য চির সুখের জান্নাত তারা লাভ করেছেন।

আল্লাহর সামনে সমর্পণ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে ধৈর্যধারণ ও নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণেই তো তারা এমন মনোরম, মনোহর জান্নাত লাভ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجرَ مَن أَحسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُم جَنَّاتُ عَدنٍ تَجرِي مِن تَحتِهِمُ الأَنهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِن أَساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلبَسونَ ثِيابًا خُضرًا مِن سُندُسٍ وَإِستَبرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَت مُرتَفَقًا.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের ভালো কাজের বিনিময়কে আমি কখনোই নষ্ট করব না। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে বহু নহর প্রবাহিত থাকবে। তাদেরকে স্বর্ণের কঙ্কন পরিয়ে সজ্জিত করা হবে। তাদেরকে মিহি ও মোটা রেশমী পোষাক পরানো হবে। সেখানে তারা আসনসমূহে বসে থাকবে। জান্নাত কতই না উত্তম বিনিময় আর আরামের জায়গা! (সূরা কাহাফ ঃ ৩০-৩১)

ঈমানের পথে, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আজ আমাদের নারীরা কোথায়? ইতিহাসের সেই সমুজ্জল নারীদের আদর্শের বিপরীতে কোথায় তাদের অবস্থান? সেইসব নারী কোথায় যারা নিজেদের কাপড়-চোপড়, কথাবার্তা ও দেখা-শোনা সব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে? আর আমার বোনদের কেউ সদুপদেশ দিতে গেলে বলে দেয়, সবাই আজ এসব করে! আমি তো স্রোতের ও সমাজের বিপরীত চলতে পারি না! প্রগতির সাথে তাল মিলিয়েই তো আমাদের চলতে হবে!

সুবহানাল্লাহ! কোথায় দীনের শক্তি? কোথায় দীনের ওপর চলার সংকল্প? সামান্য বিষয় যদি আল্লাহর আনুগত্যের বাঁধন ছিড়ে ফেলে আর শয়তানের পূজারী বানিয়ে দেয়, তাহলে এই ইসলামের কী স্বার্থকতা? আল্লাহ তাআলা বলছেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

অর্থাৎ যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন তখন কোনো মুমিন নরনারীর জন্য তাদের বিষয়ে ভিন্ন কোনো অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে নিশ্চয়ই সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

খেল-তামাশায় মত্ত যুবতীরা আজ কোথায় যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার লানতের উপযুক্ত বানাচ্ছে? কাঁধে ব্যাগ চড়িয়ে পুরুষদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপনার মসৃণ পৃষ্ঠদেশ, কাঁধ ও ঘাড় উন্মুক্ত করে সমাজের নাফরমানদের সামনে প্রদর্শন করছে! কেবল তাই নয়, নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে তথাকথিত শিল্প বানিয়ে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অপচেষ্টায় রত রয়েছে! অথচ যে সকল নারী পুরুষদের অনুরূপ চলাফেরা করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন।

সেইসব নারী আজ কোথায় যারা ভ্রু প্লাক করে, আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকৃত করে? অথচ যারা ভ্রু উপড়ায় আর যারা উপড়ে দেয় রাসূলুল্লাহ সা. সকলকে লানত করেছেন।

উল্কি আঁকা নারীরা আজ কোথায়? আল্পনা প্রভৃতির মাধ্যমে যারা মুখমণ্ডল বা দেহের অন্যান্য স্থানে আল্পনা আঁকে। অথচ এটা বেশ্যাদের স্বভাব। যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যারা উল্কি আঁকে এবং যাদের জন্য তার উল্কি একে দেয়, উভয়কে লানত করেছেন।'

আজ সেই নারীর দল কোথায় যারা পরচুলা লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান? অথচ আল্লাহ তাআলা এদেরকেও লানত করেছেন। এই সকল নারীদের প্রতি লানত। অভিশাপ। লানত অর্থ কী; লানত মানে হচ্ছে, আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত। জান্নাতের পথ থেকে বিতাড়িত হওয়া। কয়েকটি মাত্র

চুলের কারণে, নিছক কাঁধে এক ব্যাগ ঝুলিয়ে অথবা দেহের বিশেষ কোনো অঙ্গে উল্কি অঙ্কন করে আপনারা কি আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বিতাড়িত হতে চান?

আপনি কি সুন্দর হতে চান?

আপনারা তো সৌন্দর্য কামনা করেন? তাহলে মনে রাখুন! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলার লানতের উপযুক্ত হওয়া ও তার অসন্তুষ্টি লাভ করার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই। প্রকৃত সৌন্দর্য তো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। আর সৌন্দর্যের পূর্ণতা লাভ হবে জান্নাতে। সেখানে মুমিন নারীদেরকে সুসজ্জিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের হুরদের কত সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। অথচ এই হুরেরা আল্লাহর জন্য রাত জাগেনি। দিনে রোযা রাখেনি। মনের চাহিদার বিপরীতে ধৈর্যধারণ করেনি। তাহলে ভেবে দেখুন! আপনার দীপ্তি ও সৌন্দর্য কেমন হবে যদি রাতের অন্ধকারে আপনি আপনার রবের সাথে একান্তে মিলিত হন। গোপন অভিসারে তিনি আপনার গোপন কথা শুনেন। আপনার ডাকে সাড়া দেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হারাম স্বাদের বস্তুকে আপনি ত্যাগ করেছেন। হারাম পোষাক ছেড়েছেন। হারাম সঙ্গ ছেড়েছেন। সুতরাং সুসংবাদ তো আপনার জন্য। ফেরেশতারা জান্নাতের দরজায় আপনাকে স্বাগতম জানানোর প্রতীক্ষায়। উত্তম প্রতিদান ও বিস্ময়কর সব নেয়ামতে বরণ করে অপেক্ষায়, যা আপনার সৌন্দর্যের দীপ্তিকে আরো দীপ্তিময় করে তুলবে। ঘোষিত হয়েছে-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ক্ষমা ও পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন । (সূরা মায়েদা ঃ ৯)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন-

قد كملت خلائقك وأكمل حسنك ** كالبدر ليل الست بعد ثمان

والشمس تجري في محاسن وجهك* * والليل تحت ذوائب الأغصان

والبرق يبدو حين يبسم ثغرك ** فيضيء سقف القصر بالجدران

وتبختري في مشيك ويحق ذاك ** لمثلك في جنة الحيوان

ووصائف من خلفك وأمامك ** وعلى شمائلك ومن أيمان

لا تؤثري الأدنى على الأعلى ** فتحرمي ذا و ذا يا ذلة الحرمان

ولسوف تعلمي حين ينكشف الغطا ** ماذا صنعت وكنت ذا إمكان

অর্থ ঃ তোমার আখলাক যখন পূর্ণতা পাবে, তোমার সৌন্দর্য যখন চতুর্দশী চাঁদের মতো মনোহর হবে, সূর্য যখন তোমার চেহারার সৌন্দর্যে দীপ্তিময় হবে আর কেশগুচ্ছের পল্লবে রাতের আধার সুশোভিত হবে, তোমার দাতের মুচকি হাসিতে যখন বিদ্যুৎ চমকে উঠবে, দেয়াল সমেত প্রাসাদ যখন তাতে ঝলসে উঠবে, তুমি তোমার পথচলায় অহমিকা পরিহার করবে আর এই বসুন্ধরায় তোমার মতো নারীর জন্য তো এমনটিই শোভা পায়। তোমার সামনে-পেছনে, ডানে-বায়ে তোমার সহচরেরা থাকবে, কিন্তু তুমি তাদের মাঝে কোনো বৈষম্য করবে না। নয়ত পরিণতিতে তোমাকে বঞ্চনার ভার বইতে হবে। যখন পর্দা উন্মোচিত হবে তখন সত্বরই তুমি জানতে পারবে, তোমার অতীতের কর্ম, অবশ্য তোমার কোনো ভাবনা থাকবে না। কারণ তুমি তো যোগ্যই ছিলে।

জান্নাতের গান ও সুর আপনার প্রতীক্ষায়

সেই নিঃস্ব নারী কোথায় যে কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের আয়াত শোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যে নারী গানবাদ্য শোনায় নিজেকে সর্বদা

ব্যস্ত রেখে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয় আর জান্নাতের গান শোনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে আজ কোথায়? সুবহানাল্লাহ! কুরআন তিলাওয়াত শোনা আপনার জন্য যথেষ্ট হয় না। কুরআন তিলাওয়াত আপনাকে আকর্ষণ করে না। ফলে আপনি কুরআন ছেড়ে দিয়ে গান শোনায় মত্ত হয়েছেন! উপরন্তু কুরআন তিলাওয়াত শোনাকে সময়ের অপচয় গণ্য করছেন!

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন, কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, 'তারা আজ কোথায় যারা তাদের কান ও নউস্কে শয়তানের গান-বাদ্যযন্ত্রের মজলিসে বসা ও তা উপভোগ করা থেকে পবিত্র রেখেছে? তাদেরকে মেশকের উদ্যানে বসবাসের ব্যবস্থা কর।' এরপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, 'তাদেরকে আমার হামদ ও মর্যাদায়পূর্ণ গান শোনাও।'

শাহর বিন হাওশাব. থেকে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, 'আমার বান্দা দুনিয়ায় মধুর কণ্ঠ শুনতে ভালোবাসত। কিন্তু আমার জন্যই সে তা পরিত্যাগ করত। সুতরাং আজ তাকে সুমধুর কণ্ঠে গান শোনাও।' ফলে ফেরেশতারা তাকে এমন সুমধুর কণ্ঠে তাসবীহ ও হামদ গেয়ে শুনাবে, যা কখনো শোনা যায়নি। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন-

قال ابن عباس ويرسل ربنا ** ريحاً تهز ذوائب الأغصان

فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الإ ** نسان كالنغمات بالأوزان

يا لذة الأسماع لا تتعوضي ** بلذاذة الأوتار والعيدان

واهاً لذياك السماع فكم به ** للقلب من طرب ومن أشجان

نزه سماعك إن أردت سماع ذي ** اك الغنا عن هذه الألحان

حب الكتاب وحب الحان الغنا ** في قلب عبد ليس يجتمعان

والله إن سماعهم في القلب والإ ** يمان مثل السم في الأبدان

والله ما انفك الذي هو دأبه ** أبدا من الإشراك بالرحمن

فالقلب بيت الرب جل جلاله ** حبا وإخلاصا مع الإحسان

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতে আমাদের রব একটি বাতাস পাঠাবেন, যা গাছের পাতা ও ডালপালাকে নাড়া দিবে। ফলে তা থেকে গানের ছন্দের মতো শ্রুতিমধুর ধ্বনি তৈরি হবে। আহ কী মধুময়, চমৎকার হবে সেই গান, সেই সুর। সেই গানে কোনো অস্থিরতা বা বিষন্নতা থাকবে না। থাকবে উল্লাস ও উচ্ছ্বাস। সেই মনোহর গান আর সুর যদি শুনতে হয় তাহলে দুনিয়াতে তুমি তোমার কানকে তা শোনা থেকে পবিত্র রাখ।

মনে রেখ! কোনো বান্দার হৃদয়ে গানের ভালোবাসা ও কিতাবুল্লার ভালোবাসা একসাথে থাকতে পারে না। আল্লাহর কসম! কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য গান শোনা দেহের জন্য বিষের মতোই। আল্লাহর কসম! রহমানের সাথে শিরক করা যার চরিত্র সে গান শোনা থেকে বিরত থাকতে পারবে না। কলব হচ্ছে, তোমার রবের গৃহ। সেই গৃহকে তাঁর ভালোবাসা, ইখলাস ও ইহসান দ্বারা সমৃদ্ধ রাখ।

দীন বিজয়ে ভূমিকা রাখুন

আমার বোনেরা! গোনাহের জীবন থেকে বেরিয়ে আসুন। ইসলামের পথে অগ্রসর হোন; বরং আপনিও দীনের একজন প্রচারক হোন। অন্যদের সৎকাজের আদেশ দিন। অসৎকাজ থেকে বারণ করুন। সাহসী হোন। শয়তানের প্ররোচনায় সৎকাজে ও মানুষকে সত্যের পথে আহবানে লজ্জাবোধ করবেন না। যুগে যুগে সংগ্রামী নারীগণ কেবল বিপদে ধৈর্য ধারণ করেছেন আর দীনের ওপর অটল থেকেছেন, এমনটা নয়; বরং তারাও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, দীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দুঃসাহসী ও বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

হযরত সাফিয়ার বীরত্ব ও সাহসিকতা

এমনই একজন বীরঙ্গনা হচ্ছেন, হযরত সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাযি.। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.এর ফুফু। তাঁর বয়স তখন ষাটের কোটা পেরিয়ে। বয়স্কা মহিলা ছিলেন। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সম্মিলিত কাফের বাহিনী যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমনের ষড়যন্ত্র করল, তখন মদীনাকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের কৌশল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরাম মদীনার উত্তর দিকে পরিখা খনন করলেন। অন্যান্য দিক পাহাড় ও ঘন গাছ-গাছালি পরিবেষ্টিত থাকায় সেদিকে পরিখা খননের প্রয়োজন ছিল না। কারণ সেদিক থেকে দুশমনের আক্রমনের সুযোগ বা সম্ভবনা কোনোটাই ছিল না।

মুসলমানরা সংখ্যায় ছিলেন অল্প। কাফেররা যেন পরিখা অতিক্রম করতে না পারে সে জন্য রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামাকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পাহারায় বসালেন। আর মহিলা ও শিশুদেরকে একটি সুরক্ষিত কেল্লায় সমবেত করলেন। কাফেররা সংখ্যায় ছিল বিপুল, সে তুলনায় মুসলমানদের লোক সল্পতার কারণে মহিলা ও শিশুদের কেল্লাটি পাহারা দেয়ার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরাম যখন পুরোদমে পরিখা পাহারায় ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে ইহুদীরা একে বিদ্রোহের শুভক্ষণ মনে করল। তারা আক্রমণের মানসে খোলা তরবারী হাতে মুসলিম মহিলা ও শিশুদের কেল্লার কাছে গেল। অবশ্য কেল্লার অভ্যন্তরে মুসলিম সৈন্যদলের পাহারা থাকতে পারে; এই আশঙ্কায় তখনো তারা চূড়ান্ত আক্রমনের সাহস করতে পারছিল না। কেল্লার অদূরে সারিবদ্ধ ভাবে তারা চক্কর দিতে লাগল। ভিতরের তথ্য জানার জন্য একজনকে কেল্লার কাছে পাঠাল। সেই ইহুদী গোয়েন্দা কেল্লার খুব কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগল। যদি কোনো ছিদ্র পেয়ে যায় তাহলে সেদিক দিয়ে কেল্লাভ্যন্তরে প্রবেশ করবে; এই আশায় সে ছিদ্র খুঁজছিল। আর চর্তুদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছিল।

হযরত সাফিয়্যার দৃষ্টিতে বিষয়টি ধরা পড়ল। অজানা আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। মনে মনে বললেন, এই ইহুদী নিশ্চয়ই ভিতরের সংবাদ নেয়ার জন্যই এখানে পা রেখেছে। আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই তাকে ভিতরের তথ্য জানতে দেব না।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে দূরে যুদ্ধে ব্যস্ত! তারাও তাৎক্ষণিক কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি চিৎকার করি তাতে মহিলা ও শিশুরা ভয় পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ইহুদী গোয়েন্দাটি বুঝে ফেলবে যে, কেল্লায় কোনো পুরুষ নেই। সুতরাং কী করা? এই ভেবে তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার সাথে বাঁধলেন। সাথে একটি বাঁশের লাঠি নিয়ে কেল্লা থেকে নিচে নেমে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইহুদী কাছে আসতেই সেই সুযোগ তিনি লুফে নিলেন। বাঁশের লাকড়ি দিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করে ইহুদীর মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত হানলেন। এক আঘাতেই ইহুদীর দফারফা হয়ে গেল। ইহুদী গোয়েন্দার মৃত্যু নিশ্চিত করে ছুরি হাতে তিনি কেল্লায় ফিরে এলেন।

আল্লাহ তাআলাই তাঁর এই মুত্তাকী ও আবেদা বান্দীর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করুন। দীনের খেদমতের জন্য তাঁর এই বীরত্ব, দুঃসাহস ও নিজের প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন করার এই যে ভূমিকা; তা একবার ভেবে দেখুন!

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করুন

আপনি কি কখনো সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন। অসৎ কাজে কখনো কি বাধা দিয়েছেন, বরং আপনি তো মার্কেট আর শপিংমলগুলোতে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরে বেরিয়েছেন। বিভিন্ন উৎসব ও দিবসে নগ্নভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। ইতিহাসের মহিয়সী নারীদের বিপরীতে আপনার অবস্থান কোথায়? আপনি কী করলেন? অথচ কুরআন বলছে-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ আর ঈমানদার পুরুষ ও নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথা শিক্ষার দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই ওপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (সূরা তওবা ঃ ৭১)

কুরআনের ভাষ্যানুসারে যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করল, সে লানতযোগ্য অপরাধী। ইরশাদ হয়েছে-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারয়াম পুত্র ঈসার মুখে লানত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা কতই না মন্দ। (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

দীনি কাজে সংকোচ পরিহার করুন

দীনি কাজে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এই সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলুন। দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রথমত আপনাকে সাহসী হতে হবে। একটু সাহস নিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করুন! দেখবেন, সহসাই মন থেকে সব সংশয়, ভীতি ও সঙ্কোচ কেটে গেছে। যে সব নারী যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের ইতিহাস পড়ে দেখুন! তাদের কাছে যখন

আল্লাহর কোনো ফরমান, শরীয়তের কোনো হুকুম আসত তারা তা মেনে চলতেন। তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতেন। সেটাকে এড়িয়ে চলতেন না। বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। অমান্য করার জন্য সুযোগ খুঁজতেন না।

আনসারী নারীর ত্যাগ ও কুরবানী

আমার বোনেরা! দীনের পথে অগ্রসর হতে হলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আপনাকে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একজন আনসারী নারীর ত্যাগের ইতিহাস শুনুন। দীনের জন্য যুগে যুগে নারীদের ত্যাগের দাস্তান শুনুন।

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা.এর এক সাহাবীর নাম ছিল জুলাইবিব। তাঁর চেহারা ছিল কুৎসিত ও ভয়ানক বিশ্রী। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো নিজেকে বিবাহের অযোগ্য মনে করি। রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তুমি অযোগ্য নও।

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. জুলাইবিবকে বিয়ে করানোর সুযোগ সন্ধানে থাকলেন। একদিন এক আনসারী রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে তার বিধবা কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হ্যাঁ। আমি প্রস্তাবে সম্মত। তাকে আমার কাছে সোপর্দ কর। আনসারী ভাবলেন, রাসূলুল্লাহ সা. নিজের জন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। তিনি তো খুশিতে আত্মহারা। তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিও এতে সম্মত। তার ভ্রম আঁচ করতে পেরে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কিন্তু আমি তাকে নিজের জন্য সোপর্দ করতে বলিনি। আনসারী জিজ্ঞেস করলেন, তবে কার জন্য? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, জুলাইবিবের জন্য। আনসারী বিস্মিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুলাইবিবের জন্য!! আচ্ছা আমি মেয়ের মার সাথে পরামর্শ করি।

এরপর আনসারী বাড়ি এলেন। মেয়ের মাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. তোমার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। মা শুনে খুশি হয়ে বললেন,

আমি অবশ্যই এই প্রস্তাবে সম্মত। রাসূলুল্লাহ সা. আমার কন্যাকে বিয়ে করবেন; এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? আনসারী বললেন, তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি। মা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কার জন্য? আনসারী জবাব দিলেন, জুলাইবিবের জন্য। মা বললেন, আমার কণ্ঠহার (মেয়ে) জুলাইবিবের জন্য? আল্লাহর কসম! যেখানে আমি অমুক অমুকের মতো ভাল প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। সেখানে আমি কিছুতেই তাকে জুলাইবিবের কাছে বিয়ে দেব না।

আনসারী বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে গিয়ে প্রস্তাব নাকচ করে দেয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হতে যাবেন; ইত্যবসরে ঘর থেকে কন্যা তার বাবা-মাকে ডাক দিল। জিজ্ঞেস করল, কে তোমাদেরকে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন? তারা জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কন্যা বললেন, তোমরা কী রাসূলুল্লাহর প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিচ্ছ! আমাকে তাঁর কাছে পাঠাও। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত। নিশ্চয়ই তিনি আমার ক্ষতি হোক, এমন কিছু করবেন না। মেয়ে তার বাবা-মার সামনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করল।

বাবা তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.এর দরবারে এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ফয়সালা এখন আপনার হাতে। আপনি চাইলে তাকে জুলাইবিবের সাথে বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ সা. জুলাইবিবের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং মেয়েটির জন্য দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এই দম্পত্তির জন্য কল্যাণের বারি বর্ষণ করুন। তাদের জীবনকে কষ্টে নিপতিত করবেন না।'

বিয়ের কিছুদিন যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. কোনো এক যুদ্ধে গমন করলেন। জুলাইবিবও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধ শেষ হলে জীবিতরা মৃতদের তালাশ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ? তারা জবাব দিলেন, অমুক অমুককে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সা. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাউকে খুঁজছ? তারা জবাব দিলেন, আমরা অমুক অমুককে খুঁজছি। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার

জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাকে হারিয়েছ? তারা জবাব দিলেন, অমুক অমুককে। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'কিন্তু আমি জুলাইবিবকে হারিয়েছি। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

রাসূলুল্লাহর কথায় সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন, তাইতো! জুলাইবিবকে তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি তিনি শাহাদাত বরণ করলেন? সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া গেল না। এরপর অদূরবর্তী একটি জায়গায় জুলাইবিবের লাশ পাওয়া গেল। যেখানে সাতজন কাফেরকে হত্যা করার পর তিনি নিজেও শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর লাশের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন আর বললেন, 'আমার জুলাইবিব সাতজনকে হত্যা করেছে। তারপর নিজে শহীদ হয়েছে।' দু'বার এ কথা বলার পর তিনি বললেন, 'সে আমার এবং আমি তার।' এরপর রাসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে তাঁর লাশ উঠালেন এবং তাঁর লাশ দাফনের জন্য কবর খননের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা কবর খনন করতে লাগলাম। ওদিকে রাসূলুল্লাহ সা.এর দু'বাহু ছাড়া জুলাইবিবের লাশের জন্য কোনো খাটিয়ার ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলুল্লাহই তাঁকে বহন করছিলেন। কবর খননের পর তিনি নিজ হাতে তাঁকে সেখানে শুইয়ে দিলেন।

আনাস রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! পরবর্তীতে আনসারদের মাঝে কোনো মহিলা জুলাইবিবের স্ত্রীর চেয়ে বেশি সচ্ছল ছিল না। জুলাইবিবের ইন্তেকালের পর পুরুষরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। সেই আনসার রমণীর ত্যাগ ছিল দীনের জন্য। রাসূলুল্লাহ সা.এর ইচ্ছার সামনে তিনি তার যৌবনের সাধ ও আহ্লাদকে কুরবানী করেছিলেন। এমন ব্যক্তিদের শানেই ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

অর্থাৎ মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে। তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর ঃ ৫১-৫২)

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আমার প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে অস্বীকার করে সে ছাড়া। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করে? তিনি উত্তর দিলেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করে সে আমাকে অস্বীকার করে।' (সহীহ বুখারী)

আনসারী নারীদের ইসলাম

আজ সেই যুবতীরা কোথায়! যারা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাকে নিজেদের পছন্দের ওপর অগ্রাধিকার দিবে! যারা আল্লাহর কোনো আদেশ কানে পৌছলে সেটাকে দুনিয়ার সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিবে! যারা বান্ধবীদের সাজসজ্জা, মনের কুমন্ত্রণা সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর ফরমানকেই গ্রহণ করবে!

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি আনসারী মহিলাদের চেয়ে উত্তম ও কিতাবুল্লাহর বিশ্বাসে এত মযবুত এবং কিতাবুল্লাহর হুকুমে এত দ্রুত সাড়া দিতে আর কাউকে দেখিনি। যখন সূরা নূরে আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম নাযিল করলেন-

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূর ঃ ৩১)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে মহিলাদেরকে সেই হুকুম শোনানোর জন্য বাড়িতে গেলেন। পুরুষরা তাদের স্ত্রী, কন্যা, নিকটাত্মীয় নারীদের তা শোনাচ্ছিলেন আর তারা মুখের উপর কাপড় উঠিয়ে তা দ্বারা চেহারা ঢেকে নিচ্ছিলেন। যে সব মহিলার চেহারা ঢাকার ওড়না ছিল না তারা পরিধানের বস্ত্র ছিড়ে ফেলছিলেন। সেটাকে টুকরা করে তা দ্বারা হিজাব বানিয়ে চেহারা ঢাকছিলেন। কেন? কেন তারা এমন করছিলেন? কারণ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তার প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাস ছিল। আল্লাহর হুকুরেম প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর হুকুমের মাঝেই তাদের ইহকালিন ও পরকালিন মুক্তি ও সফলতা নিহিত।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আনসারী মহিলাগণ রাসূলুল্লাহর পিছনে যখন উপস্থিত হতেন তখন কুঁজ হয়ে যেতেন। মনে হত, তাদের মাথায় যেন ভারী কোনো পাত্র রয়েছে।

আল্লাহু আকবার! এই ছিল তৎকালিন নারীদের কারগুজারী। তারা এমনভাবে তাদের চেহারাকে ঢাকতেন, এমনভাবে নিজেদের সৌন্দর্যের স্থানগুলো আবৃত করতেন, যদ্দরুণ কোনো পুরুষ তাদের দেখতে পেত না।

পর্দার বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য

আমার বোন! আপনি কি জানেন, কাদেরকে তখন পর্দার এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? কাদেরকে আল্লাহ তাআলা পর্দার আদেশ দিয়েছিলেন? তারা হচ্ছেন হযরত আয়েশা, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ, আসমা বিনতে আবু বকর ও তাদের মতো পবিত্র ও মুত্তাকী নারী। এমন নারীদেরকে পর্দা করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাদের থেকে পর্দা করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল? তাদেরকে আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী ও মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে নেককার ও মুত্তাকী পুরুষ সাহাবায়ে কেরাম থেকে পর্দা করতে বলা হয়েছিল। উভয় দিকে এমন নেককার ও মুত্তাকীরা থাকার পরও সমাজের সার্বিক স্বার্থে নারীদেরকে পুরুষদের থেকে পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

এমনকি আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর, ওমর, তালহা ও যুবায়েরের মতো সাহাবায়ে কেরামকেও নারীদের সাথে একান্তে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, إذا سألتموهن متاعا অর্থাৎ যখন তোমরা রাসূলুল্লাহর স্ত্রী যারা উম্মতের পবিত্রতম নারী; তাদের কাছে কিছু যাচনা কর। তারপর বলা হচ্ছে, فاسألوهن من وراء حجاب অর্থাৎ তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। কেন? কেন পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে? জবাব দেয়া হচ্ছে, ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن অর্থাৎ এটা তোমাদের ও তাদের কলবের জন্য অধিক পবিত্র বিষয়। কারণ এটা তোমাদের ও তাদের কলবের পবিত্রতার জন্য সহায়ক।

সুতরাং ভাবনার বিষয়! আজ এই ফেতনার যামানায় আমাদের পুরুষ ও নারীদের হুকুম কী হওয়ার কথা? আজ যারা মনের নিষ্কলুষতার সাফাই গান আর অন্যদের দিকে মনের সঙ্কীর্ণতার তীর ছুড়েন, একবার ভেবে দেখুন! আপনার মন কতটুকু পবিত্র! আপনি কী সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বেশি পবিত্র ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী! আপনার মন আবু বকর আর খাদীজার মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র হলেও মনে রাখবেন, শরীয়তের হুকুম কখনো এক ব্যক্তির অবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না, সামগ্রিক অবস্থাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাই যখন কোনো হুকুম নাযিল হয় তা সকলের জন্যই প্রযোজ্য হয়। পর্দার ফরয বিধানও তেমনি সকল নারী-পুরুষের জন্যই প্রযোজ্য।

জাগতিক সামান্য স্বার্থে ঈমান বিক্রি!

আজ যে সকল মা- বোনেরা মার্কেটে বা শপিং সেন্টারে গিয়ে পণ্যের মূল্যে একটু ছাড়ের আশায় বিক্রেতার সাথে সুমিষ্ট স্বরে কথা বলে, তার সাথে এমনভাবে হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে যেন সে তার স্বামী বা ভাই। অথচ নেকাবে তার মুখ ঢাকা। তার দেহ দীর্ঘ বোরকায় আবৃত! এমন ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে আমি কী বলব! এমন নির্লজ্জতা ও নাফরমানী আপনি কিরূপে প্রদর্শন করেন? আপনি কি জানেন না, এটা হারাম? সামান্য মূল্যছাড়ের জন্য আপনি এমন হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছেন! সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য আপনি আপনার রবের নাফরমান হচ্ছেন! যে ঈমান আপনাকে কয়েকটি টাকার জন্য হারাম কাজ থেকে বাঁচাতে পারে না, সেই ঈমান কী করে আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে!

এগুলোর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে, নারীদের প্রাইভেট কার বা অন্য কোনো গাড়িতে পুরুষ ড্রাইভারের সাথে একাকী আরোহন করা। হাদীসের ভাষায় 'কোনো নারী-পুরুষ যখন একান্তে মিলিত হয়, শয়তান তাদের তৃতীয়জন হয়ে যায়।'

আসলে আজ সকলেই জানে, সে যা করছে তা অপরাধ। পর্দা যে ইসলামের ফরয বিধান তাতে কারোই সন্দেহ নেই। তারপরও আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে অবলীলায় তাঁর নাফরমানী করে যাচ্ছে। তার এই নাফরমানী দেখে মনে হয় যে, তার রব তাকে শাস্তি দিতে অক্ষম কিংবা তিনি তাকে নির্লজ্জ নাফরমানীর অবাধ অনুমতি দিয়ে রেখেছেন!

আযাব আসার আগেই ক্ষান্ত হোন

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা চাইলে, যে কোনো সময় আপনার থেকে তার নেয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। হাসপাতালে যান। সেই নারীদের দেখে আসুন! যারা দুরারোগ্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছেন। কত যুবতী নারী, যৌবন যার উপচে পড়ছে; হাসপাতালের বিছানায় তার অবশ দেহটা নিথর পড়ে আছে। চোখের পাতা দু'টো ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ সামান্য নাড়াচাড়া করতে পারে না। গোটা দেহ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। ছুরি দ্বারা তার হাত-পা কেটে ফেললেও সে টের পাবে না। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করছি এবং তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের দুআ করছি। এ সকল রোগীর দিলেও তো তামান্না হয়, হায়! যদি অন্তত পেশাব-পায়খানার জন্য হলেও উঠা-বসা করতে পারতাম! কেউ কেউ তো নাকে দুর্গন্ধ পৌছার আগে বুঝতেও পারে না যে, সে পেশাব-পায়খানা করে ফেলেছে। শিশুদের মতো তাদেরকে পোষাক পরিয়ে দিতে হয়। ঘৃণাভরে নার্সরাও তাদের কাছে যেতে চায় না। অথচ এই যুবতী একদিন আপনার মতোই সুস্থ ছিল। আপনার মতোই পানাহার করত। হাসি ঠাট্টায় মেতে থাকত। মার্কেট আর শপিং সেন্টারে যেত। কিন্তু হঠাৎ একদিন আগে থেকে কোনো সতর্ক সিগন্যাল দেয়া ছাড়াই রোড এক্সিডেন্ট ঘটে গেল। ব্রেন বা হার্ডে প্রচণ্ড রকমের চোট খেল। পরিণতিতে জীবিত থেকেও মৃতের মতো দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর ধরে তারা বিছানায় পড়ে আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ .

অর্থাৎ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেন এবং তোমাদের কলবের উপর মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ আছে কি যে এসব ফিরিয়ে আনবে? লক্ষ্য কর! কিভাবে আমি আমার আয়াতগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি। তবু তারা বিমুখ হচ্ছে! বলুন! তোমরা কি মনে কর? যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আকস্মিক বা প্রকাশ্যে আপতিত হয় তাহলে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে? (সূরা আনআম ঃ ৪৬-৪৭)

আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, যারা রোগাক্রান্ত হয়েছেন তারা সকলেই পাপের শাস্তি পেয়েছেন। এমনটা কখনোই নয়। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় কখনো আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা ও কৌশল থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না।

আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজই ছোট নয়

দীনের জন্য সংগ্রামী নারীরা ছোট-বড় সব ধরণের ভাল কাজেই এগিয়ে যান। কল্যাণের সব অঙ্গনেই তাদের সমান পদচারণা থাকে। কে জানে কে কোন আমলের কারণে জান্নাত লাভ করবে? হতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনি সামান্য তার বা রশি দিয়েছেন কিংবা কাউকে কোনো মর্মস্পর্শী সদুপদেশ দিয়েছেন, যার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য সন্তুষ্টি আর মাগফিরাতের ফয়সালা চূড়ান্ত করে দিবেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, বনী ইসরাইলের এক পতিতা একদা একটি মরু এলাকায় পথ চলছিল।

পথিমধ্যে একটি কুকুরকে দেখলেন, একটি কুয়ার আশপাশে ঘুরঘুর করছে। বারবার সে কুয়ায় উঠতে চাচ্ছে। প্রচণ্ড গরমের দিন। পিপাসায় কুকুরের জিহবা বেরিয়ে এসেছে। তৃষ্ণায় তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সেই বেশ্যা কতকাল ধরে তার রবের নাফরমানী করছে। মানুষকে গোনাহে প্রবঞ্চিত করেছে। বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে। হারাম উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে। কুকুরের এই নিদারুণ অবস্থা লক্ষ্য করে বেশ্যার মনে কুকুরের প্রতি মমতা উথলে ওঠল। সে তার পায়ের মোজা খুলল। এরপর সেটাকে তার ওড়নার সাথে বেঁধে কুয়ায় ছাড়ল। ওড়না ভিজিয়ে ভিজিয়ে কুয়া থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করাল।

আল্লাহ তাআলা তার এই কাজে এত সন্তুষ্ট হলেন যে, তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। কিসের বিনিময়ে এই ক্ষমা? সে কি রাতভর নামায আর দিনভর রোযা রেখেছিল? সে কি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল? না, কখনোই না। সে নামাযও পড়েনি। রোযাও রাখেনি। সে কেবল একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে সামান্য পানি পান করিয়েছিল। বিনিময়ে সে আল্লাহর কাছে অনন্ত ক্ষমা লাভ করল। তাই কোনো কাজকেই হেলা করতে নেই। সামান্য কাজও আপনার নাজাতের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক অসহায় মহিলার ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার এক অসহায় মহিলা তাঁর কাছে এল। তার সাথে দু'টি মেয়ে সন্তান। এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! গত তিনদিন ধরে আমাদের পেটে কিছু যায়নি। আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহর ঘরে খুঁজতে লাগলেন; ভিখারী মহিলাকে দেয়ার জন্য কিছু পাওয়া যায় কি না। খুঁজে খুঁজে কেবল তিনটি খেজুর পেলেন। তিনি তাই মহিলার হাতে উঠিয়ে দিলেন। মহিলাটি এতে যারপরনাই খুশি হল। একটি একটি করে খেজুর তার দুই মেয়েকে দিল। আর নিজে খাওয়ার জন্য একটি খেজুর মুখে তুলল। ইত্যবসরে মেয়ে দু'জন তাদের খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছে। ক্ষুধার তাড়নায় দ্রুত তা শেষ করে মায়ের দিকে চাইল। তারা উভয়েই মাকে তার হাতে থাকা খেজুরটি দেয়ার

আবদার করল। মা সন্তানদের চেহারার দিকে চাইলেন। তারপর খেজুরটি দু'ভাগ করে দু'জনের হাতে দিলেন।

হযরত আয়েশা বলেন, মায়ের এই স্নেহ ও মমতা আমাকে বিস্মিত করল। রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে এলে আমি তাঁকে এই ঘটনা শোনালাম। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে সেই মায়ের জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।'

আল্লাহ তাআলার প্রিয় দাসীরা এভাবেই আল্লাহ তাআলার হুকুমের অনুগত হয়ে থাকেন। হোক সামান্য বিষয়, তারপরও তারা বেখেয়াল থাকেন না। কারণ এটা তার রবের হুকুম। আর আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও গোনাহের ব্যাপারে শৈথিল্য না করা। একজন মুমিন নারী কখনোই গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করতে পারেন না। যারা গোনাহের ব্যাপারে শিথিল, গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন-

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

অর্থাৎ তোমরা একে সহজ মনে কর, অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে তা গুরুতর। (সূরা নূর ঃ ১৫)

আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজই সাধারণ নয়

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তিনি এক মহিলাকে জাহান্নামে শাস্তি পেতে দেখেছেন। হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন! কেন সেই মহিলা জাহান্নামে গিয়েছিল? কী অপরাধ ছিল তার? সে কি মূর্তি পূজারী ছিল? কোনো নবীকে হত্যা করেছিল? মানুষের সম্পদ চুরি করেছিল? না, সে এমন কোনো গুরুতর অপরাধ করেনি, বরং তার অপরাধ ছিল, সে একটি

বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছিল। বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার অপরাধে সে জাহান্নামে গিয়েছিল। একটি বিড়ালকে সে বন্দী করেছিল। তাকে ছাড়তও না, যে সে খাবার জোগাড় করবে। আবার নিজেও তাকে খাবার দিত না। এভাবে ক্ষুধার যাতনায় বিড়ালটি মারা গেল।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি তাকে জাহান্নামে এ অবস্থায় জ্বলতে দেখেছি যে, বিড়ালটি তাকে খামচাচ্ছে।' (বুখারী, মুসলিম)

সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা.কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা রাতে নামায পড়ে আর দিনে রোযা রাখে। এ ছাড়াও সে দান-সদকা ইত্যাদি করে, কিন্তু তার প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। তার কী অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, 'তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সে জাহান্নামী হবে।' ভিন্ন সূত্রে এসেছে, তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা কেবল ফরয নামায পড়েন। আর সামান্য কিছু দান-সদকা করেন, কিন্তু কাউকে কষ্ট দেন না। তার কী পরিণতি হবে? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, 'সে জান্নাতী।'

তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ

সবাই জানে, তথাকথিত স্বাধীনতা ও সমতার নামে যে যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা কত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক! এদের চক্রান্ত আজ আর গোপন কোনো বিষয় নয় যে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। যে স্বাধীনতার দিকে নারীবাদীরা আমাদের মা-বোনদের আহবান করে, সেই স্বাধীনতার অর্থ কী? এই স্বাধীনতার কথা বলে আসলে তারা কী চায়? আসুন এদের পরিচয় জেনে নিই। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা মজলুম শ্রমিকদের স্বাধীনতা, জালেমশাহীর বলির শিকার অধিকার বঞ্চিত জনতার স্বাধীনতার কথা বলে না? কেন তারা সমাজের উপেক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও এতিমদের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলে না? কেন তারা স্বজনহারা বৃদ্ধ পিতামাতার বিষয়ে সন্তানের

দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলে না? কেন তারা কেবল সেই পবিত্র মহিলাকে স্বাধীনতার দিকে আহবান করে যে তার অভিভাবকের ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে? যে নারীর দিকে কোনো ইভটিজারের হাত প্রসারিত হলে সেই হাত আর অক্ষত ফিরে যায় না, কেন তারা বারবার একই কথা বলছে যে, এই পবিত্র নারীর স্বাধীনতা প্রয়োজন?

কামুক পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে, নিজেকে তাদের কুদৃষ্টি থেকে হিফাজত করতে গায়ে লম্বা জামা পরিধান করা আর মুখে ওড়না ব্যবহার কী কখনো দাসত্ব হতে পারে, যা থেকে এই মহিলার মুক্তি প্রয়োজন? পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশামুক্ত মহিলাদের জন্য পৃথক বিশেষ কর্মস্থল নির্মাণ; যেখানে কেবল মহিলারাই অবস্থান করবে, এটা কি তাদের জন্য দাসত্ব ও তাদের অপমান? মহিলা তার সন্তানকে লালন-পালন করবে, মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, নিজের বাড়িতে অবস্থান করবে, এ সব কি দাসত্ব যার থেকে তার মুক্তি প্রয়োজন?

যারা প্রতিনিয়ত নারী স্বাধীনতার নামে ঘেউ ঘেউ করে, নারীদেরকে বেপর্দা করতে চায়, তারা মনে করে, হিজাব নারীদের শৃঙ্খল ও বেড়ী। হিজাবই নারীদের বন্দী করে রেখেছে। কাজেই এ থেকে নারীদের মুক্ত করা প্রয়োজন।

কেন এই দাবীদারদের মাঝে সমাজের আলেম-ওলামা ও নেককার ব্যক্তিদের দেখা যায় না? কেন এদের অধিকাংশই ব্যভিচারী, পতিতা, মদখোর ও উন্মত্ত প্রবৃত্তির পূজারী! নিছক সমাজের এই নোংরা শ্রেণীই কেন নারী মুক্তির আন্দোলন করে? কেন তারা পবিত্র নারীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার প্ররোচনা দেয়?

নারীবাদীদের আসল চেহারা

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কারণ তারা এই পবিত্র নারীদেরকে পোষাকবিহীন নগ্ন দেখতে চায়। তাদেরকে নর্তকীর ভূমিকায় পেতে চায়। তাদের মাধ্যমে নাচের আসরকে তারা সুখময় করতে চায়।

নগ্ন নারীদের দেহ ভোগ করে তারা তাদের অনুষ্ঠানাদি সেলিব্রেট করতে চায়। তাদের আহবানে অবুঝ, আবেগী, অবলা নারীরা যখন নগ্ন হয়, নিজেকে উজাড় করে, নাটকের মঞ্চে নাচে, গানের মঞ্চে গান করে, তাদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়, তখন এই কামুকেরা তাদের মাধ্যমে নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে চিৎকার দিয়ে বলে দেয়, 'আমরা তোমায় মুক্ত করলাম। তোমায় স্বাধীনতা দিলাম। তোমার দেহ তোমার। কাজেই এ দেহকে তুমি যাকে খুশি তাকে দিতে পার। আমরা তোমার দেহের স্বাধীনতা ভোগ করে তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম।' এর নামই স্বাধীনতা!

এ লোকেরা নারীদের হাতের পুতুল হিসেবে পেতে চায়। ফলে তাদের স্পর্শে আসতে চায়। মিশতে চায়। একান্ত হতে চায়। তারপর তাকে সুইমিংপুলে নিয়ে গিয়ে যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে চায়! নারীদের তারা চায় তাদের বিছানায়, বাগানে, বারে কিংবা কফিশপে। নারীদেরকে নষ্ট করে নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করাই এদের কাছে মুখ্য। নারীর সতীচ্ছেদ ঘটানোই ওদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।

তারা নারীদের বীচ এলাকায় পোষাকবিহীন দেখতে চায়। তাদের অর্ধনগ্ন বিমানবালা, কলগার্ল ও সেক্স পার্টনার হিসেবে দেখতে চায়। ফলে এ জাতীয় কাজকে তারা নারীদের সামনে মোহনীয় করে তুলে ধরে। এ সব কাজকে প্রগতি, উন্নতি ও আধুনিকতার সোপান হিসেবে উপস্থাপন করে। এরপর নারী যখন এই ধোঁকাবাজদের পাপের জলাভূমিতে ডুব দেয় তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আর উপহাস করে বলতে থাকে, এই নারী আজ মুক্ত-স্বাধীন। এর নামই স্বাধীনতা!

ভেবে দেখুন! কিসে তাকে মুক্তি দিল? আশ্চর্য! সে কী জেলখানায় আবদ্ধ ছিল, যা থেকে সে মুক্তি পেল? নারী স্বাধীনতা মানে কী পোষাক ছোট করা, হিজাব খুলে ফেলা কিংবা মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো আর বয়ফ্রেন্ডদের শয্যাসঙ্গী হওয়া! নারী স্বাধীনতা মানে কী নির্লজ্জ যুবকের সাথে খোলামেলা কথা বলা কিংবা ক্ষুধার্ত নেকড়ের সাথে একান্তে মিলিত হওয়া! আফসোস! পুরুষের পাশাপাশি আজ কিছু অবুঝ নারীও কামুক

পুরুষদের পাতা জালে পা দিয়ে নিজেকে ধ্বংস করছে এবং স্বজাতিকে এই ধ্বংসাত্মক পথের দিকে আহবান করছে! তারা নিজেরাও লাঞ্ছনার পথকে বেছে নিয়েছে। অন্যদেরকেও তারা সেই পথে আহবান করছে।

নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা

প্রকৃতপক্ষে নারী স্বাধীনতা কী এই নয় যে, আপনি পবিত্র ও সুপ্ত থাকবেন! আপনার পিতা আপনাকে স্নেহ করবে। স্বামী আপনার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে। আপনার ভাই আপনার হেফাজত করবে। সন্তান আপনার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটাই কী নারীর প্রকৃত সম্মান নয়! আমার বোনেরা! আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এ সম্মানই নির্বাচন করেছেন।

দেখুন! সমাজের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। এক. ঘরের কাজ। দুই. ঘরের বাইরের কাজ। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে, বর্হিবিভাগ সামলানো। এর মধ্যে রয়েছে উপার্জন করা, রোগীর চিকিৎসা করানো, ক্ষুধার্তকে আহার করানো, গাড়ির ড্রাইভিং করা, বাজার সদাই করা এসব পুরুষের কাজ। অপরদিকে মহিলার দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তান প্রতিপালন, বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ করা ইত্যাদি।

নারী-পুরুষ উভয়ের কাজ ও দায়িত্বকে এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। প্রত্যেকে আপন স্বাতন্ত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেউ তার দায়িত্ব পালন করাতে লজ্জা বা অপমানের কিছু নেই।

লক্ষ্য করুন! ইমাম বায়হাকী রহ. 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ নামক একজন মহিলা সাহাবি রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে আগমন করলেন। নবীজি তখন সাহাবায়ে কেরাম পরিবেষ্টিত ছিলেন। আসমা এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি নারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক। পূর্ব বা পশ্চিম নারীরা যেখানেই

অবস্থান করুক না কেন, তারা আমার কথা শুনতে পাক বা না পাক, তারা সকলেই আমার কথার সাথে সহমত হবে, এমন একটি প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই। প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী-পুরুষ সকলের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সেমতে আমরা আপনার ও আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন সেই রবের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা নারীরা পুরুষ কর্তৃক সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। পুরুষের ঘরে বন্দী। তাদের কামনার উপকরণ ও তাদের সন্তান গর্ভধারি। (পাশেই পুরুষ সাহাবায়ে কেরাম বসা ছিলেন, তিনি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন) আর তোমরা অর্থাৎ পুরুষদেরকে জুমুআ, জামাতে অংশগ্রহণ, রোগীর সেবা, জানাযায় অংশগ্রহণ, বারবার হজ করতে পারা এবং বিশেষত আল্লাহর পথে জিহাদ করা ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। তোমরা পুরুষরা যখন হজে বা জিহাদে চলে যাও, তখন আমরা নারীরা তোমাদের সম্পদ পাহারা দিই। তোমাদের সন্তানদের দেখাশোনা করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে সওয়াবের দিক থেকে আমরা কিভাবে পুরুষদের সমতুল্য হব?

তাঁর প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা কি দীনি বিষয়ে এই নারীর চেয়ে উত্তমরূপে কাউকে প্রশ্ন করতে শুনেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জ্বি না। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বললেন, 'হে নারী! তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আর তোমার সাথীদের জানিয়ে দাও, তোমাদের কোনো নারী স্বীয় স্বামীর কাছে ভাল হওয়া, স্বামীর সন্তুষ্টি কামনা করা এবং তার আনুগত্য করা নারীকে পুরুষের সমতুল্য সাব্যস্ত করবে।'

আসমা ফিরে এলেন। কালেমা পড়তে পড়তে, আল্লাহর গুণগান গাইতে গাইতে আনন্দিত ও খুশিমনে তিনি রাসূলুল্লাহর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন।

নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই নিজস্ব অঙ্গন রয়েছে। নারী তার বাড়ির সম্রাজ্ঞী। স্বামী তার সম্রাট। সন্তান তাদের প্রজা। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষ এই অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তনের অবকাশ রয়েছে। বিশেষে প্রয়োজনে কখনো

নারীর জন্যও বাইরে কাজ করার অবকাশ রয়েছে। বাড়ির আঙ্গিনায় নারীর সীমাবদ্ধতা নারীর প্রতি অবহেলা বা অসম্মান নয়, বরং নারীর সম্মান ও ইজ্জতের কারণেই এই ব্যবস্থা। ইসলাম নারী ও নারীর সম্মানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামে নারীর সম্মান

আল্লাহ তাআলাই আপনার জন্য সম্মানের জীবন নির্বাচন ও নিশ্চিত করেছেন। আপনার পিতা-মাতাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুই কন্যা সন্তানকে লালনপালন করবে আমি ও সে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে থাকব' এই বলে রাসূলুল্লাহ সা. দুই আঙ্গুলকে এক সাথে মিলিয়ে ধরলেন। (সহীহ মুসলিম)

ইসলাম আপনার সন্তানকে আদেশ করেছে, আপনার সম্মান দিতে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সেবা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? রাসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, তোমার মা, এরপরও তোমার মা, এরপরও তোমার মা, এরপর তোমার বাবা।

স্বামীকে রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রীর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি রাগ হয়ে তার প্রতি অসদাচরণ করে; তাকে তিনি তিরস্কার করেছেন।

সহীহ মুসলিম ও জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সা.এর সামনে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত। সাদা-কালো, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সব ধরণের মানুষ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ সা. সমবেত সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সাবধান! নারীদের প্রতি তোমরা উত্তম আচরণ কর। সাবধান! নারীদের প্রতি তোমরা উত্তম আচরণ কর।'

সুনানে আবু দাউদ ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, একবার একদল মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.এর বিবিদের সাথে তওয়াফ করল। এ সময় তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীদের এই অভিযোগ রাসূলুল্লাহ সা.এর কানেও পৌছল। তা শুনে তিনি পুরুষদের মজলিসে গিয়ে বললেন, মুহাম্মাদ সা.এর পরিবারের সাথে অনেক মহিলা তওয়াফ করেছেন। তারা তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। শুনে রাখ! যে সব স্বামীর ব্যাপারে তাদের স্ত্রীদের অভিযোগ রয়েছে তারা তোমাদের মাঝে উত্তম পুরুষ নয়।

তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে ভাল। আর আমি আমার পরিবারের কাছে ভাল।' (ইবনে মাযাহ, তিরমিযী থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত)

নারীর ইজ্জতের হিফাজতে এখানে রক্ত ঝরে

নারীদের প্রতি ইসলাম এমন মর্যাদা প্রদর্শন করেছে যে, কেবল একজন নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য ইসলাম যুদ্ধ করেছে। একজন নারীর সম্ভ্রমহানিকে ইসলাম বরদাশত করেনি। কারণ একজন নারী কেবল একজন নারীই নয়, তিনি একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন বোন ও একজন কন্যা। তিনি এ সমাজের অর্ধাংশ। অপর অর্ধেকের অস্তিত্বের উৎসও তিনিই। এমন একজন নারীর সম্ভ্রমহানি মানে সমগ্র মানবজাতির সম্ভ্রমহানি। কাজেই এমন বিষয়কে ইসলাম অতীতেও বরদাশত করেনি। বর্তমানেও করে না। ভবিষ্যতেও করবে না।

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন, মদীনায় ইহুদীরা মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করত। যখন পর্দার বিধান নাযিল হল এবং মুসলিম রমণীগণ পর্দা করতে শুরু করলেন এতে ইহুদীরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হল। তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মুসলিম রমণীদের পর্দা হরণ করার সুযোগ খুঁজতে লাগল, কিন্তু সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিল না।

ঘটনাক্রমে একদিন এক মুসলিম রমণী ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকার বাজারে গেলেন। তিনি ছিলেন পবিত্র, পর্দানশীন। বাজারে গিয়ে তিনি এক স্বর্ণকারের দোকানে বসলেন। মুসলিম রমণীর এই পবিত্রতা ও পর্দা ইহুদীরা সহ্য করতে পারছিল না। তাদের গায়ে যেন জ্বালা ধরে গেল। তারা ঐ পবিত্র রমণীকে দেখে, স্পর্শ করে, তার সাথে অকালিন আচরণ করে মজা নিতে চাচ্ছিল, যেমনটি তারা ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের সাথে করত। তারা ওই রমণীর মুখের নেকাব সরাতে চাইল। তাকে বলল, 'হিজাব খুলে ফেল। মুখের নেকাবখানা একটু সরাও! তোমার চাঁদমুখ চেহারা একটু দেখি!' এসব বলে তারা তাকে উত্যক্ত করছিল, কিন্তু মুসলিম রমণী হিজাব খুলতে রাজি হলেন না।

ওদিকে মুসলিম রমণীর অগোচরে দোকানী স্বর্ণকার তার কাপড়ের নিচের অংশ ওড়নার সাথে বেঁধে দিল। কাজ সেরে যেই না তিনি দাঁড়াতে শুরু করলেন অমনি পিছন দিকে টান লেগে তার কাপড় খুলে গেল। তার শরীরের গোপনাঙ্গ অনাবৃত হয়ে পড়ল। মুসলিম নারীর বেহাল দশা দেখে ইহুদীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ক্রমেই দুষ্ট ইহুদীরা তার কাছাকাছি হচ্ছিল। তাদের হাবভাব দেখে মুসলিম রমণী চিৎকার করে ওঠলেন। তিনি প্রয়োজনে তাকে হত্যা করতে অনুরোধ করলেন, তারপরও তার সম্ভ্রমহানি করতে বারণ করলেন।

এক মুসলিম যুবক এই দৃশ্য দেখে তরবারী খাপমুক্ত করে স্বর্ণকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। ঘটনার আকস্মিকতায় ইহুদীরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারাও প্রবল আক্রোশে একযোগে মুসলিম যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঘাতে আঘাতে মুসলিম যুবককে হত্যা করে ফেলল।

অল্প সময়ের ব্যবধানে সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সা. ঘটনা জানলেন যে, ইহুদীরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের মানহানি করেছে। ইহুদীরা আগে থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারপরও ঐক্যের স্বার্থে রাসূলুল্লাহ সা. তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন না, কিন্তু এবার তো আর

বরদাশত করা যায় না। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বনু কাইনুকাকে অবরুদ্ধ করলেন। চর্তুদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললেন। কয়েকদিন অবরোধের পর ইহুদীরা আত্মসমর্পনে বাধ্য হল এবং রাসূলুল্লাহ সা.এর নির্দেশ মোতাবেক কেল্লা থেকে নেমে এল।

রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে মুসলিম মহিলার সম্ভ্রমহানির কারণে শাস্তি দেওয়ার এবং তাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করলেন। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল উঠে দাঁড়াল। মুসলিম মহিলার সম্ভ্রমহানি কিংবা সম্মানির সম্মান নষ্ট হলে যার কিছু যায় আসে না; সেই কুখ্যাত সর্দার হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন উবাই। জাহেলী যুগে তার সাথে ইহুদীদের বন্ধুত্ব ছিল। সে বলল, মুহাম্মাদ! আমাদের বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ সা. মুনাফিক সর্দারের কথায় কর্ণপাত করলেন না।

কারণ তিনি কিভাবে তাদের ক্ষমা করবেন যারা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত! যারা একটি সুস্থ-সুন্দর সমাজকে নষ্ট করতে চায়! যারা নারীদের ইজ্জত হরণ করে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে চায়! রাসূলুল্লাহ সা.এর মনোভাব বুঝতে পেরে ওই মুনাফিক আবার দাঁড়িয়ে একই অনুরোধ করল। রাসূলুল্লাহ সা. এবারও তার কথার পাত্তা দিলেন না। কারণ এর সাথে মুসলিম রমণীকুলের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। মুসলমানদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানের বিষয় জড়িত। কাজেই এ বিষয়ে তিনি শিথিল হতে পারেন না। তিনি ইহুদীদের প্রতি কোনোরূপ ছাড় প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন।

মুনাফিক সর্দার এবার রাগে রাসূলুল্লাহ সা.এর বর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তাঁকে টানতে লাগল। আর তার সাবেক বন্ধুদের ক্ষমা করতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার দুঃসাহসে রাসূলুল্লাহ সা.ও রাগ হয়ে গেলেন। তার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছাড় আমাকে।' কিন্তু মুনাফিক নাছোড়বান্দা। সে বিলাপ জুড়ে দিল। তার বন্ধুদের যেন অন্তত হত্যা করা থেকে নিষ্কৃতি মিলে, সে জন্য হৈচৈ শুরু করল।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পীড়াপীড়িতে রাসূলুল্লাহ সা. কিছুটা নরম হলেন। তাকে বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। তোমার জন্যই তাদের ছেড়ে দিলাম।' তাদেরকে তিনি হত্যা করলেন না, কিন্তু মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার করলেন। তাদেরকে দেশান্তর করে দিলেন।

মৃত্যুর পরও পর্দা!

নেককার, পবিত্র ও পর্দাশীল নারীগণ জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবু তাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে সম্মত হন না। জীবন দিয়ে হলেও তারা তাদের ইজ্জতের হিফাজত করেন।

হযরত ইবনে আব্দুল বার রহ. 'ইস্তিআব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ সা.এর কলিজার টুকরা কন্যা হযরত ফাতিমা রাযি. সব সময় পর্দার মাঝে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি স্বীয় হালতের ব্যাপারে পেরেশান হলেন যে, মৃত্যুর পর দাফন-কাফনের প্রক্রিয়াকালে তাঁর পর্দার কী হবে? তিনি লাশের খাটে শোয়ে তার উপর চাদর জড়ালেন। দেখলেন, এতেও উপর দিয়ে দেহের অবয়ব বুঝা যায়। ফলে তিনি আসমা বিনতে উমাইসকে বললেন, আসমা! সাধারণ মহিলাদের সাথে যা করা হয় তা আমার একদম পছন্দ নয়। তাদের লাশের উপর চাদর দিয়ে ঢাকা হয়। ফলে চাদরের উপর দিয়ে তাদের অঙ্গের গঠন ফুটে উঠে। সবাই তা বুঝতে পারে।

আসমা বললেন, হে রাসূল তনয়া! আমি আপনাকে একটি পদ্ধতি দেখাতে পারি যা আমি হাবশায় দেখেছি। ওই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কেউ কিছুতেই আপনার দেহাবয়ব বুঝতে পারবে না। ফাতিমা বললেন, কী সেটা? আমাকে দেখাও। আসমা তখন একটি কাঁচা খেজুরের ডাল আনালেন। তারপর সেটাকে মাঝখান দিয়ে ফেঁড়ে গম্বুজের মতো বাঁকা করলেন। এরপর তার উপর চাদর দিয়ে ঢাকলেন। তা দেখে হযরত ফাতিমা বললেন, 'বাহ! এতো খুবই চমৎকার! এর দ্বারা তো পুরুষ-মহিলা বুঝার কোনো উপায়ই নেই।' এরপর ইন্তেকাল হয়ে গেলে তাঁকে

বহনের জন্য বিয়ের কনের হাওদার মতো ঐরূপ একটি বস্তু বানানো হল। সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে রাতের বেলা তাঁকে সমাহিত করা হল।

পর্দার প্রতি হযরত ফাতিমার এতটাই যত্ন ও খেয়াল ছিল যে, নিথর লাশ হওয়ার পরও তিনি পর্দার প্রতি যত্নবান ছিলেন। সুতরাং জীবিত অবস্থায় তিনি কেমন পর্দানশীন ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। সুবহানাল্লাহ!

আজ কোথায় সেই নারীরা যারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসেন? ফাতিমাতুজ জাহরার উত্তরসূরীরা আজ কোথায় যাদের কলবে রয়েছে জান্নাতের তামান্না? তারপরও তারা মহিলা ক্লাব বা বিউটি পার্লারে যান! সেখানে স্বেচ্ছায় নিজের বস্ত্রাবসান ঘটান যেন অপর নারী তার শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করে দেয়। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'কোনো নারী যখন স্বীয় স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার বস্ত্র সরিয়ে ফেলে তখন সে মূলত তার ও তার রবের মাঝখানের পর্দা সরিয়ে ফেলে।' (সুনানে তিরমিযী)

বায়হাকী শরীফে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই নারী যে পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ও নিজেকে আবেদনময়ী করতে সচেষ্ট। এরা হচ্ছে মুনাফিক। এরা জান্নাতে প্রবেশ করলে সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মতো প্রবেশ করবে।'

সেই নারীরা আজ কোথায় যাদের ব্যাপারে আমরা স্বপ্ন দেখি যে, তারা ইসলামের সাহায্য করবেন? তারা আজ কোথায় যাদেরকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি যে, তারা নিজেদেরকে দীনের জন্য কুরবানী করবেন? আফসোস! যখন তাদেরকে আমরা দেখতে পাই, সুসজ্জিত পোষাকে, গোড়ালী উন্মুক্ত পাজামা পরে মার্কেট আর পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো তারা প্যান্ট বা আটশাট পোষাক পরে বের হচ্ছে। উপরন্তু তাদের দাবী, আমাকে তো আমার বান্ধবীরাই দেখে বা আমি এগুলো কেবল মহিলাদের মাঝেই পরি। অথচ এরূপ উন্মুক্ত বা আটশাট পোষাক পরা সর্বাবস্থাতেই

নাজায়েয। উলামায়ে কেরাম এগুলোর অবৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ফতোয়া ব্যক্ত করেছেন।

কোনো কোনো মহিলা তো কেবল নিজে নাফরমানী করেই ক্ষান্ত হয় না; অন্য যুবতীদেরও নাফরমানীর প্রতি অনুপ্রাণিত করে। তাদের মাঝে হারাম সিডি-ভিসিডি ও অশ্লীলতা ছড়ায়। নারীদের মাঝে সন্দেহজনক যুবকদের ফোন নম্বর প্রদান করে। অশ্লীলতা ও যৌনতায় ভরপুর ম্যাগাজিন বিলি করে। উপরন্তু রেডিও-টিভির প্রোগ্রামে 'ভালোবাসার মানুষটিকে বা পছন্দের মানুষটিকে খুঁজে নিন' এ জাতীয় শিরোনামে অশ্লীলতা ও আল্লাহর নাফরমানীর প্রকাশ্যে বিস্তার ঘটায়! অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জান না। (সূরা নূর ঃ ১৯)

ইউরোপ-আমেরিকায় বেপর্দা নারীদের দুর্দশা

পর্দা ও ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নারীদের এই শৈথিল্য আজ তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। মানুষের সামনে তাদের তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত করেছে।

যে সব যুবক মার্কেটে যুবতী মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করে, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের গেইটে মেয়েদের প্রোপজ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে এমন অনেক যুবকের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। তাদের অনুভূতি জিজ্ঞেস করেছি, বেপর্দা নারীদের তোমরা কেমন চোখে

দেখ? তারা সবাই আমাকে একই জবাব দিয়েছে, মূলত আমরা তাদের ঘৃণা করি। হাসি-তামাশার মাধ্যমে ওদের মন জয় করে ভোগ করার পর তাদের ছুড়ে মারি। কেউ কেউ আমাকে এটাও বলেছে, শায়েখ! আমি যখন মার্কেটে যাই আর সেখানে পর্দানশীন নারী দেখতে পাই, তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তার কাছাকাছি হওয়ার স্পর্ধা দেখাই না, বরং আল্লাহর কসম! অন্য কেউ তার পশ্চাদবরণ করতে চাইলে তাকেও বাধা দিই।

আমার বোনেরা! আসুন সেসব দেশের দিকে আমরা একটু দৃষ্টি দিই, যেসব দেশে নারীদেরকে স্বাধীন মনে করা হয়। তাদের দেশের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা কেমন? তারা কি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আমাদের চেয়ে সুখে আছে? আজ ঐ সব দেশের নারীরা বেপর্দা ও খোলামেলায় এতটা অগ্রসর হয়েছে, বরং এত অধপতিত ও পদস্খলিত হয়েছে যা বর্ণনা করার কোনো ভাষা আমার নেই। দেখুন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে! যেখানে প্রতিদিন এক হাজার নয়শত নারী ধর্ষিতা হয়! তাদের মধ্যে আবার শতকরা বিশজন তাদের জন্মদাতা পিতার দ্বারা ধর্ষিতা হয়!!

আমেরিকায় বছরে কয়েক মিলিয়ন নবজাতককে কখনো গর্ভে থাকতেই গর্ভপাত ঘটিয়ে, কখনো জন্মের সাথে সাথেই হত্যা করা হয়। সেখানে প্রতি একশ ডিভোর্সের ষাটটি নারীদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে একশত সত্তরজন যুবতী খুনের শিকার হয়! আল্লাহর কসম! সেখানের বহু নারী আপনার মতো পবিত্র ও পর্দায় থাকতে চায়। কিন্তু.....!!

পর্দাহীনতার পরিণতি

নারীরা যখন বেপর্দা হয় এবং অশ্লীলতা ছড়ায় সমাজে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপরহরণসহ বিভিন্ন রকমের অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। শয়তান আমার আবেগী বোনদেরকে যুগে

যুগে এই যমীনে ফেতনা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করেই আসছে। আর কেউ যখন একবার শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায় সে আর পিছন ফিরে দেখতে চায় না। নিজের যৌবনকে সে উস্কে দেয়। সে তার পোষাক ও সাজ-সজ্জায় নাটক-সিনেমার অভিনেত্রী, ম্যাগাজিন, পত্রিকার বিনোদন পাতা ও চটি সাহিত্যের মডেল এবং পার্লার ও কসমেটিক্স সামগ্রীর নগ্ন তারকাদের অনুসরণ করতে থাকে। এই নিকৃষ্ট অনুসরণ ও অবাধ যৌনাচার তার কাছে তখন তার রবের শরীয়তের আনুগত্যের চেয়ে মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। তার পরিচয় হয় রবের নাফরমান, অবাধ্য নারী হিসেবে। আর অবাধ্যদের শাস্তিদানের জন্যই তো জাহান্নামকে তৈরি করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সা.এর কাছে ছিলাম; এমন সময় বিকট একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা কি জান, এটা কিসের আওয়াজ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বললেন, 'এটা একটি পাথর, সত্তর বছর আগে যাকে জাহান্নামে ফেলা হয়েছিল। এখন তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌছল।'

এই হল তাদের অবস্থা যারা তাদের ররেব নাফরমানী ও অবাধ্যতা করেছে। যারা আখেরাতকে বেকার সাব্যস্ত করেছে। ফলে হাশরের ময়দানে তাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে। বাবা-মা তার থেকে নিজেদের দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে। তার বান্ধবী, উন্মুক্ত ব্রেসলেট, ম্যাগাজিনের মডেল বা তার জাহান্নামী সঙ্গীরা তার কোনো উপকার করতে পারবে না, বরং তারা তো নিজেরাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে ঘুমাতেও পারবে না। মৃত্যুও তাদের গ্রাস করতে পারবে না। হাঁটলে আগুনেই হাঁটতে হবে। বসলে আগুনের মাঝেই বসতে হবে। পিপাসায় কাতর হয়ে জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত রক্ত-পুঁজ সেদিন পান করতে হবে। জাহান্নামের জাক্কুম ফল তাকে খেতে দেয়া হবে। তার বিছানাও আগুন। তার পোষাকও আগুন। তার চাদরও আগুন। তার চারদিকে কেবল আগুন আর আগুন। আগুন তার চেহারাকে ঝলসে

দিবে। তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে। সেই শৃঙ্খলের নিয়ন্ত্রণ জাহান্নামের রক্ষীদের হাতে থাকবে। তারা তাকে জাহান্নামের মাঝে যেমন খুশি টানবে, হিঁচড়াবে, ক্ষত-বিক্ষত করবে। তাদের দেহের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত-পুঁজের স্রোত বইতে থাকবে। তাদের চিৎকারে জাহান্নাম ভারী হয়ে ওঠবে। সারা শরীর খোস-পাঁচড়ায় ভরে যাবে। নিজের শরীর তারা নিজেরাই খামচাতে থাকবে। খামচাতে খামচাতে হাড্ডি বের করে ফেলবে। হাদীস শরীফের ভাষ্যানুসারে 'যদি কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয় তার দুর্গন্ধে ও ভয়ানক দর্শনে পৃথিবীর সকলের মৃত্যু ঘটবে।'

মহান লক্ষ্য নিয়ে বাঁচুন

আমার পর্দানশীন, নেককার বোনেরা! আপনি কেবল নিজের জন্যই বাঁচতে পারেন না, বরং দীনের মহান ফিকির নিয়ে বাঁচুন। নিজের জামা, জুতা, চুলের বেণী বাঁধা; এসব নিয়ে অতি চিন্তা-ভাবনাকে পরিত্যাগ করুন। আপনার মহান ভাবনা এই হওয়া উচিত, কিভাবে আপনি দীনের খেদমত করবেন। গোনাহে নিমজ্জিত কোনো নারীকে দেখলে তাকে কিভাবে উপদেশ দিবেন। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার অবস্থান সকলের জন্য বরকতের সোপান হোক। আপনি আপনার স্বজাতির প্রতি কল্যাণকামী হোন। তাদের মাঝে দীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিন। উপকারী নসীহত বিলিয়ে দিন। তাদেরকে বুঝান। তাদের দুঃখ-কষ্টগুলোকে নিজের দুঃখ-কষ্ট, তাদের সমস্যাগুলোকে আপনার সমস্যা মনে করুন। আপনার কথাই হোক সর্বোত্তম। কুরআন বলছে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থাৎ তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের একজন? (সূরা ফুস্সিলাত ঃ ৩৩)

আপনার প্রথম পরিচয় হোক আপনি নেককার। দৃষ্টিকে আপনি পরপুরুষদের থেকে অবনমিত রাখেন। এমনকি ফেতনাপ্রিয় নারীদের থেকেও আপনি দৃষ্টিকে অবনমিত রাখেন। দৃষ্টির গোনাহ্ বাহ্যত ছোট মনে হলেও এর পরিণতি মারাত্মক। হারাম দৃষ্টি, হারাম নির্জনতার ব্যাপারে যারা শৈথিল্য করে সহসাই এই গোনাহ তাদেরকে যিনা ও সমকামিতার মত কবীরা গোনাহে নিমজ্জিত করে! নাউযুবিল্লাহ। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থাৎ আর তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা একটি অশ্লীল কাজ, মন্দ পথ। (সূরা ইসরা ঃ ৩২)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. (মেরাজের রজনীতে) একদল পুরুষ ও মহিলাকে নগ্ন অবস্থায় চুলার মতো একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে গাদাগাদি অবস্থায় দেখতে পেলেন যে স্থানের নিম্নাংশটি প্রশস্ত, কিন্তু উপরাংশ সঙ্কীর্ণ। তারা সেখানে চিৎকার করছে ও সেখানে থেকে বেরুতে চাইছে। তাদের নিচ থেকে অগ্নিশিখা ঝলসে উঠছে, যার প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে তারা বিরামহীন চিৎকার করছে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, 'এরা ব্যভিচারী নর নারী।' এই শাস্তি তো তাদের জন্য কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চলমান থাকবে। আর কিয়ামতের পর আখেরাতের মূল শাস্তি আরো কত যে ভয়ানক ও যন্ত্রণাদায়ক হবে; সে তো বলাই বাহুল্য! আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা ও পবিত্রতা দু'টোই কামনা করি। কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তাকে তার সর্বোত্তম বিনিময় দান করে থাকেন।

পর্দা বিষয়ে শৈথিল্যের পরিণতি

ইবনে জারীর রহ. তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে ঘটনা বর্ণনা করেন, বনী ইসরাইলের এক পাদ্রী ষাট বছর আল্লাহ তাআলার ইবাদতে কাটায়।

শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়ার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। একবার দূরদেশের এক যুবতী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার তিন ভাই তাকে পাদ্রীর কাছে নিয়ে এল। সুচিকিৎসার জন্য পাদ্রীর বেশ সুনাম, সুখ্যাতি ছিল। দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা। তাই চিকিৎসা ও যাতায়াতের সুবিধার্থে পাদ্রীর কাছেই এক বাড়িতে বোনকে রেখে ভাইয়েরা বিদায় নিল। যুবতীর চিকিৎসা চলছে। শয়তান পাদ্রীকে বহুবার কুমন্ত্রণা দিল, তারপরও সে নিজেকে সংযত রাখল। কিন্তু বারবার দৃষ্টি ও যুবতীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়ায় পাদ্রীর মনে যুবতীর প্রতি দুর্বলতা জন্ম নিল। ফলে সময়ের ব্যবধানে পবিত্রতার বাঁধ এক সময় ভেঙ্গে গেল। শয়তান চিকিৎসার প্রয়োজনে ওই যুবতীর সাথে তাকে একান্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল। এরপর পাদ্রীকে কুমন্ত্রণা দিল, এমন রূপবতী যুবতীকে কাছে পেয়েও বুঝি তুমি সুযোগ হাতছাড়া করবে? কেউ কি জানতে পারবে তোমার অপরাধ? পাদ্রীর মন এবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। পাদ্রী যুবতীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সাথে যিনা করল। যিনার ফলে যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়ল। এবার শয়তান পাদ্রীকে কুমন্ত্রণা দিল, এখন তো এই মেয়ের ভাইয়েরা তোমার অপকর্মের কথা জেনে যাবে। কাজেই একে হত্যা করে ফেল। ওরা এলে বলবে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাই আমি তার জানাযা পড়ে তাকে দাফন করে দিয়েছি। পরিকল্পনা মোতাবেক পাদ্রী মেয়েটিকে হত্যা করে দাফন করে দিল। কিন্তু ভাইয়েরা আসল তথ্য জেনে ফেলল। তারা সম্রাটের কাছে অভিযোগ জানাল। সম্রাট পাদ্রীকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করতে আদেশ করল। তাকে যখন হত্যা করার জন্য বাঁধা হল তখন শয়তান তার কাছে এসে বলল, আমি তোমার সেই বন্ধু যে তোমাকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে সাজদা করলে আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি। পাদ্রী মুখ থুবড়ে পড়ল। বাঁচার জন্য শয়তানের পায়ে পড়ে সিজদাবনত হল। এবার শয়তান বলল, এখন তোমার বিষয়ে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করি। আল্লাহ তাআলা সে কথাই বলছেন-

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ তারা শয়তানের মতো যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতপর যখন সে কাফের হয় তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করি। তাদের উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। (সূরা হাশরঃ ১৬-১৭)

জেনে রাখুন! মুমিন নারীদের সতর্ক করা হলে, তাদের উপদেশ দেয়া হলে, তারা সতর্ক হয়ে যান এবং উপদেশ পালন করেন।

সময় থাকতে তওবার অশ্রুতে সিক্ত হোন

আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. "তাওয়াবিন" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একবার একদল দুষ্টলোক বিখ্যাত আবেদ হযরত রাবি ইবনে খায়সামকে ধোঁকা দিতে ও তাঁকে যিনায় লিপ্ত করতে প্রস্তাব দিল। তাকে বলা হল, যদি তা করতে পারে তাহলে তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হবে।

ঐ মহিলা যথাসাধ্য অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। এরপর বিভিন্ন পারফিউম মেখে রাবি বিন খায়সামের মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে দাঁড়িয়ে রইল। রাবি বিন খায়সাম মসজিদ থেকে বের হলেন। পথে মহিলাকে দেখতে পেলেন। মহিলার আচার-আচরণ তার কাছে সন্দেহজনক মনে হল। মহিলা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ! তুমি কেন এসেছিলে, আমি বোধহয় তা বুঝতে পেরেছি। তুমি একটু ভেবে দেখত, তুমি যদি এখন কোনো রোগাক্রান্ত হও, ফলে তোমার রূপ-লাবণ্য সব নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে? কেমন হবে যদি মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার কাছে আগমন করে আর তোমার কণ্ঠনালীকে ছিড়ে ফেলে? মুনকার নাকীর যদি তোমার সাথে অসদাচরণ করে, তাহলে তোমার হাশর কী হবে?

তাঁর কথা শুনে মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে পালিয়ে গেল। সেই যে পরিবর্তন এল এরপর মৃত্যু পর্যন্ত সেই মহিলা ইবাদতে কাটাল।

সেই ব্যক্তি কত ভাগ্যবান যার তওবা নসীব হয়। আসলে যখন একজন পুরুষ বা নারী তার রবকে চিনতে পারে এবং যত বেশি চিনতে পারে আল্লাহর ভয় তার হৃদয়ে তত বেশি জাগ্রত থাকে। আর যখন কারো হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে তখন সে গোনাহের নিকটবর্তী হলে কিংবা গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাত আল্লাহর কাছে তওবা করে নেয়। সে সব সময় গোনাহের ভয়ে ভীত থাকে। ফলে জীবনের কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে। তার তামান্না হয় তখন একটাই, কিভাবে আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত তাঁর সন্তুষ্টিসহ হতে পারে! ফলে এমন বান্দার গোনাহ হয়ে গেলেও তওবার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার গোনাহকে সকলের থেকে আড়াল করে দেন। আর আমাদের রব তো সেই সত্তা, বান্দা যখন তওবা করে তখন তিনি আনন্দিত হন। কাজেই আমার বোনেরা! আসুন! আমরা তওবা করি। চোখের পানি ফেলি। তাকদীর আমাদেরকে যে সময়ের জন্য বেছে নিয়েছে সে সময়ের দাবীগুলো বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।

একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী আমার পর্দানশীন মা ও বোনদের আমি বলতে চাই! আমি হৃদয় থেকে কয়েকটি কথা আপনাদের কানে দিয়ে গেলাম। আশা করি, তা আপনাদের হৃদয়েও রেখাপাত করবে। বিদায় বেলায় শেষবারের মতো বলে যাই, সমাজে নাফরমানদের জোয়ার ও সয়লাব দেখে আপনি যেন প্রবঞ্চিত না হন। আপনার পাড়া-পড়শি বা বান্ধবীদের মধ্য থেকে যারা ইসলামের পর্দার বিধানে শৈথিল্য করছে, গায়রে মাহরাম যুবকদের সাথে মেলামেশা করছে, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ছে, হারাম বয়ফ্রেন্ড গ্রহণ করছে, যারা নাটক-সিনেমা, মডেলিং আর ফ্যাশনের মাঝে ডুবে গেছে, তাদের অবাধ

স্বাধীনতা, উদ্ভট উৎপাত আর বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আপনি যেন ধোঁকাগ্রস্ত না হন।

এটা তো বাস্তব যে, আমরা এমন এক ক্রান্তিলগ্নে বাস করছি যখন চারদিকে ফেতনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রতিনিয়ত আমরা বহুমুখী ফেতনার সম্মুখীন হচ্ছি। চোখের ফেতনা। কানের ফেতনা। যিনার সহজলভ্যতার ফেতনা। হারাম সম্পদ উপার্জনের ফেতনা। এ সব ফেতনা দিবানিশি আমাদেরকে ফেতনায় নিমজ্জিত হতে আহবান জানাচ্ছে। সময়ের এই কঠিন বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা সেই যুগ সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি যার সম্পর্কে দেড় হাজার বছর পূর্বে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে ধৈর্য ও দৃঢ়তার দিন অপেক্ষা করছে যে সময় ধৈর্যধারণ করা হবে জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত রাখার মতোই কঠিন। সে সময়ের যে আমলকারী তোমাদের মতোই আমল করবে সে তোমাদের পঞ্চাশজন আমলকারীর বিনিময় লাভ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তখনকার আমলকারীরা কি দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূলুল্লাহ সা. উত্তর দিলেন, 'তারা বরং তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (তিরমিযী, হাকেম)

শেষ যামানায় নেককারদের প্রতিদান বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, তারা নেককাজে কাউকে তাদের সহযোগিতাকারী পাবে না। নাফরমানদের মাঝে নেককারদের সংখ্যা হবে অপ্রতুল। নগণ্য সংখ্যক লোক থাকবে সকলে গান শুনবে, কিন্তু তারা গান শুনবে না। সকলেই হারাম নাটক, সিনেমা ও অন্যান্য জিনিস দেখবে, কিন্তু তারা দেখবে না। সকলে শিরক, কুফর ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে, কিন্তু তারা তাওহীদের বিশ্বাসে অবিচল থাকবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ইসলাম নিঃস্বতার মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। অচিরেই সে পুনরায় নিঃস্বতার মাঝে ফিরে যাবে। ভাগ্যবান তারা যারা নিঃস্বতাকে আঁকড়ে থাকবে।'

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি পরবর্তী সময় পূর্বের সময়ের চেয়ে নিকৃষ্টতর হবে। তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত তথা কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।'

মুসনাদে বাজ্জারে হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার ইজ্জতের কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে দুই ভয় ও দুই নিরাপত্তাকে একত্র করব না। দুনিয়ায় সে আমার ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থাকলে কিয়ামতের দিন আমি তাকে ভীতি প্রদর্শন করব। আর দুনিয়ায় সে আমাকে ভয় করে থাকলে কিয়ামতের দিন আমি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করব।'

হ্যাঁ, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে নিঃশঙ্ক থাকবে। আল্লাহর দিদারে সে ধন্য হবে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.

অর্থাৎ তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। তারা বলবে ইতিপূর্বে পরিবারের কাছে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ধুমায়িত শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা তূর ঃ ২৫-২৮)

অপরদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে গোনাহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। যে কোনো উপায়ে পেট ও যৌবনের সাধ মিটানোই যার ভাবনা ছিল, আল্লাহর আযাব সম্পর্কে যে নিশ্চিন্ত ছিল, আখেরাতে সে ভয়ানক ভয় ও আতঙ্কে থাকবে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا

অর্থাৎ তুমি জালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের দরুণ ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। (সূরা শুরা ঃ ২২)

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন!

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! আপনারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। নিঃসন্দেহে আপনারা সত্যের পথে রয়েছেন। তওবাকারীনিদের স্বল্পতা ও গোনাহগারদের প্রাবল্য-প্রভাব দেখে ধোঁকায় পড়বেন না।

হে উম্মতের জননী ও মানুষ গড়ার কারিগর! এই আমার শেষকথা। আমি আমার হৃদয় নিংড়ানো কথাগুলো আপনার কাছে সপে দিয়ে গেলাম। দুআ করি; আল্লাহ তাআলা আপনাকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হিফাজত করেন। স্বয়ং তিনি আপনার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আপনাকে মুমিন, মুত্তাকী, দায়ী ও নেককার রমণী হিসেবে কবুল করেন। আপনি আমার এই পরামর্শ যদি গ্রহণ নাও করেন, তবু আপনি আমার বোন। আমি আপনার হিতাকাঙ্খী। দিবানিশি মহান রবের দরবারে আমি আপনার জন্য দুআ করে যাব। আপনার কল্যাণকামিতা ও আপনাকে দাওয়াত দেয়া থেকে কখনোই আমি পিছপা হব না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য আমার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবেন না, যার সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।

হে বোন! জান্নাত আপনার প্রতীক্ষায়! ওয়েলকাম টু জান্নাত! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সমাপ্ত